তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে
(প্রথম খন্ড)



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে

(প্রথম খন্ড)



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

Taslima Nasreener Bichar Hok Janatar Adalate (Part – 1)
Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল,
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১০
First Print : 11 September 2014
First Online Published : 5 February 2015
প্রথম অনলাইন সংস্করণ : ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
Compose and PDF Creater Mohd.Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ৫০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

Taslima Nasreener Bichar Hok Janatar Adalate (Part - 1). Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 11 September 2014 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 50/- (Fiftes Rupise Only)

উৎসর্গ

হযরত ওহাসী (রাঃ) এঁর শানে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করলাম যিনি শাবল দিয়ে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলেমা কাজ্জাবকে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছিলেন ।

জযবা

রক্তে আমার লেগেছে আগুন,
দাউ দাউ করে জ্বলে ধমনী শিরা,
টগবগ করে ফুটে আগ্নেয়গিরির মতো শরীরের যত খুন,
ঝলসানো বুক আমার হয়েছে আজ মরুভূমি সাহারা ।
হৃৎপিন্ডের নাড়ি ছেঁড়া ব্যথা আজ আমার বুকে দুরন্ত,
জেগেছে দ্বীনের জযবা শরীরের প্রতিটি রোমকুপে অফুরন্ত ।

আমার এই সীমাহীন মনের উচ্ছ্বাস,
জানি জানি ঘটাবে ধর্মদ্রোহীদের অস্তিত্বের সর্বনাশ,
দ্বীনের বিরুদ্ধ আছে যত ইহুদী - নাসারা চক্র,
হবে জানি দ্বীনের মুজাহিদদের মহা - হুঙ্কারে মহাত্রাস ।

কই সেই শাবল ?
যে শাবলের ঘায়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল কাজ্জাব মুসায়লেমা,
সেই শাবলের ঘায়ে রক্তাক্ত হবে জানি সলমন - তসলিমা,
যারা নবীকে দিয়েছে গালী, ইসলামকে করেছে আক্রমণ,
তাদের অস্তিত্বের উপর এবুকের আগ্নেয়গিরি করব অগ্ন্যুদ্গীরণ ।
মিসমার হবে জানি যারা দ্বীনের বিরুদ্ধে করে জেহাদ,
পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামকে করতে চায় তাবাহ,
মুজাহিদদের তরবারী মাপবে তাদের গর্দান,
আরো আরো বেড়ে যাবে শরীয়াতের মারতাবাহ ।

কত ফেরাউন কত শাদ্দাদ কত হামান কত নমরুদ,
নিষ্ক্রীয় করতে এসেছিল ঈমানের তেজ,
ধরা পৃষ্ঠ থেকে তারাই হয়ে গেছে নাস্তানাবুদ,
ইসলামের জ্যাতির প্লাবনে তারা হয়ে গেছে নিস্তেজ ।

আজও পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত শত ইবলীশ,
ইসলামকে ধ্বংস করার তরে আজও তাদের হাত করছে নিসপিস,

বাঁকা করতে পারবে না জানি এক টুকরো ইসলামের মাথার চুল,

যতদিন বেঁচে আছে এ ধরা পৃষ্ঠে আশিকে রসুল,
ইসলামের গাত্রে একবিন্দু ঢালতে পারবে না বিষ,
ইসলামের গাত্রে ফোটাতে পরবে না তাদের বিষাক্ত হুল ।।

আমরা সবাই নবীর তলোয়ার
আমাদের যারা করতে এসেছে শেষ,
তারা নিজেরাই হয়ে গেছে ছারখার,
ইসলামের তরবারী কত শত সাম্রাজ্যকে করেছে পদানত,
সেই ইসলামকে আজ বিষ ফুৎকারে খতম করতে চায়ছে
তসলিমা নাসরিন - সলমন রুশদী
খুঁজে পাচ্ছি না ভাষা এইসব কৃপার পাত্র জ্ঞান পাপীদের আমি -
কি বলে শান্তনা দি,

যা ইচ্ছে করুক তারা,
সারা পৃথবী জুড়ে করে বেড়াক উন্মাদের মতো আস্ফালন,
বাঁকা করতে পারবে না ইসলামের মাথার একটুকরো চুল,
খোদার পৃপায় পৃথিবীর বুকে যতদিন বেঁচে আছে
কোটি কোটি আশিকে রসুল ।।

সূচীপত্র

আল - মুর্শিদুল আমীন বানাত মিশন, শিউড়ী, বীরভূম - এর প্রতিষ্ঠাতা ও আল - ফালাহ নামক ত্রৈমাসিক ইসলামী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হযরত মাওলানা, হাফেয, ক্বারী, মুফতী সেখ নজরুল ইসলাম সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

বিসমিহি তাআলা
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

সুপ্রিয় মহঃ আব্দুল আলিম - এর লেখা 'তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে' পুস্তিকাটির পান্ডুলিপি নানা ব্যস্ততার মধ্যে মাঝে মাঝে পাঠ করলাম, বইটির মধ্যে ইসলাম ও মহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে তসলিমা নাসরিনের কুরুচিকর মন্তব্যের যথাযথ জবাব হয়েছে বলে আমার ধারণা, তাই পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও পাঠক সমাজে যথেষ্ট সাড়া ফেলবে বলে আশা রাখি, আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করি তিনি যেন পুস্তিকাটিকে কবুল করে লেখকের শ্রম সার্থক করেন । আমিন ।

বিনীত-
আহকারুল ইবাদ
(মুফতী) সেখ নজরুল ইসলাম
কেন্দুয়া পাড়া, শিউড়ী
১লা রমজান ১২/০৮/২০১০

পশ্চিমবাংলার সরজমিনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ তেজস্বী বক্তা, বিরোধী পক্ষের মুন্ডপাতকারী যশস্বী তর্ককাগীশ, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত, ক্বাতিলে শির্ক ও বিদ্আত, কুইঠা শাহপুর মাদ্রাসার সহ - শিক্ষক হযরত মাওলানা নজরুল হক সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

বিসমিহি তাআলা
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

আমার স্নেহধন্য আব্দুল আলিম একজন উদীয়মান লেখক । তার লেখা 'তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে' বইটির পান্ডুলিপিখানি আমি দেখলাম । ইবলিশের অন্যতম এজেন্ট তসলিমা নাসরিন তার বই - পুস্তকে ইসলামের, কুরআনের ও নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তিকর নোংরা মন্তব্য করেছে, বক্ষমান পুস্তকে তার যথাযথ দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে । বইটি নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল । সেই সঙ্গে তার ভাষা সাবলীল, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল । আশাকরি বইখানি পাঠকের বহু বিভ্রান্তির অবসান ঘটাবে । দোওয়া করি আল্লাহ তাআলা লেখককে দীর্ঘজীবি করুন ও আরও লেখার তওফিক দান করুন - আমিন ।

হিতাকাঙ্খী
(মাওলানা) নজরুল হক
সহ - শিক্ষক
মাদ্রাসা দ্বীনে হানিফ, কুইঠা,
শাহপুর
২৫/০৯/২০১০

মুজাদ্দিদে আহলে সুন্নাত, মুজাহিদে মিল্লাত, পীরে-তরিকাত, রাহবারে শরীয়াত, বীরভূম জেলা জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক, পাকুড়িয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, পীর-মুর্শিদ, কওম ও মিল্লাতের গৌরব, ওলিয়ে কামেল, নায়েবে রাসুল (সাঃ) হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের মাযাহেরী সাহেবের

সুচিন্তিত অভিমত

বিসমিহি তাআলা
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

'তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে' বইখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম এবং তার মর্ম উপলব্ধি করে বুঝতে পারলাম যে স্নেহে লেখক মহঃ আব্দুল আলিম বেঈমান লেখিকা তসলিমা নাসরিন ও নাস্তিক লেখক সলমন রুশদীর প্রতিবাদ করে লেখার জেহাদের সওয়াবের অধিকারী হয়েছেন । অমি দুয়া করি যে আল্লাহ তাআলা লেখককে ও তার বইকে কবুল করুন - আমিন ।

হিতাকাঙ্খী

মাওলানা আব্দুল কাদের মাযাহেরী
সম্পাদক
বীরভূম জেলা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ
প্রধান শিক্ষক
মাদ্রাসা মদীনাতুল উলুম, পাকুড়িয়া মাদ্রাসা
০৪/ ১০/২০১০

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য ।

তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মাদীনা আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম, যিনি রাহমাতুল্লিল আ-লামিন, সাইদুল মুরসালীন, সাফিউল মুজনাবীন । যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী, শান্তির দুত, মানবতার মূর্ত প্রতীক এবং কিয়ামতের দিন কঠিন হাশরের ময়দানে আমাদের মতো নিকৃষ্ট পাপীদের জন্য সুপারিশকারী । যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবী সৃষ্টি, সমগ্র ব্রম্ভান্ডও সৃষ্টি করা হয়েছে, আর যাঁকে সৃষ্টি না করলে মহান আল্লাহ পাক নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রকাশ করতেন না ।

সালাম নিবেদন করি সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সমস্ত ফেরেস্তা (আঃ), সমস্তা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ), সমস্ত তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন (রহঃ), চার মাযাহাবের চার ইমাম (রহঃ) এবং সমস্ত ওলী আওলিয়া-গওস-কুতুব (রহঃ)-এঁর প্রতি ।

সালাম নিবেদন করি, পীরানে পীর বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)-এঁর প্রতি, খাজা মইনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহঃ) এঁর প্রতি, শেখ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) এঁর প্রতি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এঁর প্রতি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এঁর প্রতি, হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এঁর প্রতি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এঁর প্রতি । যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ।

আসল কথা হল, যখনই কোন গুমরাহ বাতিল যে রুপ ধারণ করেই হোক ইসলামকে যখন ধ্বংস করার জন্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই উলামায়ে ইসলাম নিজেদের দায়িত্ব পালন করতঃ তাদের গোপন ইতিহাস ফাঁস করে দিয়ে সমাজের কাঠগড়ায় তাদের চিত্র উলঙ্গ করে ছেড়েছেন ।

'লা - ইকরাহাফিদ্দীন' অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু ইসলামের উপর কেউ আঘাত হানলে এই জাগ্রত মুসলিম জাতি কোন ক্রমেই তা বরদাস্ত করবে না । কোলকাতার 'আনন্দ পাবলিসার্শ প্রাইভেট লিমিটেড' হতে 'নির্বাচিত কলাম', 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য', 'ছোট ছোট দুঃখ কথা', 'লজ্জা' - নামক কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে । সবকটি বই লিখেছেন বাংলাদেশের অন্যতম বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন । উক্ত পুস্তকগুলিতে পুরুষ সমাজ, ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যেভাবে নির্লজ্যভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে তাতে যেকোন বিবেকবান মুসলমানের বিবেক আহত না হয়ে পারে না । তাই আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে উক্ত জঘন্য হামলার প্রতিবাদে 'তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে' লিখতে শুরু করছি এবং করলাম ।

মোহাম্মাদ আবু তাহের বর্ধ্বমানী লিখেছেন, ''কোন নীতিকে খন্ডন করতে হলে সে সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করা দরকার । না জেনে না শুনে প্রতিবাদ বিদ্রুপ বা সমালোচনা করা বাচালের শুণ্যগর্ভ আস্ফালন বৈ কিচ্ছু না ।'' তাই তসলিমা নাসরিন ইসলাম সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান অর্জন না করে ইসলাম ধর্মকে সমালোচনা করতে গিয়ে যেভাবে উলঙ্গ হয়ে কুদোকুদি করেছেন তা বাচালের শুণ্যগর্ভ আস্ফালন ছাড়া কিছু নয় । তসলিমা নাসরিনের জেনে রাখা উচিৎ ছিল, চন্দ্রে থুথু নিক্ষেপ করলে চন্দ্রকে কোনদিন কলঙ্কিত করা যায় না বরং সেই থুথু ঘুরে এসে নিজের গায়েই পড়ে । তিনি ইসলামকে আক্রমণ করতে গিয়ে যেভাবে অভদ্রতা, নীচতা ও ইতরামীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে সত্যিই আমরা মর্মাহত না হয়ে পারি না । আমি ইচ্ছা করেই তসলিমা নাসরিনের কুৎসিৎ মন্তব্যের জবাব তাঁরই শীলনোড়া দিয়ে তাঁর প্রতিটি বিষদন্তকে ভেঙে চুরমার করার প্রচেষ্টা করেছি যাতে তাঁর অসার যুক্তির দাঁত সাধারণ সরলমনা মানুষের মনে বিঁধতে না পারে ।

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । ভারতীয় সংবিধানের ১৫৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, ''এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মাবলম্বীদের মনে আঘাত হানতে পারবে না । ঘৃণা বিদ্বেষ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারবে না ।'' অথচ ভারতীয় সংবিধানের গলায় পা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতাদের ছাতিতে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ কিভাবে সম্ভব হচ্ছে বুঝতে পারছি না । হাতির মুখের দুপাশে বৃহৎ যে দুটি দাঁত দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি চেবানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না, চেবানোর দাঁত আলাদা থাকে, সেগুলি বাহির থেকে দেখা যায় না । ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ যদি গজদন্তের মতো না হয় তাহলে ভারত সরকারের উচিৎ অবিলম্বে উক্ত জঘন্য পুস্তকগুলির প্রচারণা বন্ধ করে দেওয়া ।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভূল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয় । তাই পাঠকদের বলি, এই বইয়ের মধ্যে কোন ভূল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম

দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

+৯১ ৯১৫৩৯৭৭২৬৩

E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা করাই উৎকৃষ্ঠ আমল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে - একদিন হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করলেন । আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন - "হে মুসা ! বলত তুমি আমার জন্য কোন আমল করেছ ?"

হযরত মুসা (আঃ) বললেন - "হে প্রভূ ! আমি আপনার জন্য নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি, আপনার গুনগান করেছি, দান - খয়রাত করেছি, তসবিহ তাহলিল করেছি, হজ্ব সম্পাদন করেছি, আপনার কালাম পাঠ করেছি এবং আপনার যিকর করেছি ।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, "হে মুসা ! নামায তোমার ঈমানের চিহ্ন, রোজা তোমার জন্য ঢালস্বরুপ, দান - খয়রাত তোমাকে ছায়া দান করবে । তাসবীহ তাহলিলের বিনিময়ে বেহেশতে বৃক্ষ সৃষ্টি করা হবে, আমার কালাম পাঠের বিনিময়ে হুর লাভ এবং যিকরের বিনিময়ে তুমি নুরের জ্যাতি লাভ করবে । হে মুসা ! এসবই তো তোমার জন্য করেছ । বলো তো আমার জন্য কি করেছ ?" তখন মুসা (আঃ) আরয করলেন - "হে প্রভূ, আপনার জন্য কি করব বলুন ?" আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন - "হে মুসা ! তুমি কি কখনও আমার বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আমার শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা করেছ ?" এতে হযরত মুসা (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা এ আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা করার মতো উৎকৃষ্ট আমল আর নেই । (দাকায়েকুল আখবার/মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), পৃষ্ঠা-৬৯)

উপরিউক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যাঁরা আল্লাহর বন্ধু অর্থাৎ প্রত্যেক ইমানদান মোমেন মুসলমান, জামাতী মুবাল্লীগ, আলেম - উলামা, পীর, আওলিয়া, গওস - কুতুব, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রত্যেকে আল্লাহর বন্ধু আমাদের বন্ধু । অপরদিকে আল্লাহর শত্রু যেমন, ইবলীশ, ফেরাউন, হামান, শাদ্দাদ, নমরুদ, সলমন রুশদী, তসলিমা নাসরিন - প্রত্যেকে আল্লাহর শত্রু, অর্থাৎ আমাদের তথা কওম ও মিল্লতের শত্রু । হাদীসের কথামত সলমন রুশদী, তসলিমা নাসরিন তথা তাদের সমগোত্রীয় প্রত্যেকের সঙ্গে শত্রুতা করাই উৎকৃষ্ট আমল ।

বাক্‌স্বাধীনতা না স্বেচ্ছাচার ?

বর্তমানে কিছু তথাকথিত নামধারী ইসলাম বিদ্বেষী সংগঠনের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবিগণ বলে থাকেন, সলমন রুশদী, তসলিমা নাসরিন যা বলেছেন বা যা লিখেছেন সেটা হল তাঁদের মত প্রকাশের অধিকার বা বাক্‌স্বাধীনতা । আর শিল্পীরা যেহেতু তাঁদের অন্তরের অনুভুতি ও উপলব্ধিকে লেখার মাধ্যমে সমাজ তথা দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে থাকেন তাই তাঁদের লেখনীর এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক । তাঁদের এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা মানেই বাক্‌স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার সমতুল্য ।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল, যার যা মন চায়বে তাই বলার বা লেখার বা অঙ্কন করার অধীকার থাকাকেই কি বাক্‌স্বাধীনতা বা শিল্পীর স্বাধীনতা বলে ? এই স্বাধীনতাকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে কি অন্যের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে না ? উদাহারণস্বরুপ বলা যায়, কারও মাইকে গান শুনতে ভাল লাগে বলে সে নিজের বাড়িতে রাতে যতক্ষণ খুশি জোরে শোরে মাইক বাজাবে তাতে অন্যের নিষেধ করার কি অধীকার আছে ? এতো তার স্বাধীনতা । অন্যদিকে তার পাশের বাড়ির কর্মক্লান্ত লোকদের রাতেই তো বিশ্রামের প্রয়োজন হয় কিংবা কোনো মারাত্মক অসুস্থ লোককে নিয়ে পাশের বাড়ির লোকেরা খুবই ব্যতিব্যস্ত । তাই এই মাইক বাজানোর ফলে তাদের একটু আরামে থাকার স্বাধীনতায় বা নিরুপদ্রব অবস্থায় থাকার স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটবে না ?

আমরা জানি এর উত্তরে প্রত্যেক মত প্রকাশের বা বাক্‌স্বাধীনতার প্রবক্তারা এক বাক্যেই বলবেন, এরকম লাগামছাড়া বল্গাহীন স্বাধীনতাকে কোনদিন প্রকৃত স্বাধীনতা বলবেন না, কারণ - তাতে সামাজিক ভারসাম্য বা শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং এর দ্বারা দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

আর আমরা জানি সলমন রুশদী, তসলিমা নাসরিন মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা বাক্‌স্বাধীনতার নামে আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম দ্বীন ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এঁর বিরুদ্ধে যে অযৌক্তিক, অভদ্র, কুৎসিৎ, জঘন্যভাষায় গালিগালাজ দিয়েছেন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছেন তা বরদাস্ত করা কোন ঈমানদার মোমেন মুসলমানের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় ।

কিছুদিন আগের কথা । যখন ফ্রান্সের ‘চার্লি হেবদো’ পত্রিকায় আল কায়দা ও তালিবান মিলিত হয়ে হামলা করে এবং সাংবাদিক সহ বারো জন কার্টুনিষ্টকে হত্যা করে । কারণ তারা কয়েকবছর আগে মহানবী (সাঃ) এর কার্টুন চিত্র বানিয়ে তাদের পত্রিকায় প্রচার করে । ফলে প্রতিবাদস্বরুপ মুসলমানরা সেই কার্টুনিষ্টদের হত্যা করে । ফলে সারা বিশ্বে উগ্রপন্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা চরমভাবে এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে । কিন্তু যখন এই কার্টুনিষ্টরা মহনবী (সাঃ) এর কার্টুনচিত্র (ব্যাঙ্গচিত্র) তৈরী করে তখন তাঁরা কোন প্রতিবাদ করেন নি । ইঁদুর যেমন বিলে ঢুকে পড়ে সেইরকম তাঁরাও যে যাঁর বিলে ঢুকে পড়েছিলেন । কোন প্রতিবাদ করেন নি । তাঁদের যুক্তি ছিল যে এই চিত্র বানানো তাদের বাক্স্বাধীনতা বা চিত্রশিল্পীর অধিকার । কিন্তু যখন সেই ফ্রান্সেই মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় ফরজ (বাধ্যতামূলক) বোরকাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয় তখন এই বাক্স্বাধীনতার ধ্বজাধারীদের কোন নামপাত্তা ছিল না, তাঁরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একবারও মুখ খুলে প্রতিবাদ করে বলেননি যে বোরকা হল মুসলমানদের ধর্মীয় অধীকার । এই বুদ্ধিজীবিদের কাজকর্ম দেখে এটাই মনে হয় যে যত বাকস্বাধীনতা শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে । কিন্তু মুসলমানরা কোন প্রতিবাদ করতে গেলেই আমরা হয়ে যায় এই বাক্স্বাধীনতা ধ্বজাধারীদের কাছে মৌলবাদ, কট্টরপন্থী, সন্ত্রাসবাদ । প্রতিবাদ করা আর আমাদের বাকস্বাধীনতা থাকে না । কথা বলার অধীকার থাকে না অমুসলিমদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলাই হল বাক্স্বাধীনতা । তবে আমার বক্তব্য হল, যারা এই ‘চার্লি হেবদো’ পত্রিকায় হামলা করেছে তারা সঠিক কাজই করেছে কেননা, মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন, “আর যেখানে পাও, তাদের হত্যা কর, এবং যেখান থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে ।” (সুরা বাকারাহ্, আয়াত ১৯১) সুতরাং হত্যাকারীরা কোন অপরাধ করেনি । তারা কুরআন শরীফ মান্য করে রসুলের দুশমনদের জাহান্নামে পাঠিয়েছে ।

তবে এখন শোনা যাচ্ছে যে এই হত্যাকান্ড ফ্রান্সের গোয়েন্দাবাহিনী করেছে মুসলমানদের বদনাম করার জন্য । মুসলমানরা ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাতে যোগদান না করতে পারে সেজন্যই এই চক্রান্ত তারা জেনেশুনে করেছে । তবে আমি বলব যদি সত্যই ফ্রান্সের গোয়েন্দাবাহিনী এইসব মহানবী (সাঃ) এর ব্যাঙ্গচিত্র নির্মাণকারীদের হত্যা করে থাকে তাহলে তারা বরং মুসলমানদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে । যেহেতু ফ্রান্সের সুরক্ষাবাহিনী মজবুত সেজন্য মুসলমানরা সেই ব্যাঙ্গচিত্র নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছিল না তাই মহান আল্লাহই শত্রুদের হাত দিয়ে নবীর দুশমনদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন । অর্থাৎ তারা

যারা নবীর ব্যাঙ্গচিত্র বানিয়েছিল তারা নিজেদের বাহিনীর হাতেই বেমত মারা গেছে । তসলিমা নাসরিনও সাবধান হয়ে যান, তা নাহলে আপনাকেও যারা আপনাকে স্থান দিয়েছে তারাই হত্যা করে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে আপনার কেল্লা ফতে করে দেব ।

এই বাকস্বাধীতার পান্ডাগুলো শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলাকেই বাক্‌স্বাধীনতা বলে এবং মহানবী (সাঃ) এর ব্যাঙ্গচিত্র বানানোকেই শিল্পীর অধীকার বলে দাবী করে কিন্তু কয়েক বছর আগে যখন মকবুল ফিদা হোসেন হিন্দুদের দেবদেবীদের উলঙ্গ মূর্তি অঙ্কণ করেন তখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, হিন্দু মহাসভা, আর. এস. এস. প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মকবুল ফিদা হোসেনের উপর চমরভাবে ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য করে তখন এই শিল্পীর স্বাধীনতার পান্ডারা বিলের মধ্যে লুকিয়েছিলেন । একবারের জন্যও তাঁরা ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন নি যে এটা শিল্পীর অধীকার । কারণ মকবুল ফিদা হোসেন মুসলমান ছিলেন । আর বুদ্ধিজীবিদের নিকট তো মুসলমানদের বাক্‌স্বাধীনতা অধীকার নেই । বাক্‌স্বাধীনতা তো কেবল তাদের নিজেদের জন্যই সীমাবদ্ধ । মকবুল ফিদা হোসেন জীবনের শেষ দিনেও ভারতর্ষ ফিরতে পারেন নি । এই হল আমাদের দেশের অবস্থা ।

পক্ষান্তরে তসলিমা নাসরিনও মকবুল ফিদা হোসেনের মতো বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত । তাকেই সেই দেশের উগ্রপন্থী মুসলমানরা দেশে ফিরতে দিচ্ছে না । দেশে ফিরলেই তাকে ফেরাউনকে যেমন নীলনদে আল্লাহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন সেরকম সেই দেশের মানুষগুলো তাকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে ইঁদুরের মতো হত্যা করবে । সেজন্য তসলিমা ইঁদুরের মতো লেজ গুটিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে । তবে ভরতেও তার শান্তি নেই । এখানের মুসলমানরা তাকে দেখতে পেলেই হত্যা করবে ।

তবে মকবুল ফিদা হোসেনকে যে হিন্দুত্ববাদীরা দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তারাই তসলিমা এই দেশে স্থান দিয়েছে । কারণটা কি ? আর তসলিমাও বেহায়ার মতো তাদের কাছে রয়েছে । তসলিমাই না বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষপাতি । তাহলে সে মকবুল ফিদা হোসেনের জন্য ময়দানে এসে খোলাখুলি ভাবে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলল না কেন ? এই দেশ থেকেও তাকে কুকুরতাড়া করা হবে বলে ?

তসলিমা নাসরিন যে বাক্‌স্বাধীনতার বিপক্ষে তা বোঝা যায় তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে । কারণ তসলিমা নাসরিন সকলকে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ব্লক করে রেখেছেন যাতে কেউ তাঁর পোষ্টে কমেন্ট (Comment) করতে না পারে ।

তাহলে সে বাক্স্বাধীনতার পক্ষাপাতী হল কি করে ? তিনি এমন করে রেখেছেন যাঁতে কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারে ? সুতরাং তসলিমা নাসরিন ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলাকে বাক্স্বাধীনতা মনে করে কিন্তু সে নিজের বিরুদ্ধ কোন কথা শুনতে চায় না । এই হল তসলিমা নাসরিনের তথাকথিত বাক্স্বাধীনতা অবস্থা ।

সলমন রুশদী ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করতে গিয়ে যে জঘন্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন তা প্রফেসার গৌতম রায় বর্ণনা করেছে সেটা হল, “রুশদীর দাবী, তিনি ইসলামী ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র এবং বইটি (দ্য স্যাটানিক ভার্সেস/The Satanic Verses) লেখার আগে পাঁচ বছর শ্রমসাধ্য গবেষনায় নিরত ছিলেন । তার পরিণামে মুসলমানরা কি পেলেন ? তাঁদের বলা হল - জিব্রাইলের মুখ দিয়ে ঈশ্বর নন, মহম্মদ নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করিয়ে নিয়েছেন, জিব্রাইল নিজের অজান্তেই মহম্মদের পছন্দসই উত্তরগুলো অসহায়ভাবে আউড়ে যাচ্ছেন । কোরানের অনুলেখক নিজের ইচ্ছামত শয়তানী নানা অনুশাসন লিপিদ্ধ করে যাচ্ছে অথচ মহম্মদ সেটা ধরতেও পারছেন না । গোটা কোরানকে শয়তানের পাঁচালী এবং পয়গম্বরকে আত্মপ্রতারক হিসাবে দেখিয়েই রুশদী ক্ষান্ত হলেন না । অন্য একটি অধ্যায়ে তিনি পবিত্র কাবা মসজিদকে বেশ্যালয় বললেন, সেই বেশ্যালয়ে বারোজন গণিকার উপর পয়গম্বরের বারো জন স্ত্রীর নাম, চরিত্র ও আত্মা আরোপ করলেন, দেখালেন এই আত্মরুপান্তরের ফলে ওই গণিকাদের নিজের রমণসুখ যেমন বেড়ে গেল, তেমনি খদ্দেরের কাছে তাদের বাজার দরও বেড়ে গেল, কেননা খদ্দেররা ভাবতে লাগল সাধারণ গণিকালয় নয় । তারা পয়গম্বরের এক একজন স্ত্রীর সঙ্গেই রতিকলায় প্রবৃত্ত হচ্ছে, ফলে বেশ্যালয়ে খদ্দেরের ভিড় বেড়ে গেল । ইসলামী ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে নিজেকে জাহিরকারী একজন সাহিত্যসেবী কি করে এসব কথা লিখলেন কে জানে । রুশদী তাঁর চরিত্রদের দিয়ে এমন কথাও বলিয়েছেন যে, নারীদের ব্যাপারে পয়গম্বরের নজর ও আশক্তি সর্বদায় ছিল, হয় মায়ের বয়সী নয়তো মেয়ের বয়সী মহিলাদের প্রতি । তাই তাঁর প্রথমা স্ত্রী খাদিজা ছিলেন মাতৃসমা আর কনিষ্ঠা স্ত্রী আয়েসা ছিলেন নিতান্তই বালিকা । এধরণের কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন নানা বৃত্তান্ত নিয়ে রুশদী যে রসালো আখ্যান ফেঁদেছেন তা আগেই বলা হয়েছে । শিল্পের নিজস্ব চাহিদা বা শর্ত পুরণের তাগিদে নয়, উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিহীন ও সম্পূর্ণ অপ্রাঙ্গিক বিষয় হিসেবেই তা আরোপিত, সংযোজিত, প্রক্ষিপ্ত হয়েছে ।”

প্রফেসার গৌতম রায় আরও লিখেছেন, “শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন এখানে একেবারেই অবান্তর । জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে, স্পষ্ট দুরভিসন্ধি ও মতলব নিয়েই কাজ করা হয়েছে ।”

প্রিয় পাঠক ! এবার আপনারাই বিচার করে বলুন সলমন রুশদী যে ইসলাম, আমাদের নবী (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের বিরুদ্ধে বাক্স্বাধীনতার নামে যে অশালীন মন্তব্য প্রকাশ করেছে তা কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মেনে নেওয়া কি আদৌ সম্ভব ? কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয় । তাই আমরা জোর গলায় বলব, ইমাম খোমেইনি সলমন রুশদীর গর্দন কেটে নেবার যে ফতোয়া জারি করেছিলেন তা আদ্যোপান্তই সঠিক এবং সেই ফতোয়া কার্যকারী হওয়া প্রয়োজন ।

প্রফেসার গৌতম রায় আরও লিখেছেন - “এই পুরাণভিত্তিক (হিন্দু) ধর্মের দেবত্বপ্রাপ্ত কাল্পনিক চরিত্রগুলি নিয়েও কেউ যদি রুশদীর মতো রসালো কাহিনী ফাঁদতেন, কি হতো ? ঐতিহাসিক কাবা মসজিদকে যা বলা হয়েছে, অযোধ্যার রামজন্মভূমিকে যদি তা বলা হয়, পয়গম্বরের স্ত্রীদের সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, সীতাকে যদি ঠিক সেভাবে আঁকা হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে ? না, এখানে শিক্ষিত আধুনিক, প্রগতিশীল হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছেনা, বলা হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, শিবসেনা ও বজরং দলের কথা । অর্থাৎ হিন্দুধর্মের খোমেইনিদের কথা । চোখ বুজে বলা যায়, তাঁদের প্রতিক্রিয়া খোমেইনির চেয়ে কম জঙ্গি ও বর্বরোচিত হতো না ।”

অপরদিকে তসলিমা নাসরিন সম্পর্কেও বলা যায় যে তিনি দ্বীন ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে যে জঘন্য, কুৎসিৎ, অশালীন ভাষার প্রয়োগ করেছে তাতে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের বিবেক আহত না হয়ে পারে না । তিনিও সলমন রুশদীর মতো ইসলাম বিরোধী সংগঠনের খাস এজেন্ট হয়ে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে যে রসালো আখ্যান ফেঁদেছেন তাঁর লেখা ‘নির্বাচিত কলাম’, ‘নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য’, ‘ছোট ছোট দুঃখ কথা’, ‘লজ্জা’ প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । একথা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে তিনি বিজেপি সরকারের কাছ থেকে ৪৫ লক্ষ্য টাকা ঘুষ খেয়ে ‘লজ্জা’ উপন্যাসটি লিখেছেন এবং তিনি যে বিজেপির হয়ে কথা বলছেন একথা বিজেপির কর্মকর্তা তপন সিকদার স্বীকার করেছেন । কোন সংগঠনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তার হয়ে কথা বলাকে কোনদিন বাক্স্বাধীনতা বলা যায় না বরং এটা নিতান্তই বাক্স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার ।

তসলিমা নাসরিন তাঁর লেখনীর সাফাই পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন, “এ আমি একেবারে অবিশ্বাস করি না যে, যে কোনদিন তাঁরা (মুসলমানরা) ‘আল্লাহু আকবর’ বলে আমাকে (তসলিমা নাসরিনকে) জবেহ করতে পারেন । না, আমি এতটুকু ভয় পাচ্ছি না । সড়ক দূর্ঘটনা হতে পারে জেনেও কি আমি সড়কে নামি

না ? বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে বলে আমি কি বৈদুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি না ? করি ।'' (নির্বাচিত কলাম - পৃষ্ঠা ঃ ৯৮)

এই বিভ্রান্তিকর ভুয়া যুক্তি শুনে অনেকে হয়তো খুশিতে আপ্লুত হয়ে যেতে পারেন । ভাবতে পারেন তসলিমা নাসরিনের সাহস আছে বটে । তিমি কাউকে ভয় করেন না । কিন্তু আমাদের বক্তব্য, ফুটপাতের পথিক যদি রোডের সীমানা অতিক্রম করে মেনরোডে হাঁটতে শুরু করে তারপর যদি কোনো বাস বা ট্রাকের দ্বারা দূর্ঘয়না ঘটে পথিকের অপমৃত্যু হয় তাহলে বাস বা ট্রাক চালকের কোন অপরাধ নয় । অনুরুপভাবে তসলিমা নাসরিন তাঁর লেখনীর সীমানা অতিক্রম করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগে যদি আঘাত হানেন আর কোন মুসলমান যদি 'আল্লাহু আকবর' বলে তসলিমা নাসরিনকে জবেহ করে তার মুন্ডু কেটে নর্দমায় ফেলে দেন এবং কোন নেড়ি কুত্তা যদি সেই মুন্ডুর রক্ত চাটে তাহলে নিশ্চয়ই ঐ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কোন অপরাধ হবে না । কি বুঝলেন ? তাই বলি তসলিমা নাসরিন বাক্স্বাধীনতার নামে যা কিছু লিখেছেন তা বাক্স্বাধীনতা নয় বরং এটা বাক্স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার ।

তসলিমা নাসরিন তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা দালাল । আর ব্রিটিশরা মুখে বাক্স্বাধীনতার বুলি আওড়ালেও তারা তাতে বিশ্বাস করেনা । ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সেটা তাদের কাছে সন্ত্রাস হিসাবে গন্য হবে । কারণ, আহমদ দিদাত বলেছেন, ''আমি তাদের বলেছিলাম আমাকে বি বি সিত-তে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেন, আমি শুধু সলমন রুশদীর কয়েকটি উদ্ধৃতি দেব আর এজন্য আপনাদের ৫০ হাজার পাওন্ড দেব; তারা রাজি হয়নি । এ বি সি কর্পোরেটে কর্পোরেশনও রাজি হয়নি । দিদাত বলেছেন ৫০ হাজার ডলার দেব । আপনারা তো বাক্স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন; আমি সলমন রুশদীর ক'টি উদ্ধৃতি দেব আর তার বদলে ৫০ হাজার ডলার; তাতেও তারা রাজি হয়নি ।'' এই হল পশ্চিমাদের কাছে বাক্স্বাধীনতা । তবে আমি তসলিমার বই পুস্তক প্রকাশকারী আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে বলব, আমি যেহেতু খুব গরীব মানুষ সেজন্য আমার এতো টাকা দেবার সামর্থ নেই তাই আমি বলব, আপনারা আমাকে 'এবিপি আনন্দ'তে মাত্র ৩০ মিনিট সময় দিন আমি কোন রকম খন্ডন না করে শুধু মাত্র তসলিমা নাসরিনের লেখা বই থেকে উদ্ধৃতি দেব । তারা কি দেবে আমাকে এই কাজ করতে ? যদি দেয় তাহলে বুঝব তারা সত্যিই বাক্স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । আর যদি না দেয় তাহলে বুঝব তারা বাক্স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় তারা ভন্ড । তারা ভন্ডামী করে নিজেদের হারামের ব্যাবসা সমাজে টিকিয়ে রাখতে চায় ।

তসলিমা নাসরিনকে পুরস্কার দেওয়া হল কেন ?

বাংলা ১৩৯৮ সালে যে বইটি লিখে তসলিমা নাসরিন 'আনন্দ পুরস্কার' পেয়েছেন, সেটি হল, 'নির্বাচিত কলাম' । বইটির কোন বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তাঁকে 'আনন্দ' পুরস্কারে ভুষিত করা হল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি ।

তসলিমা নাসরিনের 'নির্বাচিত কলাম' গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ও লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য' নামক বইয়ের হুবহু নকল । তসলিমা নাসরিনের 'নির্বাচিত কলাম' ও সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য' দুটি বইই প্রকাশ করেছেন কোলকাতার 'আনন্দ পাবলিশার্স' । আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুটি বইয়ের লেখিকাকেই 'আনন্দ পুরস্কারে' ভূষিত করা হয়েছে । তসলিমা নাসরিন চুরি করে সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের লেখা বই থেকে 'নির্বাচিত কলাম' লিখলেন তবুও তাঁকে কেন উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি । তা হল মূলতঃ ইসলাম বিদ্বেষী ।

আমরা জানি কয়েক বছর আগে পাশ্চাত্যের পা চাটা দালাল সলমন রুশদী ইসলামের বিরুদ্ধে 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' লিখে মুসলিম বিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন । সলমন রুশদী আগে মুসলমান ছিলেন । তিনি তাঁর লেখনীতে কাউকেই বাদ দেননি । তাঁর বইতে তিনি রানী এলিযাবেথকে হেয় করেছেন, সীতাদেবীকেও গালিগালাজ করেছেন । আর সেই একই বৃটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের জন্য এক মার্কিন লেখকের বই নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছিল । তিনি ফাদার, আংকেল, কাজিন, কিং - শব্দগুলির প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কূটনীতিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন । আর সলমন রুশদী শব্দটাকে আরও ভয়াবহ করলেন । তিনি তার সঙ্গে আই. এন. জি. যোগ করলেন । তারপরও বইটা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করল । তাহলে একজন মার্কিন লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হল মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেওয়ার জন্য । অন্য আরেক লোক সেটাকে আরও ভয়াবহ করলেন । অথচ তিনি পুরস্কার পেয়ে গেলেন । কিন্তু কেন তিনি পুরস্কার পেলেন ? - কারণ একটাই । তিনি ইসলামকে গালিগালাজ করে নিন্দা করে হেয় করার চেষ্টা করেছেন । এতে ইললাম বিদ্বেষীরা খুশিতে আপ্লুত এবং তাঁরা সলমন রুশদীকে পুরস্কার দিয়েছেন ।

অনুরুপভাবে তসলিমা নাসরিনকে পুরস্কার দাতারা পুরস্কার দিয়েছেন একথা জেনেও যে, লেখিকা তসলিমা নাসরিন অপর লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের লেখা বই থেকে চুরি করেছেন, কারণ - তসলিমা নাসরিন তাঁর বইটিতে একটিই কথা যোগ দিয়েছেন তা হল; মূলতঃ ইসলাম বিদ্বেষী । আর তাতেই ইসলাম বিদ্বেষীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে লেখিকার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন ‘আনন্দ পুরস্কার’ ।

তসলিমা নাসরিনের ‘ফেরা’ নামক বড়গল্পটি বা ছোট উপন্যাসটো দিব্যেন্দু পালিতের ‘আলমের নিজের বাড়ী’ নামক গল্পটি থেকে চুরি করে নেওয়া । তাপসরঞ্জন রায় লিখেছেন, “আর ‘ফেরা’ নামে তসলিমা নাসরিনের বড় গল্প বা ছোট উপন্যাসটির বিষয় মোটেই অরিজিনাল নয় । ‘ফেরা’র কাহিনী খুব সহজেই এই বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের ‘আলমের নিজের বাড়ী’ গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয় । দিব্যেন্দু বাবুর গল্পে আলম বাংলাদেশ থেকে কোলকাতায় এসে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় । এমনকি দুটি গল্পেরই শুরু প্লেন থেকে নামা দিয়ে, শেষ ফিরে যাওয়া দিয়ে । ‘ফেরা’য় অনেক প্যাড - আপ ও ইনিবিনি করেও (এমনকি সৌমিত্র নামে একটি হিন্দু যুবককে দিয়ে কল্যানীর পেটিকোটের দড়ি খুলিয়েও তসলিমা এই বিষয়গত সাদৃশ্য লুকোতে পারেননি । যদিও দিব্যেন্দু পালিতের আলমের নিজের বাড়ির অসামঞ্জস্য ও স্পর্শ করতে পারেননি ।” (তাপসরঞ্জন রায়, ঢাকুড়িয়া, কোলকাতা - ৩১/সৌজন্য ঃ আজকাল, ২০শে জুলাই ১৯৯৫)

এইভাবে তসলিমা নাসরিন অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে বাজারমাত করে বিখ্যাত হয়েছেন । তাঁর লেখনীর সাথে জুড়ে দিয়েছেন দুটি বিষয়বস্তু, তা হল ইসলাম বিদ্বেষী ও যৌনতা । আর তাতেই ইসলাম বিদ্বেষীরা এবং সমাজের কিছু লম্পটশ্রেণীর চরিত্রহীন নামধারী তথাকথিত নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা তসলিমা নাসরিনকে মাথায় চাপিয়ে কুদোকুদি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন । এবং তাতেই তসলিমা নাসরিন খুশিতে আপ্লুত হয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছেন । সে বোঝে না দালাল - মার্কা নামধারী নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা তসলিমা নাসিনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ইসলাম ধর্মটাকে শিকার করতে চায় নিজেদের লাম্পট্যপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য । আর তসলিমা নাসরিনকে পুরস্কার দেওয়ার অর্থই হল তিনি যেন তাঁদের হয়ে কথা বলেন ।

হযরত মাওলানা নজরুল হক সাহেব লিখেছেন, “লক্ষ্য করলে দেখা যাবে - তসলিমার নারী আন্দোলনকে কেবলমাত্র পুরুষরাই সমর্থন করছে, নারীরা কিন্তু

করছে না এবং তার লিখিত বই - পুস্তকের প্রশংসা কেবল পুরুষরাই করছে, (সব) নারীরা কিন্তু করছে না । এর কারণ কি ? তাহলে কি তার আন্দোলনের দ্বারা পুরুষরাই বেশী লাভবান হচ্ছে ? হয়ত তাইই । নারীদের স্বপক্ষে ও পুরুষদের বিপক্ষে লেখার জন্য নারীরাই খুশী হওয়ার ও পুরুষরা রেগে যাওয়ার কথা । কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে পুরুষরাই বরং আনন্দে আত্মাহারা হচ্ছে । আসলে লম্পট পুরুষ জাতি বড্ড চালাক । তারা নিজেদের ফায়দা তোলার জন্য বোকা মেয়েদের মাথায় হাত বুলাতে ওস্তাদ (পটু) । লম্পট পুরুষরা তসলিমার বই পড়ে তসলিমার ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক গোপন ইজ্জতের কথাগুলো শুনে আনন্দ পাচ্ছে । তার আরও বেশী করে শুনার জন্য তাকে বাহবা দিয়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে । আর সেই বাহবা শুনে বোকা তসলিমা আরও উলঙ্গ হয়ে নেচে দিচ্ছে । এর দৃষ্টান্ত নিম্নরুপ ঃ

কথিত আছে ঃ একটি কাক একটি মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে খাবার জন্য গাছের ডালে বসেছে । কাকের মুখে মাংসের টুকরো দেখে একটি শিয়ালের মাংসটা খাওয়ার খুব লোভ হল । কিন্তু কাককে ধরার কোন উপায় নেই । তাই ধূর্ত শিয়াল কাকের মিথ্যা প্রশংসা শুরু করে তাকে পাম্প দিয়ে ফুলিয়ে দিল । বলল, 'আহা কাক ভায়া ! তোমার কণ্ঠস্বর কি মধুর ! তোমার গান শুনে হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায় । একবার গান শুনাও না ভাই । অনেক দিন শুনিনি ।' বোকা কাক নিজের প্রশংসা শুনে ফুলে গেল । সঙ্গে সঙ্গে সে শিয়ালকে খুশী করার জন্য কর্কশ গলায় গান গাইতে শুরু করে দিল । আর যায় কোথা ? সঙ্গে সঙ্গে কাকের মুখ থেকে মাংসের টুকরো পড়ে গেল ও শিয়াল তা মুখে নিয়ে গান না শুনেই পালিয়ে গেল ।

প্রিয় পাঠক ! ঐ শিয়ালের মতোই ধূর্ত পুরুষরা তসলিমাকে আরও ন্যাংটো করার জন্য তার মিথ্যা প্রশংসা করছে । বলছে, সত্যিই একজন বলিষ্ঠ লেখিকা । যে কথা কেউ লিখতে সাহস করে নি, তা তসলিমা লিখেছে । আর তসলিমা বিবি তাই শুনে কর্কস গলায় আরও বেশী করে গান শুরু করছে । সে বুঝতে পারছে না যে, লোকে তার সাহিত্য দেখে মুগ্ধ নয়, বরং তার ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক গোপন নোংরাগুলি পড়ে আনন্দিত ।" (কূট প্রশ্নের উত্তর, পৃষ্ঠা ৩৭)

আর যারা তসলিমা নাসরিনকে আনন্দ পুরস্কার বা বিভিন্ন পুরস্কার দিয়েছে তারা যেহেতু প্রথম শ্রেণীর লম্পট, চরিত্রহীন (মাগীবাজ), ধর্ষক, মতাল, সেইজন্য তারা নিজেদের লাম্পট্যপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তসলিমাকে আরও নাচিয়ে দিয়েছে তার তসলিমা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল বেশ্যা সেজন্য তার তো কোন লজ্জা

সেজন্য তার তো কোন লজ্জা শরম বলে কিছু নেই তাই সেও শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ খুলে দিয়ে তাধিন তাধিন করে উলঙ্গ হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে ।

পুরুষবিদ্বেষী তসলিমা নাসরিন

'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তসলিমা নাসরিনের একটি কবিতা ছাপা হয়েছে । কবিতাটির নাম 'পোকামাকড়ের গল্প' । তার কয়েকটি লাইন -

"আধ ঘুমে তাকাই দেখি
গায়ে কারও আঙুল কাছে থাকে, শোঁকে ।
জরায়ুর ফুল ছেঁড়া ক্ষতে কি এমন মধু ।
সেও কি পুরুষ নাকি ?
লোভের লাল জিভ ঝুলে থাকে কার্তিকের
কুকুরের মতো ?
বিষ পিঁপড়েও দেখি পা বেয়ে উরুতেই দেবে কামড়,
উরু কি চিনির সিরায় ভাজা ? কি জানি সেও পুরুষ কি না,
তারও নিশপিস করে কি না খরখরে নখ !
বোলতার হুল ফোটে সব স্তনের গোড়ার,
রাত গাড় হলে কড়িকাঠ থেকে সুড়সুড় নেমে
সাদাসিধে টিকটিকি
খোঁজে মসৃণ ত্বকের খোঁড়াল । ঘুণ খায় কুরে কুরে
জরায়ুর নালী, নালীমুখ, ডিমের থলে ....
ঝেটিয়ে বিদেয় করি তবুও শুঁয়ো পোকা উর্ধ্বশ্বাস
ছোটে সুগন্ধ খাদের দিকে,
পুরুষরাও সময় সময় সখ করে পাতালেও
নামে না বুঝি ।
নীল ডুমো মাছি মল থেকে উঠে সারাদিন
ছল করে ঠোঁটে বসে, জল
পান করে স্যাঁতস্যাঁতে জিভের ।
এরা কি পুরুষ ছাড়া আর কিছু ।"

কবিতার শেষের দিকে এক লাইনে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন -

"যোনিলোমে জাল বোনে মাকড়সার চৌদ্দ পুরুষ ।"

অনিকেত চট্টোপাধ্যায় এই কবিতার প্রসঙ্গে লিখেছেন, “এই কটি পংক্তি, বলাই বাহুল্য, তসলিমার অন্য যে কোনও রচনার মতই তর্কের সৃষ্টি করছে চার পাশে । কাব্যগুণ সচেতন মানুষেরা ভাবতে বসেছেন লাইনগুলোয় কিসের ব্যঞ্জনা বেশী কবিতায়, না কট্টর পুরুষ - ঘৃণার ।

হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি, গত দশ বছরে তিন - তিনবার পছন্দকরা পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন তসলিমা । কুড়ি বছর বয়সে প্রথমবার মিঞা কবি রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্লা । তারপর নঈমুল ইসলাম । এক পত্রিকার সম্পাদক । যেখানে কলাম লিখে বিখ্যাত হন তসলিমা । ওঁর জীবনে তৃতীয় পুরুষ এক সাংবাদিক । মিনার মাহমুদ । তৃতীয় বিয়েও টেকেনি বেশিদিন । পুরুষেরা - অন্তত ওঁর স্বামীর - নিশ্চয়ই ওঁর মোহভঙ্গের জন্য দায়ী ।”

তসলিমা নাসরিন তাঁর ‘নির্বাচিত কলাম’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “ধর্মকে ওরা (পুরুষরা) পবিত্র ঘোষনা করেছে । ......ওরা আমাকে পদাঘাত করছে, পরিহার করছে । ......ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ ।...... ওরা আমার কেউ নয়, ওরা পুরুষ । ......ওরা মৃত্যুর আরেক নাম । ওরা বীভৎসতার আরেক নাম, ওরা আমাকে পান করতে আসছে, লেহন করতে আসছে, ওরা আমাকে দলিত করতে আসছে । ওরা পুরুষ । ওরা মানুষ নয় ।” (নির্বাচিত কলাম, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

প্রিয় পাঠক ! এবার আপনারাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে বলুন, যে দাগাবাজ নারী বার বার একথা বলে, “ওরা মানুষ নয়, ওরা পুরুষ” তাঁকে সমর্থন করা কোনো পুরুষের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব ? প্রত্যেক বিবেকবান আত্মসম্মানী পুরুষ - মহিলা একবাক্যেই বলবেন কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । যে মহিলা পুরুষকে মানুষ বলে ভাবতে পারেনা, আমরাও সেই মহিলাকে কোনমতেই মানুষ বলে ভাবতে পারি না । বার বার তসলিমা নাসরিন “ওরা মানুষ নয়, ওরা পুরুষ” বলার পরও যদি কোন পুরুষ তসলিমা নাসরিনকে সমর্থন করে তাহলে আমি জোর গলায় বলব তিনি পুরুষ নন হিজড়ে - নপুংসক ।

তসলিমা নাসরিনের প্রত্যেক লেখনিতে ফুটে উঠেছে পুরুষ বিদ্বেষীকতার বিশেষ দিকটি । তসলিমা নাসরিন বার নার নারীদিগকে পুরুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জঘন্য প্রয়াস করেছেন সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটাবার জন্য । তসলিমা নাসরিন বোঝেন না নারী - পুরুষ একে অপরের পরিপুরক । উভয়ের মানসিক মেলবন্ধনে সমাজের ভিত্তি স্থাপিত । একে অপরের পরিপন্থী হলে সমাজ কোনদিনই সুষ্ঠভাবে

টিকে থাকতে পারে না । আমাদের বক্তব্য, নারীদেরকে পুরুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার অপরাধে তসলিমা নাসরিনের বিচার হবে না কেন জনতার আদালতে ?

পুরুষের চারটি বিবাহ নিয়ে বিতর্ক

তসলিমা নাসরিন এবং তাঁর সমর্থকরা একথা জোরে শোরে প্রচার করে থাকেন যে ইসলাম পুরুষকে চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছে । অর্থাৎ তাঁরা একথা বোঝাতে চান পুরুষকে একাধিক বিবাহ করার বৈধতার সার্টিফিকেট প্রদান করা মানেই প্রচীন যুগের বর্বরতাকে সমর্থন করা ।

এখানে আমাদের বক্তব্য, তসলিমা নাসরিন নিজে অবাধ যৌন স্বাধীনতার পক্ষপাতিত্ব অবলম্বনকারী হয়ে কিভাবে পুরুষের চারটি বিবাহ করার অনুমোদনকে প্রাচীন যুগের বর্বরতা ভাবতে পারেন ? ইসলাম তো পুরুষের জন্য বিবাহ করাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছে । আর তসলিমা নাসরিন একসঙ্গে দশজনের সঙ্গে শারিরিক সম্পর্ক স্থাপন করাকে বৈধতার সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন । এটা কি তাঁর আধুনিক যুগের বর্বরতা নয় ?

পৃথিবীতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন যেখানে বলা হয়েছে, “একটিই বিবাহ করো” । সুরা নিসায় মহান আল্লাহপাক ঘোষনা করেছেন - “নারীদের মধ্যে যাদের তোমরা পছন্দ করো, দুই - দুই বা তিন তিন বা চার - চারটি বিবাহ করো, কিন্তু তোমরা যদি সমতা না রাখতে পারার ভয় করো, তাহলে একটি যথেষ্ট ।”

কুরআন অবতীর্ন হওয়ার আগে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের কোন সীমা ছিল না । আরবে অনেক ব্যাক্তির একশতটিরও বেশী স্ত্রী ছিল । যেমন ভারতবর্ষে মহাভারতে উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণের আঠারো হাজার একশত আটটি স্ত্রী ছিল । ইসলাম মাত্র চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে । ইসলাম যে কোন পুরুষকে দুই, তিন কিংবা চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে এই শর্তের উপর যে, প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে ন্যায়পরায়নতা বা সমতা রক্ষা করে চলবে ।

ইসলাম কেন পুরুষকে চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে তার বৈজ্ঞানিক রহস্য নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) আমেরিকায় পুরুষ অপেক্ষা আটাত্তর লক্ষ নারী বেশী । শুধু নিউইয়ার্কে ১০ লক্ষ নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক । নিউইয়ার্কের মোট পুরুষ জনসংখ্যার ১/৩ অংশ সমকামীতে লিপ্ত । সমগ্র আমেরিকাতে দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পুরুষ সমকামীতে লিপ্ত । এর অর্থ এই যে ওই সমস্ত পুরুষ নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক নয় । গ্রেট ব্রিটেনে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ বেশী । রুশ সাম্রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা নব্বই লক্ষ অধিক । আল্লাই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কত অধিক ।

(২) যদি একজন পুরুষ একটি মাত্র বিবাহ করে তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে তিন লক্ষ নারীর স্বামী লাভ সম্ভব হবে না । একথা বিবেচনায় রেখে যে, আমেরিকায় ২.৫ কোটি পুরুষ সমকামী । হিসাব করলে দেখা যাবে গ্রেট ব্রিটেনে চল্লিশ লক্ষ, জার্মানিতে পঞ্চাশ লক্ষ, রাশিয়ায় নব্বই লক্ষ নারী এমন হয়ে যাবে যারা স্বামী লাভ করতে পারবে না ।

মনে করুন আমার কিংবা আপনার একটি কুমারী বোন আছে, যে আমরিকায় থাকে । তার জন্য দুটি পথ আছে । একটি হল - হয় সে এমন কোনো পুরুষকে বিবাহ করবে যার একটি স্ত্রী আছে । দ্বিতীয় পথ - নয় সে বারোয়ারী মালিকানাধীন নারী হয়ে যাবে । এছাড়া তার জন্য অন্য কোনো পথ খোলা নেই । একজন সভ্য, ভদ্র এবং মার্জিত মানুষ দ্বিতীয় রাস্তাটি ঘৃণায় করবে এবং প্রথম রাস্তাটিই গ্রহণ করবে । পশ্চিমী সমাজ একজন পুরুষের উপপত্নী রাখা বা একের অধিক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখা অতি সাধারণ ব্যাপার । এমতাবস্থায় নারী বিনা নিরীখে এবং অরক্ষিত অবস্থায় জীবন কাটাবে । এরূপ পশ্চিমী সমাজ - যেখানে একজন পুরুষ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন করে না - যার ফলে হয়তো নারীগণ সম্মান, মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষার জীবন লাভ করতে পারত ।

এরূপ যেকোনো নারীর জন্য, যার কুমার (অবিবাহিত) স্বামী পাওয়া যায় না, তার জন্য দুটি পথ থাকে । হয় সে একজন স্ত্রী বর্তমান পুরুষকে বিবাহ করবে, নয় সে সাধারণ ভোগ্য নারীতে পরিণত হয়ে যাবে । ইসলাম নারীকে প্রথম পথটি অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করে । কেননা ইসলাম নারীকে সামাজিক মান মর্যাদা এবং যথোপযুক্ত স্থান প্রদান করতে চায় এবং দ্বিতীয় পথটির সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে ।

এছাড়াও আরও অনেক কারণে ইসলাম একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের (সীমিত) অনুমতি প্রদান করে নারীদের উপর বিরাট করুণা দান করেছে । মোট কথা একের

অধিক বিবাহের অনুমতির মূল লক্ষ্য নারীর মান - সম্ভ্রম এবং নারীর সুরক্ষা । (তথ্যসুত্র ঃ ডা. জাকির নায়েক)

(৩) যুদ্ধ একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি । তাতে পুরুষের সংখ্যা কমে যায় । বেড়ে যায় দুঃস্থ ও অসহায় নারীর সংখ্যা । সেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি বলে বাড়তি নারীকে যদি বিবাহ বন্ধনে আনা যায়, তাহলে একদিকে যেমন অনৈতিক ও কলুষিত জীবন - যাপন থেকে রক্ষা করা হয়, অন্যদিকে তেমনি তাদের আর্থিক নিরাপত্তারও সুরাহা হয় ।

(৪) কোন কোন পুরুষের কামশক্তি প্রবল হতে পারে । এক স্ত্রীতে তার জৈবিক চাহিদা পুরণ হয়না - মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে । গর্ভধারণ ও সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েও বেশ একটা সময় অতিবাহিত হয়, অন্যান্য অনেক কারণও এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে । এক্ষেত্রে বুভুক্ষ নারীর জন্য দ্বিতীয় একজন স্ত্রীর দরকার হতে পারে । না হলে দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য মানুষ অবৈধ উপায় অবলম্বনের প্ররোচনা পায় ।

(৫) স্ত্রী বন্ধা হতে পারে । স্বামী চায় বংশধর । স্ত্রীকে সে পরিত্যাগ করতে পারেনা । কিন্তু সন্তান সন্ততি কামনা করে । দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ এক্ষেত্রে একটি বৈধ সম্মানজনক সমাধান ।

(৬) স্ত্রী হয়তো ধারাবাহিকভাবে রোগগ্রস্ত হতে পারে । চিররুগ্না স্ত্রী কখনও স্বামীর জৈবিক চাহিদা পুরণ করতে পারেনা । আবার তাকে সন্তান - সন্ততিও উপহার দিতে পারেনা । তখন দ্বিতীয় বিবাহ জরুরী হয়ে উঠে ।

(৭) এমনও হতে পারে, কোন দম্পতির ছোট ছোট শিশু সন্তান, অথচ স্ত্রী বরাবরের জন্য ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সন্তান প্রতিপালন কিংবা গার্হস্থ কর্ম - কোন কিছুই তার দ্বারা সম্ভব নয় । আবার এসবের জন্য কোন কাজের মহিলা রাখারও সঙ্গতি নেই স্বামীর । তখন স্ত্রীই হয়তো দ্বিতীয় বিবাহের জন্য স্বামীকে উৎসাহ দেয় ।

(৮) অনেকে বলেন, একাধিক বিবাহের দ্বারা দেহ ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় । (ইসলামে নারীর অবস্থান ও অধিকার, কৃত - আব্দুর রাকিব)

বহু বিবাহকে সামনে রেখে Westermarck তাঁর ‘The future of marriage in Western Civilization’ গ্রন্থে বলেন,

“If polygamy were permitted in modern civilization its actual prevalence would also be influenced by women’s feeling about it. It is said that if we reekon the age of marriage from twenty to fifty years, the disproportion between the sexes causes at least three or faur women percent to be, in normanl circumstances, compelled to lead a single life in consequence of aur obligatory monogamy.”

Dr. Robinson লিখেছেন, “Man is a strongly polygamous or varietist animal ……… to a greater percentage of man a strictly monogamous life is either irksome, painfully disagreeable or an utter impossibility.”

আধুনিক পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণও বহুবিবাহের এই প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েছেন পরিস্থিতি অনুযায়ী । সপ্তদশ ও অষ্ঠদশ শতাব্দীতে ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি, বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌন সম্পর্ক ইত্যাদির বিস্তার রোধ করার জন্য ইংলন্ডে একাধিক বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয় । জেমস হিনটন বলেছেন, “পতিতাবৃত্তি বহু কালো দিকের জন্য এক বিবাহই দায়ী । বাধ্যবাধকতা থাকলে নারীদের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও দ্বন্দ - কলহের সৃষ্টি হয় । কেবলমাত্র দৈহিক সম্পর্ক দাম্পত্য জীবনের সাবলীল ছন্দ ও বিশুদ্ধতাকে ধ্বংস করে ।”

আর. এস. এস. দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দু মৌলবাদীদের অন্যতম গুরু এম. এস. গোলওয়ালকার ‘Spot light’ এ এমন কথাও লিখেছেন, বহু বিবাহের পথ বন্ধ করে দিয়ে সরকার হিন্দুদের সামনে পতিতালয়ের পথ খুলে দিয়েছে ।

কিন্তু তসলিমা নাসরিন ইসলামের চারটি বিবাহ করার বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে ইসলামকে সমালোচলা করতে গিয়ে নিতান্তই গাঁজাখুরির পরিচয় দিয়েছেন । মোহাম্মাদ আবু তাহের বর্ধ্বমানী সাহেবের বরাত দিয়ে আগেই বলেছি, “কোনো নীতিকে খন্ডন করতে হলে, সে সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করা দরকার । না জেনে না শুনে প্রতিবাদ, বিদ্রুপ বা সমালোচনা করা বাচালের শুণ্যগর্ভ আস্ফালন বৈ কিচ্ছু না ।” কি বুঝলেন ?

নারীদের বহুবিবাহ নিয়ে বিতর্ক

তসলিমা নাসরিন সহ তাঁর চ্যালাচামুন্ডাদের দাবী ইসলাম যেমন পুরুষদের চারটি বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে ঠিক তেমনি নারীদেরকেও চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিতে হবে । পুরুষদের মতো নারীকে চারটি বিবাহ করার অনুমতি প্রদান না করা মানেই পুরুষদের থেকে নারীকে কম অধিকার দেওয়া । অর্থাৎ নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া ।

তসলিমা নাসরিনের এই জঘন্য মনোভাব যে কতো অবৈজ্ঞানিক ও বিভ্রান্তিকর তা নিম্নলিখিত সূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে দিবালোকের মতো পরিস্কার হয়ে যাবে ।

(১) যদি পুরুষ একই সময়ে একই সঙ্গে একের অধিক বিবাহ করে তাহলে প্রত্যেক সন্তানের পিতা - মাতার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায় । কিন্তু যদি নারী একই সঙ্গে একই সময়ে একের অধিক স্বামী গ্রহণ করে বা বিবাহ করে তাহলে তার সন্তানের মাতা হিসাবে সহজেই পরিচিতা হবে, কিন্তু আসল পিতার পরিচয় জানা যাবে না । ইসলাম পিতা মাতার পরিচয়কে ভীষনভাবে প্রাধান্য দেয় । মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এমন শিশু - যে তার পিতা - মাতার বিশেষ করে পিতার পরিচয় জানে না সে প্রবলভাবে মানসিক চাপে থাকে । তার বাল্যকাল আনন্দহীন হয়ে যায় । এজন্য দেহপসারিনিদের (বেশ্যাদের) সন্তান অত্যন্ত দুর্বল হয় । ওইরুপ বিবাহিত পিতা - মাতার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে হলে ভর্তির ফর্মে পিতার নাম একের অধিক দিতে হবে । আমার অবশ্য এ বিষয়ে জ্ঞান আছে, যে বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের যুগে Genetic পরীক্ষার পর জানা যায় যে বীর্য কার ছিল । একইভাবে এই বিষয় যা অতীতে একটি শক্ত দলিল মনে করা হত, বর্তমানে ততটা শক্ত দলিল মনে করা হয়না (অর্থাৎ Genetic পরীক্ষার মাধ্যমে ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা চিকিৎকরা দিতে পারেন না সন্তানটি কার ।)

(২) স্বাভাবত দিক দিয়ে পুরুষ একের অধিক স্ত্রী রাখতে পারে । কিন্তু নারীর স্বভাব সেরুপ নয়, তাই সে একের অধিক স্বামী রাখতে পারে না ।

(৩) জীবন ধারণের ক্ষেত্রে পুরুষ একই সঙ্গে কয়েকটি (সীমিত) স্ত্রী রেখে নিজের দায়িত্ব পালন কররা যোগ্যতা রাখে । কিন্তু একজন নারী একই সময়ে একের অধিকা স্বামী রেখে নিজের দায়িত্ব পালন করতে কখনোই সক্ষম নয় ।

(৪) এমন স্ত্রীলোক, যার কয়েকটি পুরুষ আছে, সে কয়েকজন যৌনকর্মের জন্য সদস্যও রাখে, ঐ সকল সদস্যের মধ্যে যৌনরোগ সংক্রমিত হতে পারে, ওই স্ত্রীলোকের যদি কোনোরকম যৌনরোগ থাকে । কিন্তু সংক্রমণের ভয় না থাকে ওই অবস্থায়, যে পুরুষের যদি কয়েকজন স্ত্রী থাকে । আর সে যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে যৌনমিলন না ঘটায় । (তথ্যসূত্র ঃ ড. জাকির নায়েক)

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে যার জন্য নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা যায় না । যেমন বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত সত্য নারী দেহের গঠন প্রণালী এমন যে, স্ত্রী যৌনাঙ্গে একই সময়ে দুই বা ততোধিক পুরুষের বীর্য নিক্ষিপ্ত হলে এক প্রকার বিষের সৃষ্টি হয় । এই বিষের প্রভাবে শুক্রকীট বিনষ্ট হয়ে যায় ও গনোরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় ।

প্রিয় পাঠক ! এবার আপনারাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে বলুন, ঢাকা ম্যাডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে এম. বি. বি. এস. পাশ করা ছাত্রি তসলিমা নাসরিন কিভাবে দাবি করতে পারেন, নারীদেরকেও পুরুষের মত চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিতে হবে । আমরা জানি তসলিমা নাসরিন যখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রি ছিলেন তখন টানা এক নাগাড়ে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দু'বছর ফেল মেরেছিলেন । তাই ফেল মারা ছাত্রি হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ থাকার দরুনই তসলিমা নাসরিন এরকম বিভ্রান্তিকর উদ্ভট মন্তব্য প্রকাশ করেছেন । তসলিমা নাসরিন জেনে রাখুন জার্মান দার্শনিক নিটশে বলেছেন, "নারীকে পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিলে মেয়েদের প্রজনন শক্তি অচিরেই নিস্তেজ হয়ে যাবে । ফলেক এমন একদিন আসবে, যেদিন পৃথিবী হতে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ।"

তাই আমি এখানে বলব, তসলিমা নাসরিনের চিন্তাধারা যদি মানুষ গ্রহণ করে নেয় তাহলে মানব বংশ অচিরেই ধ্বংশ হয়ে যাবে । অতএব মানব বংশ ধ্বংসের মূল ষড়যন্ত্রকারী তসলিমা নাসরিন ও তার তার চ্যালাচামুন্ডসহ তার বই - পুস্তক প্রকাশকারী প্রকাশককে একটি নাইনে দাঁড় করিয়ে ইরাকের আবু বকর আল বাগদাদীর সংগঠন আই. এস. আই. এস. (ISIS/Islamic State Iraq and Siriya) রা যেরকম ইরাকি সৈন্যদের গুলি করে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল ঠিক সেই রকম তসলিমা নসারিন ও ও তার তার চ্যালাচামুন্ডসহ তার বই - পুস্তক

প্রকাশকারী প্রকাশককে একটি নাইনে দাঁড় করিয়ে ইরাকের আবু বকর আল বাগদাদীর সংগঠন আই. এস. আই. এস. (ISIS/Islamic State Iraq and Siriya) রা যেরকম ইরাকি সৈন্যদের গুলি করে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল ঠিক সেই রকম তসলিমা নসারিন ও ও তার তার চ্যালাচামুন্ডসহ তার বই - পুস্তক প্রকাশকারী প্রকাশককে একটি নাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হোক, যাতে মানব বংশ ধ্বংশের হাত থেকে বেঁচে যায় ।

পর্দা কি প্রগতির অন্তরায় ?

তসলিমা নাসরিন তাঁর উক্ত মন্তব্যে নিতান্তই বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন । তিনি পর্দার সমালোচনা কেবলমাত্র নারীদের ব্যাপারেই করেছেন । কিন্তু কুরআনে করীমে মহান আল্লাহপাক পুরুষের পর্দার বিষয়ে বর্ণনা নারীদের পর্দার বর্ণনার আগেই করেছেন । কুরআনে করীমে মহান আল্লাহপাক বলেছেন, “(হে নবী !) মুসলমান বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে । এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে । নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন ।” (সুরা নুর, আয়াত - ৩০)

যখন কোন পুরুষের দৃষ্টি কোন নারীর উপর পড়ে যায় আর তার মনে ঐ নারী সম্পর্কে অশ্লীল চিন্তা এসে যায় তখন তার একান্ত উচিৎ সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নিচু করে নেওয়া ।

অপরদিকে নারীদের পর্দা সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক কুরআনে করীমে ঘোষনা করেছেন, “বিশ্বাসিনী নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের সুরক্ষা করে । তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর ভ্রতা, ভ্রতুষ্পুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীর গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে । তারা যেন গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে ।” (সুরা নুর, আয়াত - ৩১)

তসলিমা নাসরিনের প্রশ্ন, নারীর উপর পর্দার বিধান আরোপ করা হল কেন ? নারী - পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষেধ করা হল কেন ?

পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক অপরাধপ্রবণ দেশ হল আমেরিকা । আমেরিকার নিরীক্ষণ সংস্থা 'ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশন' (IRF) এর ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত ঘটনার তথ্যে প্রকাশ, এক বছরে এক হাজার দু'শো পঞ্চাশটি ব্যাভিচারের ঘটনা ঘটেছে । এগুলো শুধুমাত্র রিপোর্টে প্রকাশ হয়েছিল । এ রিপোর্ট সমস্ত ঘটনার শতকরা ১৬ ভাগ । সুতরাং আসল সংখ্যা জানা যাবে রিপোর্টের সংখ্যার সঙ্গে ১৬ কে গুন করে দিলেই । এর থেকে ধারণা করা যায়, কি বিপুল সংখ্যায় ব্যাভিচার হয়েছে । এর পরে আরও সংখ্যা বেড়েছে । এমনকি বেড়ে হয়েছে রোজ এক হাজার নয়শো ব্যাভিচার । মনে হয় আমেরিকায় অধিক পরিমাণে বোল্ড হয়ে গেছে ।

১৯৯৩ - এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি তিন থেকে এক মিনিটে একটি করে ব্যাভিচার সংঘটিত হয় । কিন্তু এমন কেন হয় ? আমেরিকা তাদের নারীদের অধিকার দিয়েছে, এজন্য বাড়াবাড়িও অধিক হচ্ছে ।

ভারতবর্ষের অবস্থা এইরুপ, 'ন্যশনাল ক্রাইম ব্যুরো' (NIB) র রিপোর্টে যেটা ১ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রীঃ অনুমোদন লাভ করে, প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি করে ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটে । এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রতি ২৬ মিনিটে একটি করে যৌন কেলেঙ্কারীর ঘটনা ঘটে থাকে এবং প্রতি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে কন্যার যৌতুক না পাওয়াতে বধুহত্যা করা হয় । যদি আমাদের হিন্দুস্থানে ধর্ষণের হিসাব করা হয় তাহলে প্রতি দুই মিনিটে একটি ধর্ষণজনিত ঘটনা দেখতে পাওয়া যাবে ।

মনে করুন দুই জমজ বোন, উভয়ই সুন্দরী, একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল । একজন ইসলামী পর্দা অর্থাৎ মুখমন্ডল এবং হাতের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর আবৃত রেখেছিল, অপর বোনটি পশ্চিমী পোষাক অর্থাৎ স্কার্ট বা মিনি স্কার্ট পরিহিতা ছিল । রাস্তায় কিছু লম্পট যুবক নারীদের উত্যক্ত বা উৎপীড়ন করার জন্য দাঁড়িয়েছিল । এবার বলুন তারা কোন বোনটিকে উত্যক্ত করবে ? যে ইসলামী পোষাক পরে আছে তাকে, না যে মিনি স্কার্ট পরে আছে তাকে ? সাধারণতা তারা মিনি স্কার্ট পরিহিতা যুবতীকেই উত্যক্ত করবে । ওই ধরণের পোষাক বিপরীত লিঙ্গকে উত্যক্ত করতে, উৎপীড়ন করতে এবং অসৎ ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে বা আহ্বান করে । কুরআন করীম সঠিক বলেছে, পর্দার মাধ্যমে নারী উৎপীড়ন থেকে অর্থাৎ ব্যাবহারের লক্ষ্য থেকে সুরক্ষিত থাকবে । (ইসলামে নারীর অধিকার - ড. জাকির নায়েক)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ইসলাম নারীদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছে তাদের সম্মান, সম্ভ্রম, সতীত্ব, পবিত্রতা রক্ষার জন্য । অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হওয়ার জন্য নয় । কিন্তু তসলিমা নাসরিন ইসলামের পর্দপ্রথার সূক্ষ্ম কারণগুলি উপলব্ধি করতে না পেরে কেবলমাত্র একতরফা চিৎকারই করে চলেছেন । তিনি লিখেছেন, ‘‘পর পুরুষের যদি কু - প্রবৃত্তি থাকে, তবে পর্দা দিয়ে সেই কু - প্রবৃত্তি সংবরণ করা যায়না । প্রবৃত্তি উত্তরণের জন্য অন্য কোন প্রথার প্রয়োজন ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ৪১)

তসলিমার দাবী; ‘‘প্রবৃত্তি উত্তরণের জন্য অন্য কোনো প্রথার প্রয়োজন’’ কিন্তু কোন্ প্রথার প্রয়োজন - সেই প্রথাটির নাম করার মুরাদ তসলিমা নাসরিনের হয় নি । গাঁজাখুরি মন্তব্যের একটা সীমা আছে ।

সত্যই যদি প্রবৃত্তি উত্তরণের জন্য অন্য কোন পথ থাকত তাহলে তসলিমা নাসরিন নিজে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ধর্ষিতা হতেন না । তসলিমা নিজেকে পুরুষের হাত থেকে ধর্ষিতা হতে বাঁচাতে পারেন নি আর তিনি কিনা সারা পৃথিবীর নারীকে বাঁচাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন । তসলিমা নাসরিন তো বলেছেন যে নারীরা যদি বাইরে থাকে তাহলে পুরুষের মতো শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । নারীকে গৃহে বন্দী রাখার জন্য এবং বোরকায় আবদ্ধ রাখার জন্যই তাদের শরীরের ক্ষমতা কম । তাহলে তসলিমা নাসরিন তো জীবনে কোনদিন বোরকা পরেন নি তাহলে তিনি নিজেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না কেন ? সুতরাং তিনি নিজের ফতোয়াতে নিজেই লুল হয়ে গেলেন । তাঁর কোন কথাই তো সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না ।

তসলিমা নাসরিনের কথা যদি সত্য বলে মানা যায় যে নারীদেরকে বোরকায় আবদ্ধ রাখার জন্য ও গৃহে বন্দি রাখার জন্য নারীদের ক্ষমতা কম তাহলে আমাদের দেশের সাঁওতালদের ক্ষমতা পুরুষদের থেকে বেশী হত কেননা তারা বোরকাও পরে না এবং গৃহে বন্দিও থাকে না । তসলিমা নাসরিনের জানা নেই যে আমাদের দেশের ঘরে বসে থাকা ছেলেদের চেয়ে সাঁওতাল মহিলাদের শারীরিক ক্ষমতা বেশী নয় তাহলে তসলিমার কথা সত্য হল কি করে । একজন ডাক্তার হয়ে কি করে ছিটিয়ালের মতো কথা বলতে পারে বুঝতে পারি না ।

আর তসলিমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে তিনি একবার প্রস্তুত হয়ে যান পুরুষের সঙ্গে কুস্তি লড়ার জন্য । কারণ তসলিমা নাসরিন কোনদিন বোরকা না পরে

এবং গৃহে বন্দী না থেকে তাঁর শরীরের ক্ষমতা বেশী হয়ে গেছে কারণ যদি কুস্তিতে তিনি পুরুষকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে তিনি সত্যই নিজের দাবীতে সত্যবাদী । তা না হয় তিনি মিথ্যাবাদী ।

তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘পর্দাপ্রথায় পৃথিবীর কোন নারী - হরণ, নারী - ধর্ষণ, নারী হত্যা রোধ হয় নি ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ৪১) এই দাবীও তসলিমা নাসরিনের তাঁর সতীত্বের মতোই ষোল আনাই মিথ্যা । ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে, আজ পর্যন্ত কোনো পর্দা বা বোরকা পরিহিতা নারী কোনো প্রকার যৌন কেলেঙ্কারী, ধর্ষণ, লাঞ্ছিতার শিকার হন নি । যেহেতু তিনি আল্লাহর আইন পালন করেছেন সেই জন্য আল্লাহপাক তাঁর সতীত্বের জিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তসলিমা নাসরিনকে ধর্ষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তসলিমা নাসরিনের তৈরী করা সমস্ত থিওরী ডাস্টবিনে নিক্ষেপযোগ্য । তসলিমা নাসরিন দেখিয়ে দিন যারা বোরকা পরে জীবনযাপন করেছেন তাঁরা কোনদিন তসলিমার মতো কোন সাহিত্যিকের কাছে ধর্ষিতা হয়েছেন কিনা । সারা জীবনেও তিনি পারবেন না । যদি দেখান তাহলে খুবই কম । হয় সেটা দাঙ্গার সময় মুসলিম নারীদের গণধর্ষণের সময় হবে না হয় বোরকার আড়ালে সে কোন বেশ্যা নারী হবে ।

ইসলামের এই পর্দাপ্রথার প্রতি লক্ষ্য রেখেই জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে বলেছেন, ‘‘নারীকে পুরুষের সাথে (বেপর্দা হয়ে) মেলামেশার অবাধ সুযোগ দিলে মেয়েদের প্রজনন শক্তি অচিরেই নিস্তেজ হয়ে যাবে । ফলে এমন দিন আসবে, যেদিন পৃথিবী হতে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ।’’

তসলিমার কপাল ভালো দার্শনিক নীট্‌শে বর্তমানে আর বেঁচে নেই ।

বেপর্দার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরও বলা যায়, নারীদেহ অম্লীয় ও চুম্বকধর্মী, পুরুষের দেহ ক্ষারীয় ও বিদ্যুৎধর্মী । নারীদেহ অ্যাসিডপ্রধান বলে তাদের স্রাবের সঙ্গে কিছু কিছু অ্যাসিড নির্গত হয় । উহা কিছুটা ঝাঁজাল গন্ধ বিশিষ্ট হয়ে থাকে । এই অম্ল পুরণ করার প্রবৃত্তি হেতু তাদের মধ্যে অম্ল খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ প্রভূত পরিমাণে । বিশেষতঃ রাত্রে অম্ল খাওয়ার প্রবৃত্তি বেশী থাকে । আবার অম্লত্বই তাদের দেহের মধ্যে পেবলতা ও কোমলতার উৎস । অম্লত্বই নারীত্বের সৌন্দর্য্য ও লাবন্যের ভিত্তি । এরই কারণে মহিলাগণ সাধারণত বহুমূত্র তথা

ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয় না । পক্ষান্তরে পুরুষ দেহ ক্ষারীয় বলে তাদের প্রসাবের সঙ্গে কিছু কিছু মিষ্ট জাতীয় ক্ষার এ্যলকলি নির্গত হয় । এটা পুরণ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হেতু তারা ক্ষার জাতীয় মিষ্ট খেতে ভালবাসে । এই ক্ষারের ক্ষতির দরুণই পুরুরের মধ্যে বহুমূত্র রোগের আধিক্য দেখা যায় । অম্লের সঙ্গে ক্ষারের একটা স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ এত তীব্র ও সুক্ষ্ম যে, তা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয় । তাই কেউ কাউকে অম্ল বা টক খেতে দেখলে অনায়াসে বা অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে ক্ষারধর্মী লালা বের হতে থাকে । এটা ধ্রুব সত্য যে, ক্ষরধর্মী দেহে অম্লধর্মী দেহের মধ্যে একটি প্রকৃতিক আকর্ষণ আছে । ক্ষারের অপর একটি স্বভাব বা গুণ হলো, অম্লের সংস্পর্শে আসলে অম্লের কার্যকারীতা নষ্ট করে দেয় । রসায়ণ শাস্ত্রে একে 'নিরপেক্ষীকরণ' বা নিউট্রলীজেশন' বলে । সেই জন্য অনাবৃত্ত অম্লধর্মী দেহের ঘন ঘন প্রতিফলন হতে থাকলে নারী দেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় । পক্ষান্তরে নারীদেহ পুরুষালী আকার বিশিষ্ট হয়ে 'মর্দরুপ' ধারণ করে । নানা জাতীয় পুরুষ দেহের ঘন ঘন প্রতিফলন নারীদেহের সুক্ষ্ম ও কোমল কোষগুলির উপর যে সংঘাত নিক্ষেপ করে তা শরীরের প্রত্যেকটি কোষ তথা নারী ডিম্বাকোষকে পর্যন্ত 'এটমিক' ক্রিয়া দ্বারা বিধ্বস্ত করে ফেলে এবং নারীদেহের অম্লত্ব, চুম্বকত্ব, পেবলতা ও গন্ধ নষ্ট করে দেয় । অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে গেলে নারী দেহ ক্ষরধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মীতে রুপান্তরিত হয়ে মর্দরুপ ধারণ করে বলে সম্ভবতঃ হাদীশ শরীফে পর্দানশীন মহিলাদিগকে বেপর্দা মেয়েদের নিকট ঘেষতে নিষেধ করা হয়েছে । বরঞ্চ উক্ত বাজারী মহিলাদিগকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । (তিরমিযী শরীফ)

প্রতিফলনের ক্রিয়া যে কত অন্তর্ভেদী ও সুক্ষ্ম, বর্তমান যুগে এক্স - রে রঞ্জন রশ্মি আবিস্কারের পর এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন । নারীদেহের কোষগুলি বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ গর্ভধারণকালে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তখন এরা কোনো পুরুষের দেহের শক্তিশালী প্রতিফলন জরায়ু ভেদ করতঃ গর্ভস্থ সন্তানের উপর ছাপ ফেলতে সমর্থ হয় । তাই বহু সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রী উভয়েই চরিত্রবান হওয়া সত্বেও তাদের সন্তানটি অপর কোন এক পুরুষের চেহরা বা চরিত্র বিশিষ্ট হয়েছে । এ প্রতিফলন - প্রতিক্রিয়ারই প্রতিশ্রুতি । এহেন প্রতিফলন ক্রিয়া প্রতিরোধের ব্যাবস্থা হিসাবে কোন কোন সম্ভ্রান্ত - মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারে মুসলমান তথা হিন্দু পরিবারেও গর্ভাবস্থায় মহিলাদিগকে অপর পুরুষের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত দিতে দেওয়া হত না । অবশ্য পিতা, চাচা, মামা, ভাগিনা, ভাতিজা, দুধ মা প্রভৃতি কয়েকজন নিটক আত্মীয়কে দেখা দিতে পারে বলে কুরআনে বিধান আছে । বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এর বিশ্লেষন করা আবশ্যক । উল্লেখযোগ্য যে এই সকল নিকট আত্মীয়কে দেখা দিলে নারী দেহের চুম্বক ও অম্লত্ব নষ্ট হওয়ার বা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না । কেননা

এই সকল নিকট আত্মীয়গণের দেহ - কোষ, শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দ্বারা শরীর গঠিত প্রায় এক জতীয় ও একই ধর্মী । পদার্থ বিজ্ঞানের একটি সূত্র যে, এক জাতীয় কিংবা একই ধর্মী বলে এদের মধ্যে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, সেই জন্য দুই খন্ড কাগজ একত্রে জোড়া লাগাতে হলে অন্যধর্মী আঠা বা সেলুশান, ফেভিকলের আবশ্যক হয় । আবার পানির সঙ্গে আঠার বিকর্ষণ রয়েছে । পানি লাগলে আঠার আকর্ষণীয় শক্তি নষ্ট হয়ে যায় । হিন্দুধর্মে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই মূল কারণ । ইসলামী শরীয়াতের নিকট আত্ময়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও এরুপ বিবাহকে উৎসাহিত করা হয় নাই । স্বামী -স্ত্রীর যৌন আকর্ষণের তীব্রতা না থাকলে সন্তান - সন্ততি সুগঠিত, স্বাস্থবান, মেধাবী ও দীর্ঘজীবি হতে পারে না । যৌন বিজ্ঞানীদের সর্বদীসম্মত অভিমত এটাই ।

অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব হারিয়ে নারী দেহ মর্দা হয়ে গেলে তাদের সৌন্দর্য্য ও নারীত্বের হাতি ঘটে । নারীর সৌন্দর্য্যই তার প্রধান গুন ও আকর্ষণ, এটাই তার নারীত্ব । সৌন্দর্য্য অর্থে দৈহিক রং দেখলে ভূল হবে, বরং নরনারীর সৌন্দর্য্য বলতে স্বাস্থবতী, দীপ্তময়ী, সুগঠিত সুঠাম আকর্ষণীয় দেহপল্লবী । নারীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার অর্থে শরীরের প্রত্যেকটি কোষময় ডিম্বকোষের গঠন ও গুণ বিকৃত হয়ে যাওয়া । যে নারীদেহ সুগঠিত নয় তার সন্তানাদি সুগঠিত ও মেধাবী হওয়া দুষ্প্রাপ্য । পৃথিবীর প্রায় সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিই সুন্দরী রমনীর সন্তান । নারী সৌন্দর্য্য সমাজের অমূল্য সম্পদ । এ কেবল উপভোগের বস্তু নহয় । এই সম্পদ বিনষ্ট হলে সমাজকে এর মূল্য একদিন সূদে আসলে দিতে হবে । নারী সৌন্দর্য্য ও যৌনাকর্ষণ রক্ষার জন্য পর্দার আবশ্যকতা সর্বযুগে, সর্বসমাজে অনস্বীকার্য সত্য । পুরুষের জন্য কোন পর্দার আবশ্যকতা নেই - এই জন্য যে, নারীদেহের মত পুরুষদেহ চুম্বক বা অম্লধর্মী নয়, তাদের উপর অন্য কোন দেহের প্রতিফলন হতে পারে না । সেই জন্য আল্লাহ তাআলা পাক কুরআনে নারীজাতির প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন -

তোমরা যখন বাইরে বেরুবে, তখন শরীর আবৃত করত কিংবা বোরকা পরিধান করে নেবে । (সুরা আহযাব, ৫৯ আয়াত)

কাপড় প্রতিফলনকে রোধ করে থাকে । যেমন তেঁতুলের পাশাপাশি বসে কাপড় ঢেকে খেলে আর খোলা অবস্থায় খেলে পাশ্ববর্তী দর্শকের মনে মুখে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । তেমনি চুম্বকত্ব বিদ্যুৎধর্মী দেহদ্বয়ের মধ্যে প্রতিফলনের যে বিবরণ ব্যক্ত হল তার পুনরাবৃত্তি বাহুল্য । (সর্ববৃহৎ হাক্কানী নামায শিক্ষা ও মসলা মাসায়েল শিক্ষা/মোহাঃ আব্দুল হামিদ কাসেমী, পৃষ্ঠা, ২৬৯ - ২৭১)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পর্দা নারীর জন্য অবমাননা বা হেয় করার অস্ত্র নয় বরং ধর্ষকবাজ লম্পট প্রবৃত্তিমূলক পুরুষদের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র স্বরুপ । কিন্তু তসলিমা নাসরিন ইসলামের এই পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে যে কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে যে কোন রুচিসম্পন্ন চরিত্রবান মানুষই তাঁর বিরুদ্ধে ‘ছি ছি ওয়াক থু’ না করে পারবেন না । জ্ঞানপাপী তসলিমা নাসরিন ইসলামের বিরুদ্ধে পুরীষ উদ্‌গীরণ করতে গিয়ে যেভাবে উলঙ্গ হয়ে কুদোকুদি করতে গিয়ে বেহায়াপনাকে প্রকাশ করেছেন তাতে যে কোন মানুষ মর্মাহত না হয়ে পারে না । তাঁর মতো সন্যাসীনির লেখা পড়া মানেই নিজের মূল্যবান সময়কে বৃথা নষ্ট করা ।

আল্লাহর গজব দেখুন কিরকম তসলিমা নাসরিনের চেহরা মর্দরুপ ধারণ করেছে



বোরকার স্বপক্ষে একটি বাস্তব যুক্তি

হযরত মাওলানা নজরুল হক সাহেব লিখেছেন, “আমি একবার আমার স্ত্রীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ট্রেনে সফর করছিলাম । সামনের সিটে এক হিন্দু দম্পতি বসেছিলেন । কিছুক্ষন আলাপের পর আমার স্ত্রীর বোরকা দেখে ঐ ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আচ্ছা মাওলানা সাহেব, আপনারা মেয়েদিগকে এই বোরকা পরান কেন ? উত্তরে আমি তার স্ত্রীর দিকে ইশারা করে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি আপনার স্ত্রীকে শাড়ি ব্লাউজটা পরিয়েছেন কেন ? তিনি বললেন, লজ্জা নিবারনের জন্য । আমি বললাম, আমিও ঠিক তাই, নিবারনের জন্য । তবে আপনার লজ্জা কম বলে কম আবৃত করেছেন; আর আমার লজ্জা একটু বেশী বলে বেশী ঢেকেছি । আপনাদের কাছে নারীর কেবল বক্ষস্থল ও যৌনাঙ্গটাই লজ্জাস্থান, কিন্তু আমার

কাছে নারীর সমস্ত শরীরটাই লজ্জাস্থান । আপনারা আপনাদের নারীর কেবল যৌনাঙ্গ ও বক্ষস্থলকেই পুরুষের নজরে লোভনীয় বলে মনে করেন, আমরা কিন্তু আমাদের নারীর গোটা শরীরটাই লোভনীয় বলে মনে করি ।

তারপর বললাম, আরও লক্ষ্য করুন, আফ্রিকার অসভ্য জংলী নারীরা নিজেদের বক্ষস্থলও ঢাকে না, কেবল একটা নেংটী পরে শুধু যৌনাঙ্গকে আবৃত করে । কারণ তাদের ধারণা - বক্ষস্থলও লজ্জাস্থান নয়, পুরুষের নজরে ওটা লোভনীয় নয় ।

লজ্জার ব্যাপারটা আপেক্ষিক, লজ্জার মাপকাঠি সকলের এক নাও হতে পারে । তাই আপনার নজরে আমার বোরকা পরানোটা যেমন বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে, তেমনি ঐ জংলী নারীদের নজরে আপনার ব্লাউজ পরানোটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে । আর আপনার নজরে জংলী নারীদেরকে যেমন লজ্জাহীনা ও রুচিবোধহীনা বলে মনে হতে পারে, তেমনি আমার নজরেও আপনার স্ত্রীকে লজ্জাহীনা ও শালীনতাবোধহীনা বলে মনে হতে পারে ।" (কূটপ্রশ্নের উত্তর, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১ - ২২)

এই ছোট্ট বক্তব্যটা শুনে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন ।"

আমার বক্তব্য হল তসলিমা নাসরিনের লজ্জাবোধ জংলী মেয়েদের থেকে নিম্নমানের । আমাদের দেশের কুকুর বেড়ালের যে লজ্জাবোধ আছে তসলিমা নাসরিনের তাও নেই । আর আনন্দবাজার গোষ্ঠী তো কুত্তার চাইতেও নিকৃষ্ট । কারণ আমাদের দেশের কুকুড় বেড়ালরাও রাস্তাঘাটে সঙ্গম করতে লজ্জা পায় সেখানে তসলিমা বলেছেন, "নারীও অভিশাপ দেবার ভাষা অবিস্কার করুক । আর খাদ্য নয়, নারী এবার খদক হোক । পুরুষকে খাদ্য হবার অভিশাপ দিক সকল নারী কণ্ঠ । নারী যতদিন ছিঁড়ে খুঁড়ে পুরুষ খাবে না, নারী যতদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিন্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ না করবে, ততদিন নারী রক্ত - মাংসে মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাবার সংস্কার দুর হবে না ।" (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৭ - ১১৮)

"নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যাভিচার করতে অভ্যস্ত হোক । নারী খাদকের ভূমিকায় না এলে তার 'খাদ্য' নামের কলঙ্ক ঘুচবে না । এখন ভাল কথার যুগ নয়,

নীতি বাক্যের সময় নয় । কাঁটা দিয়েই আজকাল কাঁটা তুলতে হয় ।” (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৮)

আর এইসব লেখাগুলো ছেপেছে সোনাগাছির দালাল মিডিয়া ‘আনন্দবাজার’ গোষ্ঠী ।

কি মারাত্মক মন্তব্য ?

১) তসলিমা নাসরিন লিখেছেন,, “আমি মনে করি একটি মেয়ে দশটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও সতী থাকতে পারে এবং একটি মেয়ে কেবল একটি পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেও অসতী থাকতে পারে ।” (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ১৭)

২) “পুরুষের আছে পতিতালয়ে যাবার অবাধ স্বাধীনতা, কিন্তু নারীর জন্য ‘পতিতআলয়ে’ যাবার কোনো ব্যাবস্থা নেই ।” (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ২১)

অর্থাৎ নারীরও জন্য পতিত - আলয়ের প্রয়োজন, তা না হলে নারীর স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না ।

৩) জন স্টুয়ার্ট মিলের মন্তব্যকে তিনি স্বীকার করে লিখেছেন, “আজকের দিনে বিবাহই হলো একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে আইনত দাসপ্রথা বজায় আছে ।” (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ৪৬)

অর্থাৎ তাঁর মতে নারী - পুরুষ কাউকেই বিবাহ কবার কোনো প্রয়োজন নেই । কুকুর বেড়ালের মতো রাস্তাঘাটে সঙ্গম করতে লেগে গেলেই হলো । যেমন তসলিমা নাসরিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলেন ১৯৯৯ সালে ।

৪) “প্রতি রাত্রে বউ না পিটিয়ে ঘুমোয় না এমন পুরুষ খুঁজে বের করলে সংখ্যায় খুব কম হবে বলে আমাএ মনে হয় না । তো সেদিন এ ধরণের নির্যাতনে অভ্যস্ত এক বউকে বলেছিলাম - উল্টো আপনি ওকে মারুন, নয় ওই পাষন্ডকে ত্যাগ করুন ।” (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ৯৩)

অর্থাৎ তসলিমা নাসরিন শান্তি চান না । স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে লড়াইকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে মজা লুটতে চান । এখানে তসলিমা পুরুষকে ডেকে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমিলন তা দুর করে দিয়ে শান্তি বজায় রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি ।

৫) ‘‘যখন আমার তেরো বছরের ভাই গরম লাগছে বলে এক উঠোন মানুষের সামনে গায়ের জামা খুলে ফেলেছিল । তার চেয়েও অধিক গরমে কাতর হয়েও, আমি তার সমবয়সী বোন, আমি আমি পারিনি অবলীলায় আমার গায়ের জামা খুলে ফেলতে ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ১০৩)

মা - বাপের কাছে চাবুক খাওয়ার ভয়ে তখন হয়তো এক উঠোন মানুষের সামনে গায়ের জামা খুলে ফেলতে পারেননি । এখন তো পারেন । পাওলি দামের মতো যৌনাঙ্গ চাটিয়ে সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রসারণও তো করতে পারেন ।

৬) ‘‘নারীও অভিশাপ দেবার ভাষা অবিস্কার করুক । আর খাদ্য নয়, নারী এবার খদক হোক । পুরুষকে খাদ্য হবার অভিশাপ দিক সকল নারী কণ্ঠ । নারী যতদিন ছিঁড়ে খুঁড়ে পুরুষ খাবে না, নারী যতদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিন্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ না করবে, ততদিন নারী রক্ত - মাংসে মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাবার সংস্কার দুর হবে না ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৭ - ১১৮)

৭) ‘‘নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যাভিচার করতে অভ্যস্ত হোক । নারী খাদকের ভূমিকায় না এলে তার ‘খাদ্য’ নামের কলঙ্ক ঘুচবে না । এখন ভাল কথার যুগ নয়, নীতি বাক্যের সময় নয় । কাঁটা দিয়েই আজকাল কাঁটা তুলতে হয় ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৮)

তসলিমা নাসরিনের এই সব উদ্ভট বিভ্রান্তিপূর্ণ মন্তব্য মেনে নেওয়া কোন বিবেকবান রুচি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে আদৌ মেনে নেওয়া সম্ভব নয় । তাঁর যুক্তি একমাত্র মানবে তারাই যারা ঝাঁক ঝাঁক যুবতী বেষ্ঠিত কামুক পুরুষ । তসলিমা নাসরিনের এই উদ্ভট মন্তব্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিখ্যাত জড়বাদী নাস্তিক লেখক আহমদ শরীফ ‘সংবাদ প্রতিদিন’ (১০ই মে, ১৯৯৪) - এর সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘‘তসলিমার যুক্তি বেশীর ভাগই ফ্যালাসী । কুযুক্তি । এগুলো মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ।’’

বাংলাদেশের আরও একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি বদরুদ্দিন ওমর বলেছেন, “তিনি (তসলিমা নাসরিন) চান এমন নারীমুক্তি, যা স্বেচ্ছাচার ।” আজিজুল হক সাহেব বলেছেন, “তসলিমার রচনা - যৌন - অতৃপ্ত নারীর আত্মবিলাপ ।” সুমল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “তসলিমার লেখালেখি নারী প্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ।”

ধর্ষণের বদলে ধর্ষণ

তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, “নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যাভিচার করতে অভ্যস্ত হোক । নারী খাদকের ভূমিকায় না এলে তার ‘খাদ্য’ নামের কলঙ্ক ঘুচবে না । এখন ভাল কথার যুগ নয়, নীতি বাক্যের সময় নয় । কাঁটা দিয়েই আজকাল কাঁটা তুলতে হয় ।” (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৮)

এর জবাবে হযরত মাওলানা নজরুল হক সাহেব লিখেছেন, “একথা পড়ে তসলিমার বুদ্ধির বহর দেখে তাক লেগে যায় । তসলিমা ভেবেছে - ঐভাবে নারীরাও ধর্ষণ করতে শুরু করলে পুরুষরা ভীত হয়ে যাবে ও তারা ঘরের ভিতর সেঁটে যাবে । এ ধারণা তার ভূল । বরং পুরুষ তখন ধর্ষিত হওয়ার জন্য আরও বেশী করে সুযোগ খুঁজবে, যাতে তার দোষও হবে না, অথচ তার মনের সাধও মিটে যাবে । এতে পুরুষদের দ্বিগুণ মজা হবে ।

এ ব্যাপারে তসলিমার চিন্তাধারা সেই বোকা সাঁওতালের মত, যার স্ত্রী ধর্ষিত হয়েছিল । কথিত আছে ঃ এক সুন্দরী মেঝেন (মাঝির/সাঁওতালের স্ত্রী) জৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলায় নদীর ধারে গোবর কুড়াতে গিয়ে গ্রামের এক মোড়লের দ্বারা ধর্ষিত হয় । মেঝেন বাড়ি এসে মাঝিকে সব কথা বলে দেয় । মাঝি গ্রাম্য বিচার ডাকলে মোড়লরা ঐ মোড়লের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে ও মোড়লকে পঞ্চাশ হাত নাক খত দিতে বলে । এই বিচার শুনে মাঝি মোড়লদিকে বলে, তোমার বিচার আমার পছন্দ হল না । মোড়লরা বলল, তুই তাহলে কেমন বিচার চাস বল ? মাঝি বলল, ঐ মোড়ল আমার মেঝেনকে যেমন ভাবে ধর্ষণ করেছে, আমার মেঝেনও ঐ মোড়লকে ঐ ভাবেই ধর্ষণ করবে - তবেই আমি খুশী হব । একথা শুনে বিচারক মন্ডলী হাসিতে লুটিয়ে পড়ল, আর ধর্ষক মোড়ল খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল ।

প্রিয় পাঠক, তসলিমার বুদ্ধিটা ঐ বোকা মাঝির মত । জনৈক পাগল রাস্তার উপর কাঁটা পড়ে থাকতে দেখে রেগে বলেছিল, ‘লাথি মেরে কাঁটার মুখ ভেঙে দাও

তাহলে কাঁটা জব্দ হয়ে যাবে ।' তসলিমার কথাগুলোও মনে হচ্ছে ঐ পাগলের মতই ।'' (কূটপ্রশ্নের উত্তর, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭ - ৩৮)

এই প্রসঙ্গ পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত জড়বাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, ''তসলিমার জীবন দর্শনে কোথায় যেন একটা তল কেটে যাওয়ার সুর । এই তসলিমার লেখাগুলোর যে সুর জনমনকে, নারী মানসকে প্রভাবিত করছে, তা হল, ধর্ষণের বদলে ধর্ষণ, বেলেল্লাপনার বদলে বেলেল্লাপনা, পতিতাপল্লীর বদলে পতিতপল্লী । তসলিমা খারাপ পুরুষের বদলা খারাপ নারী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কোন নারীজাগরণ, কোন নারী মুক্তি আপনি ঘটাতে চাইছেন ? কোন্ মূল্যবোধ আপনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন ?

তসলিমা, আপনি পুরুষ চিত্রকরদের তুলির ছোঁয়ায় শিল্প হয়ে ওঠা নিতম্ব, উরু দেখে বদলা হিসাবে নারী চিত্রকরদের আঁকতে বলেছেন পুরুষাঙ্গ । আপনি এরুপ লেখেন, 'আমরা অমোদিত হতে চাই, পুরুষ শরীর দেখে । আমরাও তৃষ্ণার্ত হতে চাই, আহ্লাদিত হতে চাই ।' তসলিমা, আপনি চিত্রকরদের তুলিতে শিল্পের সৌন্দর্যের বদলে পর্ণোর উত্তেজনা যখন পেতে চান, তখন আপনার মানসিক সুস্থতা বিষয়ে কোনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সন্দিহান হলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া কি যাবে কি ? তসলিমা আপনার মতো একজন কথাশিল্পীর কাছে চিত্র বা ভাস্কার্য যখন শিল্প না হয়ে শুধুমাত্র তীব্র কামতৃষিদের তৃষ্ণা নিবারণের পণ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন দুঃখ পাই ।

তসলিমা, আপনি পুরুষ চিত্রকরদের তুলির ছোঁয়ায় শিল্প হয়ে ওঠা নিতম্ব, উরু দেখে বদলা হিসাবে নারী চিত্রকরদের আঁকতে বলেছেন পুরুষাঙ্গ । আপনি এরুপ লেখেন, 'আমরা অমোদিত হতে চাই, পুরুষ শরীর দেখে । আমরাও তৃষ্ণার্ত হতে চাই, আহ্লাদিত হতে চাই ।' তসলিমা, আপনি চিত্রকরদের তুলিতে শিল্পের সৌন্দর্যের বদলে পর্ণোর উত্তেজনা যখন পেতে চান, তখন আপনার মানসিক সুস্থতা বিষয়ে কোনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সন্দিহান হলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া কি যাবে কি ? তসলিমা আপনার মতো একজন কথাশিল্পীর কাছে চিত্র বা ভাস্কার্য যখন শিল্প না হয়ে শুধুমাত্র তীব্র কামতৃষিদের তৃষ্ণা নিবারণের পণ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন দুঃখ পাই ।

তসলিমা, আপনার কি জানা নেই প্রতারণাময় - প্রেম, অসুস্থ - প্রেম, শরীরী - প্রেম, আমাদের বর্তমান সমাজ কাঠামোরই ফলশ্রুতি, আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক

পরিবেশেরই ফল ? আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাল্টে নারী - পুরুষের সুস্থ ভালবাসার সংস্কৃতি গড়ার পথ নির্দেশ না দিয়ে আপনার লঘু ও চটুল প্রতিবাদী মন নারী পুরুষের যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, তা সুস্থ সমাজের পরিপন্থী ।

সাম্য - ভালো, অসাম্য - খারাপ । এই প্রচলিত বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনি স্বেচ্ছায় বা অন্যের দ্বারা চালিত হয়ে চলেছেন । চাইছেন সমাজে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষদের উপস্থিতির পাশাপাশি উচ্ছৃঙ্খল নারী সৃষ্টি করতে । স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারিতা তো এক নয় ? তসলিমা, আপনি স্বচালিত হয়ে অথবা কোনও গোষ্ঠীর দ্বারা চালিত হয়ে সচেতন, বা অচেতনভাবে কিন্তু একটা মানবিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষেই, ভোগসর্বস্ব সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষেই ওকালতি করেছেন । আজকের পৃথিবীর ভোগবাদের, অসাম্যের, ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারার স্বার্থ রক্ষা করতেই আপনাকে দিয়ে 'বিপ্লবী নারীর' মুখস্থ পার্ট কেউ আউড়িয়ে নিচ্ছে না তো ? আপনি সাম্যে বিশ্বাসী, মানবতাবাদ যুক্তিবাদে বিশ্বাসী, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকেই সতেক কণ্ঠে জানিয়েছিলেন । কিন্তু আপনার সমাজ বদলের চিন্তাধারাতেই তো খাদ ধরা পড়েছে তসলিমা । এই চিন্তাভাবনা নারী - মুক্তির অনুগামী কখনও-ই নয়, বরং নারীবাদী সেজে নারীদের প্রতি আক্রমণ । তসলিমা, বাস্তবিকই আপনার কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি, বর্তমান সমাজ কাঠামোই পুরুষতন্ত্রের প্রাণশক্তি ? আপনি কি বাস্তবিকই বুঝতে পারেননি 'সমাজ কাঠামো' ও 'সরকার' এক নয় ? সরকার যাবে, সরকার আসবে, রাজনৈতিক নেতারা গদিতে আসবেন, একদিন বিদায় নেবেন - কেউই অনিবার্য নন । কিন্তু অসাম্যের সমাজ কাঠামোই যে-ই শাসকের আসনে বসবে, অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে, সেই শোষণের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রেখেই নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে । শোষণ ও বৈষম্যের সমাজ কাঠামো টিকিয়ে রাখে শোষক । সহায়ত করে শাসক প্রচারমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবিরা ।

শোষন চলবে, বৈষম্য চলবে অথচ নারীদের মুক্তি ঘটবে - এই অবাস্তব চিন্তাই আপনি কি বিশ্বাস করেন ? এই সমাজ কাঠামোয় বন্দি থেকে মুক্ত হওয়ার যে সুখ - স্বপ্ন আপনি নারীদের দেখাচ্ছেন, তা কি আপনার অজ্ঞতা প্রসূত ? না কি পরিকল্পিত ভন্ডামি ?

অসাম্যের সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে আপনার নীরবতাই আমাদের ভাবায় তসলিমা ।

তসলিমা, আপনার লেখা নারী মুক্তির লেখা নয়, পুরুষ বিদ্বেষে জর্জরিত লেখা । আপনি লেখেন - গোটা দুই 'পতিত' আর ছ-সাতটি 'রক্ষিত' হলে জমত বেশ । এমন লেখার মধ্য দিয়ে কোন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন আপনি ?'' (প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...., প্রবীর ঘোষ, পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৫)

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি প্রবীর ঘোষের মন্তব্য । তিনি নিজেকে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বলেই বাদী করেন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত নাস্তিকদের শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তিত্ব । আর তসলিমা নাসরিনও নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে দাবী করেন । এখানে প্রবীর ঘোষ তসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে বলেছেন যে 'আপনার মানসিক সুস্থতা বিষয়ে কোনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সন্দিহান হলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া কি যাবে কি ?' অর্থাৎ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ প্রবীর ঘোষ তসলিমাকে মানসিক রোগাগ্রস্থ বলে বাদী করেছেন ।

এমনকি প্রবীর ঘোষ তসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে এই সন্দীহান হয়েছেন যে সে কোন লম্পট, চরিত্রহীন ও স্বার্থপর সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন এবং তসলিমার মাধ্যমে সমাজবিরোধীরা তাদের ভোগবাদী সমাজব্যাবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে হাতিয়ার স্বরুপ ব্যাবহার করেছে নিজেদের লাম্পট্যপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য । প্রবীর ঘোষ তো তসলিমা নাসরিনের আন্দোলনকে সরাসরী নারী মুক্তির আন্দোলন নয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং সরাসরী তাঁর (তসলিমার) কার্যাবলীকে ভন্ডামী বলে স্বীকার করেছেন এবং তিনি তসলিমার সাহিত্যকে কোনরকম মূল্য না দিয়ে পর্ণোগ্রাফীর (ব্লু ফিল্ম) সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তীব্র কামতৃষিতদের তৃষ্ণা নিবারণের পণ্য হিসাবে গন্য করেছেন এবং তাঁকে পুরুষবিদ্বেষী হিসেবে গন্য করেছেন ।

আর যেহেতু 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠী তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করেছে এবং তাকে সমাজে হিট করেছে সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে সেই স্বার্থপর, ভোগবাদীসর্বস্ব, ধর্ষক, লম্পট, সমাজবিরোধী, মহিলাদের কামতৃষিতদের তৃষ্ণা নিবারণের পণ্য হিসাবে গণ্যকারী হল 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠী । তারাই তসলিমাকে হাতিয়ার করে নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে চায় । সমাজে নারীদেরকে খাদ্য হিসাবে মনে তাদের লুটে পুটে ভক্ষণ করতে চায় । আর তসলিমা নাসরিন যেহেতু আন্তর্জাতিক বেশ্যা (International Parnograpgy Heroin) সেজন্য সে 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠীর কর্ণধারদের বিছানায় শুয়ে তাদেরকে শরীর দিয়ে নিজেকে সমাজে হিট সাব্যস্ত করেছে এবং ভোগবাদী সমাজব্যাবস্থাকে সমাজে টিকিয়ে

রাখার জন্য তাদের তালে তাল মিলিয়েছে। সুতরাং তসলিনা নাসরিন হল পৃথিবীর সবথেকে বড় নারী বিদ্বেষী যেহেতু সে নারীকে ধর্ষকবাজ প্রকাশকের নমোবাঞ্ছা পুরণের জন্য সহায়তা করেছে এবং নারীদেরকে সে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

তসলিমা নাসরিনের উল্টো পালটা মন্তব্যের জন্যই সেখ হাসিনা বলেছিলেন, "Taslima Nasreen is an idiot who does no longer deserve to be a Bangladesh" অর্থাৎ তসলিমা নাসরিন একজন ইডিয়ট, সে বাংলাদেশী হওয়ার উপযোগী নয়।

লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেছেন যে, ''কয়েকটি ভারতীয় সংবাদপত্র ও পশ্চিমী কিছু প্রচার মাধ্যমেই তসলিমা নাসরিনকেছ ভুলপথে চালিত করেছে। যশ-খ্যাতির জন্য ধ্বংসাত্মক ফাঁদের পড়েছেন। ধর্মের নামে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।''

তসলিমা নাসরিনের জন্য প্রবীন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ''তিনি বাংলাদেশের নয় - তিনি ইংল্যান্ডের কন্যা, তিনি ফ্রন্সের কন্যা।''

সত্যিই তাই। তসলিমা নাসরিন শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্বে গিয়েই স্থান জমালেন। এবং সুইডেনের পেন ক্লাবের সভাপতি গ্যাবি গ্লেইসম্যানের কোলে গিয়ে মাথা গুঁজলেন। আর পেন ক্লাব যে কত জঘন্য তা আমাদের ভারতীয়রা সকলেই জানে। এমনকি দিনের পর দিন তসলিমা নাসরিন ঙ নামের একজনের সঙ্গে এক কামরায় থাকতে লাগলেন। পরে অবশ্য সিকিউরিটি গার্ডরা বুঝে গিয়েছিল তসলিমার সঙ্গে ঙ-র একটা গোপন সম্পর্ক রয়েছে একথা তসলিমাও খন্ডন করতে পারেননি এবং তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন।

গ্যাবি গ্লেইসম্যান সারাক্ষণ সুইডেনে তসলিমা নাসরিনের উপর খবরদারী করেছে। তবে আমরা অবাক হই তসলিমার কর্মকান্ড দেখে। যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে তিনি ছিন্ন করে বিদেশে গিয়ে পাড়ি জমালেন যাতে কোন পুরুষ তার উপর খবরদারী করতে না পারে। আর সেই তসলিমাকে সারাক্ষণ খবরদারী করেছে গ্যাবি গ্লেইসম্যান আর তসলিমা কোন প্রতিবাদ করেন নি। কেন ? সুইডেন থেকেও বিতাড়িত করলে আর তার পায়ের তলায় মাটি থাকবে না বলে ?

নারীবাদী আন্দোলন নয় বরং নারী শিকার আন্দোলন

তসলিমা নাসরিনের আন্দোলনকে নারীবাদী আন্দোলন না বলে বরং সেই আন্দোলনকে নারী শিকার আন্দোলন বলাই আমার মনে হয় অতি উত্তম । আমার উস্তদে মোহতারাম হযরত মাওলানা নাজরুল হক সাহেব (দাঃবা) লিখেছেন, “আসলে কিন্তু ঐ নারীবাদীদের নারী মর্যাদার আন্দোলন না বলে নারী শিকারের আন্দোলন বলাই যুক্তিযুক্ত ।

মৎস শিকারকারী মাছ ধরার জন্য পুকুরে টোপ ফেলে । টোপ দেখে নির্বোধ মাছ ভাবে - শিকারী আমার খুব হিতাকাঙ্খী । তাই শিকারী আমার আহার যোগাচ্ছে । কিন্তু সে জানে না, শিকারী তাকে সামান্য আহার দিয়ে পরে গোটাই তাকে আহার করার ফাঁদ পেতেছে । তাই টোপ পেয়ে মাছও খুশী, টোপ গিললে শিকারীও খুশী ।

অনুরুপভাবে নির্বোধ নারীরা ঐ নারীবাদী পুরুষদের শ্লোগান শুনে খুশী হয়ে ভাবে, এরা আমাদের পরম বন্ধু, এরা আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে চায় । কিন্তু তারা জানে না যে, ঐ নারী - লোলুপ প্রগতিবাদীরা স্বাধীনতার টোপ দিয়ে ঘর থেকে বের করে গোটাই তাদেরকে আহার করার ষড়যন্ত্র করেছে ।

যখন নারীরা ঐ টোপ গিলে পর্দা ছিঁড়ে পার্কে, ক্লাবে, রাস্তায় ও বাজারে বেরিয়ে পড়ে, তখন ঐ নারী শিকারী পুরুষরা খুব খুশী হয় । কারণ তখন আর নারীদেরকে চুষে খেতে, চিবিয়ে খেতে বা আস্ত গিলে খেতে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না । আর তখনই তাদের নারী শিকারের আন্দোলন চুড়ান্ত সফলতা লাভ করে ।

তাই মাওলানাদের উপর প্রগতিবাদীদের এত রাগ । কারণ মাওলানারা তাদের বাড়া ভাতে ছাই ফেলে দিতে চাই, মুখের আহার তেড়ে দিতে চাই । তাদের নারী শিকারের আন্দোলনকে এরা ব্যর্থ ক’রে দিতে চাই ।” (কূট প্রশ্নের উত্তর, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠ ২০-২১)

তবে আমি বলব, এই নারীবাদী আন্দোলনে তসলিমা নাসরিনকে নারীবাদীরা হাতিয়ার স্বরুপ ব্যবহার করেছে । যেহেতু তারা জানে যে তাদের ডাকে নারীরা

সকলে সাড়া দিতে চাইবে না । সেজন্য তাদের চরিত্রের মতো একজন লম্পট, চরিত্রহীনা, ধর্ষক, বেশ্যা মহিলার প্রয়োজন যাতে তাদের হয়ে কথা বলতে পারে আর সহজেই কোন বিনা প্রতিবন্ধকতায় তাদের এই আন্দোলনকে আরও সক্রিয় করতে পারে । আর যেহেতু তসলিমা নাসরিন আন্তর্জাতিক বেশ্যা সেজন্য এই আন্দোলনে তাকেই ব্যাবহার করেছে নারীবাদী আন্দোলনের ধ্বজাধারীরা । আর 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠীর কর্ণধারদের বউ-বেটিরা যেহেতু সকলেই কোলকাতার সোনাগাছীর 'মাল' সেজন্য তারা তসলিমা নাসরিনকে এই আন্দোলনে 'হিট' করেছে ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর এগারোটি বিবাহ করার তাৎপর্য

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর এগারোটি বিবাহ করাকে তসলিমা নাসরিন তাঁর সমালোচনার শিকার থেকে রেহাই দেননি । তিনি মহানবী (সাঃ) - এর এগারোটি বিবাহকে টার্গেট করে যেভাবে কটাক্ষ করেছেন তাতে যেকোন ধর্মপ্রাণ নবী প্রেমিক মুসলমান ক্ষিপ্ত না হয়ে পারেন না । কিন্তু তসলিমা যদি মহানবী (সাঃ) - এর এগারোটি বিবাহ করার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সামর্থ হতেন তাহলে তিনি নবীজী (সাঃ) - কে কটাক্ষ করার দুঃসাহস কখনোই লাভ লাভ করতেন না ।

তসলিমা নাসরিন জেনে রাখুন মহানবী (সাঃ) যে মহিলাকে প্রথম বিবাহ করেছিলেন তিনি হলেন খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) । নবীজী (সাঃ) যখন খাদিজা (রাঃ) কে বিবাহ করেন তখন নবীজী (সাঃ) এর বয়স ছিল ২৫ এবং খাদিজা (রাঃ) - এর বয়স ছিল ৪০ বছর । খাদিজা (রাঃ) বেঁচে থাকতে নবীজী (সাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি । খাদিজা (রাঃ) মারা যাবার পরেই তিনি বাকি বিবাহগুলি করেন পরিস্থিতি অনুযায়ী । নবীজী (সাঃ) তাঁর কোন বয়সে কোন বয়সের এবং কি ধরণের নারীকে বিবাহ করেছিলেন তার একটা তালিকা এখানে আমি তুলে ধরছি ২০০১ সালে প্রকাশিত মাসিক মদীনার সীরাতুন্নবী সংখ্যা থেকে ।

ক্রমিক সংখ্যা	স্ত্রীদের নাম	বিবাহের সন	বিবাহের সময় স্ত্রীদের বয়স	রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বয়স
১	হযরত খাদিজা (রাঃ)	৫৯৫ খ্রীঃ	৪০ বছর	২৫ বছর
২	হযরত সওদা (রাঃ)	৬২০ খ্রীঃ	৫০ বছর	৫০ বছর
৩	হযরত আয়েশা (রাঃ)	৬২০ খ্রীঃ	৬ বছর	৫০ বছর
৪	হযরত হাফসা (রাঃ)	৫২৫ খ্রীঃ	২০ বছর	৫৫ বছর

৫	হযরত যয়নব (রাঃ)	৬২৫ খ্রীঃ	২৯/৩০ বছর	৫৬ বছর
৬	হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)	৬২৬ খ্রীঃ	২৬ বছর	৫৭ বছর
৭	হযরত যয়নব (রাঃ)	৬২৬ খ্রীঃ	৩৫ বছর	৫৭ বছর
৮	হযরত জুহাইরিয়া (রাঃ)	৬২৬ খ্রীঃ	২০ বছর	৫৯ বছর
৯	হযরত সাফিয়া (রাঃ)	৬২৮ খ্রীঃ	১৭ বছর	৫৯ বছর
১০	হযরত উম্মে হাবীবা বা রামলাহু (রাঃ)	৬২৮ খ্রীঃ	৩৭ বছর	৫৯ বছর
১১	হযরত মাইমুনা (রাঃ)	৬২৮ খ্রীঃ	৩৬ বছর	৫৯ বছর

এবার মহানবী (সাঃ) - এর এগারোটা বিবাহের তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা যাক । হযরত খাদিজা (রাঃ) এর পরে যে সব মহিলাদিগকে নবীজী (সাঃ) বিবাহ করেছিলেন তার বর্ণনা নিজে দেওয়া হল -

২) হযরত সাওদা (রাঃ) ঃ- হযরত খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর নবীজী (সাঃ) সাকওয়ান ও আমরের বিধবা স্ত্রী সাওদা (রাঃ) কে বিবাহ করেন । সাওদা (রাঃ) ছিলেন সাকওয়ান (রাঃ) এর চাচাতো বোন । সাকওয়ান ইসলাম গ্রহণের পর পৌত্তলিকদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানে কয়েক বছর থাকার পর মক্কায় ফিরে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন । সাকওয়ান (রাঃ) এর মৃত্যুতে হযরত সাওদা (রাঃ) বেঁচে ছিলেন ততদিন সংসারের দায়দায়িত্ব, দেখাশুনো সন্তান লালন - পালন করা, নবীজীর প্রচার কার্যে সহযোগিতা করা, কাফেরদের নির্যাতন হলে নবীজীকে শান্তনা দেওয়া, সেবা শুশ্রষা প্রভৃতি যাবতীয় কাজে সবসময় সহযোগিতা করতেন । কিন্তু খাদিজার মৃত্যুর পর নবীজীকে দারুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । তাই এমতাবস্থায় নবীজী (সাঃ) হযরত সাওদা (রাঃ) কে বিবাহ করলে তাঁর সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হয় এবং তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় সম্বলহীন বিধবা সাওদা (রাঃ) কে যে দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হতো তা থেকে তিনি তাঁকে উদ্ধার করেন এবং সমাজে তাঁর মান মর্যাদাকে আরও উন্নীত করেন । এই হল নবীজী (সাঃ) - এর দ্বিতীয় বিবাহের সামাজিক কারণ ।

৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ- মক্কায় অবস্থানকালীন মুহাম্মাদ (সাঃ) তৃতীয় বিবাহ করেন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে । আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কন্যা । নবুওয়াতের দশম বর্ষে মক্কাতেই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হিবাহ হয় হুজুরে পাক (সাঃ) এর সাথে । তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর । তিনিই নবীজী (সাঃ) এর

কুমারী পত্নী ছিলেন আর বাকি সকলেই ছিলেন বয়স্কা ও বিধবা । নবুওয়াতের চার বছর পর তাঁর জন্ম হয় এবং হিজরতের নয় বছর পর তিনি নবীজী (সাঃ) এর বাড়িতে আসেন । আঠারো বছর বয়সে নবীজী (সাঃ) এর মৃত্যু হয় এবং ছেষট্টি বছর বয়সে ১৭ই রমযান সাতান্ন হিজরীতে তিনিও জান্নাতবাসিনী হন । বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর । দুঃখের বিষয় এই যে তসলিমা নাসরিন সহ বর্তমানে কিছু তথাকথিত নামধারী বুদ্ধিজীবি নবীজী (সাঃ) এর এই বিবাহের প্রতি কটাক্ষ বিদ্রুপ করেছেন । তাদের জেনে রাখা উচিৎ ছিল তৎকালীন যুগে ত বটেই এখনকার যুগেও বালিকা মেয়েকে বিবাহ করা সামাজিকভাবে বৈধ । ভারতবর্ষের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যাক্তি মহাত্মা গান্ধী বিবাহ করেছিলেন ১০ বছর বয়সের বালিকা কস্তুবাকে । সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী বিবাহ করেছিলেন ১০ বছর বয়সের বালিকাকে ।

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রচট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রীর বয়স ছিল ৬ বছর । মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হয়েছিল ৬ বছরের বালিকার সাথে । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিবাহ করেছিলেন নিরক্ষর ও এগারো বছরের বালিকাকে । হিন্দুতের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা কেশবচন্দ্র সেন বিবাহ করেছিলেন ৯ বছরের বালিকার সঙ্গে । দালালমার্কা বুদ্ধিজীবিরা উপরোক্ত মহাপুরুষদের বিবাহ নিয়ে তেমন কোন শোরগোল করেন না । যত শোরগোল করেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিবাহকে কেন্দ্র করে । দাগাবাজীর একটা সীমা আছে ।

৪) হযরত হাফসা (রাঃ) ঃ- নবীজী (সাঃ) চতুর্থ বিবাহ করেন হযরত হাফসা (রাঃ) এর সাথে । হযরত হাফসা (রাঃ) ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর কন্যা । তাঁর স্বামী বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন । তারপর তাঁর বিয়ে হচ্ছিল না । কারণ, তাঁর মেজাজ ছিল কঠিন উগ্র । হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ) এর স্বামীর মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে বললেন, আপনি আমার মেয়ে হাফসাকে বিবাহ করুন । আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) উত্তর না দিয়ে নীরব রইলেন এতে হযরত ওমর (রাঃ) দুঃখিত হলেন । অতঃপর তিনি হযরত উসমান গনী (রাঃ) এর কাছে গিয়ে এইরুপ প্রস্তাব করলেন । হযরত উসমান গনী (রাঃ) বললেন, বর্তমানে আমার বিবাহ করার কোন ইচ্ছা নাই । তখন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উসমান গনী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে হুজুরে পাক (সাঃ) এর কাছে অভিযোগ করলেন, তখন নবীজী (সাঃ) বললেন, হাফসা (রাঃ) এর জন্য উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামী এবং উসমানের জন্য হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা হচ্ছে । তারপর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরীতে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)

কে বিবাহ করেন এবং নিজের কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ) কে উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ দেন ।

আসল কথা হল, যখন হাফসা (রাঃ) কে কেউ বিবাহ করতে চায়ছিলেন না তখন নবীজী (সাঃ) তাঁকে বিবাহ করে হযরত ওমর (রাঃ) এর ক্ষোভ ও হৃদয় বেদনাকে প্রশমিত করেন ।

৫) হযরত যয়নব (রাঃ) ঃ- হযরত হাফসা (রাঃ) এর পর হযরত যয়নব বিনতে খোজায়েম (রাঃ) এর সাথে নবী করীম (সাঃ) এর বিবাহ হয় । তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) যিনি খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন । কারো মতে তাঁর প্রথম স্বামী তোফায়েল বিন হারেশ (রাঃ) । সে তালাক দেওয়ার পর তার ভাই ওবাইদা বিন হারেছ (রাঃ) তাঁকে বিবাহ করেন যিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন । তারপর হিজরতের একত্রিশ মাস পর রমযান মাসে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বিবাহ করেন । আটমাস নবীজী (সাঃ) এর স্ত্রীরুপ থাকার পর চতুর্থ হিজরীতে রবিউল আওয়াল মাসে মারা যান । হযরত খাদিজা (রাঃ) এবং হযরত যয়নবই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন । হযরত যয়নব (রাঃ) দাতা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন, এই জন্য ইসলাম গ্রহণের পুর্বে তাঁকে উম্মুল মাসাকিন বা গরীব মিসকিনদের মা বলা হত ।

৬) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ঃ- হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের মৃত্যুর পর নবী করীম (সাঃ) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) কে বিবাহ করেন । তাঁর পিতার নাম ছিল আবু উমাইয়া । তাঁর প্রথম বিবাহ চাচাত ভাই আবু সালমা (রাঃ) এর সঙ্গে হয়েছিল । স্বামী স্ত্রী উভয়ে প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেন । কাফেরদের নির্যাতন চরমে উঠলে নিজেদের ধর্ম ও জীবন বাঁচানোর জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, সেখানে ছেলে সালমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন । আবিসিনিনয়া থেকে ফিরে এসে আবার মদীনায় হিজরত করেন । আবু সালমা (রাঃ) বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়ে উহুদ যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন এবং পরে মৃত্যু বরণ করেন । তখন উম্মে সালমা গর্ভবতী ছিলেন । পরে যয়নব জন্মগ্রহণ করেন । ইদ্দতকাল পূর্ণ হবার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব করেন । তিনি এ বিবাহে অস্বীকৃতি জানান । অতঃপর হুযুর (সাঃ) নিজেই তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান । চতুর্থ হিজরীতে হুযুরে পাক (সাঃ) এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ।

৭) হযরত যয়নব (রাঃ) ঃ- নবী করীম (সাঃ) সপ্তম বিবাহ করেন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) কে । প্রথমে যয়নব বিনতে নবী করীম (সাঃ) এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ (রাঃ) কে বিবাহ করেন । কিন্তু তাঁদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল না হওয়ায় হযরত যায়েদ (রাঃ) তাঁকে তালাক দেন । হযরত যয়নব (রাঃ) এর সাথে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বার বার বিবাহের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে থাকেন । তদানীন্তন সমাজে পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হিসাবে দেখা হতো । অথচ কুরআন শরীফের ঘোষনা অনুযায়ী পোষ্যপুত্র বা দত্তক পুত্র গ্রহণ করলে তার সাথে প্রকৃত রক্তের সম্পর্ক স্থাপন হয়না । তাই রসুলে করীম (সাঃ) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) কে বিবাহ করে যেমন যয়নবের অনুরোধ রক্ষা করেছেন তেমনি সমাজ থেকে একটি কুসংস্কারের মুলোৎপাটন করার ব্যাবস্থা করেছেন ।

৮) হযরত জুহাইরিয়া (রাঃ) ঃ- হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) এর পর নবী করীম (সাঃ) জুহাইরিয়া বিনতে হারেশা (রাঃ) কে বিবাহ করেন । ইতিমধ্যে মোরাইছি যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসেন । সাবেত বিনতে কায়েস (রাঃ) এর ভাগে গনিমত হিসেবে পড়েন । প্রথম বিয়ে তাঁর মাসাক বিন সাফওয়ানের সঙ্গে হয়েছিল । হযরত সাবেত (রাঃ) তাঁকে কিছু মুদ্রার বিনিময়ে আজাদ করে দেন । জুহাইরিয়া (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ! আমি গোত্রপতি হারেশের কন্যা । আমার কষ্টের কথা আপনার ভালভাবে জানা আছে । মুক্তিপণে এত টাকা আদায় করা আমার সাধ্যের বাইরে । আপনার আশায় আমি এখানে হাজির হয়েছি ।” নবী করীম (সাঃ) বললেন, “এর থেকে উত্তম পন্থা আমি তোমার জন্য করেছি যে তোমার মুক্তিপণ আদায় করে আজাদ করে আমি তোমাকে বিবাহ করব ।” তখন জুহাইরিয়া আনন্দের সঙ্গে কবুল করলেন এবং নবী করীম (সাঃ) এর সাথে ষষ্ঠ হিজরীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন । সাহাবারা যখন শুনতে পেলেন, বনী মোস্তালেক নবী করীম (সাঃ) এর শ্বশুরালয়ে পরিণত হয়েছে, তখন এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সকলেই আপন আপন দাসীদের মুক্ত করে দেন । এতে একশত পরিবারের মোট সাতশত লোক হযরত জুহাইরিয়া (রাঃ) এর বরকতে মুক্ত হয়ে গেল ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বহু বিবাহের মধ্যে এই ধরণের বহুবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যান নিহিত ছিল ।

৯) হযরত সাফিয়া (রাঃ) ঃ- নবী করীম (সাঃ) নবম বিবাহ করেন সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতার এর সাথে । হুয়াই বিন আখতার ছিলেন ইহুদীদের নামকরা গোত্র বনু নাজীরের শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তি । হযরত সাফিয়া (রাঃ) প্রথম বিবাহ করেন সালাম বিন মাকসামের সাথে । সালাম বিন মাকসাম তাঁকে তালাক দিলে তাঁর বিয়ে হয় কিনানা বিন আবিলের সাথে । আবিল ছিল খয়বরের নামকরা দুর্গ আল - কামুসের সর্দার । ইহুদীরা বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করলে নবী করীম (সাঃ) তাদের কেন্দ্র খয়বারের উপর আক্রমণ হানলে কিনান বিন আকিল নিহত হয় এবং তার পরিবারের সাথে সাফিয়াও মুসলমানদের হাতে বন্দিনী হন । হযরত সাফিয়া (রাঃ) যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্যে সব চাইতে মর্যাদাশীল ছিলেন । দাহিয়া কলবী (রাঃ) নামে এক সাহাবী তাঁকে দাসী রুপে পেতে চায়লে কতিপয় সাহাবী তাঁর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তাঁদের অনুরোধে নবী করীম (সাঃ) তাঁর উপযুক্ত বলে মতামত ব্যক্ত করায় নবীজী তাঁকে বিবাহ করেন ।

১০) হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) ঃ- হযরত সাফিয়া (রাঃ) এর পরে হযরত নবী করীম (সাঃ) বিবাহ করেন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)কে । উম্মে হাবীবা মক্কায় বিখ্যাত সর্দার আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন । আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন, স্বামী - স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন । নিরীহ মুসলমানদের উপর মক্কাবাসীদের তরফ থেকে যে নির্যাতন চলছিল তখন প্রাণের দায়ে তিনি আবিসিনিয়া হিজরত করেন । সেখানে গিয়ে তাঁর স্বামী খ্রীষ্টান হয়ে যায় । সেই অসহায় অবস্থায় তিনি যে কতটুকু দুঃখিনী ছিলেন তা আল্লাহপাক জানেন । এরই প্রতিদান স্বরুপ আল্লাহপাক তাঁকে হুযুরে পাক (সাঃ) এর বিবিরুপে কবুল করেন । হাবসার বাদশা নিজে চারশত স্বর্ণমুদ্রা আদায় করে হুযুর (সাঃ) এর বিবাহ পড়িয়ে দেন ।

মোট কথা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে আবু সুফিয়ানের সাথে যে দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ চলছিল তা এই বিবাহের বিনিময়ে সম্পূর্ণভাবের স্তিমিত হয় এবং দুই গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ।

১১) হযরত মাইমুনা (রাঃ) ঃ- হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) - এর পর নবী করীম (সাঃ) হযরত মাইমুনা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ করেন । হযরত মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন বনী নাজাফ গোত্র - প্রধানের স্ত্রীর বোন, যে ৭০ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে । হযরত মাইমুনা (রাঃ) এর প্রকৃত নাম ছিল বাররাহ ।

হুযূর (সাঃ) তাঁর নাম রাখেন মাইমুনা । তাঁর প্রথম বিবাহ হয় মসউদ বিন আমরের সাথে, মসউদ তাঁকে তালাক দিলে আবু রেহেম বিন আব্দুল ওজ্জার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় । সপ্তম হিজরীতে যখন আবু রেহেমের মৃত্যু হয় তখন অসহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েন । তিনি সম্পর্কে নবীজীর আত্মীয়া ছিলেন । নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) নবীজীকে মাউমুনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে রাজি হয়ে যান । যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মাইমুনা (রাঃ) কে বিবাহ করলেন তখন বনী নাজাফ গোত্র মদীনার নেতৃত্ব মেনে নিল এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) কে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল ।

এই নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এগারোটি বিবাহ করার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রহস্য । কিন্তু মহানবী (সাঃ) এর এই এগারোটি বিবাহ করার তাৎপর্য উপলব্ধ করার মত মগজ যদি তসলিমা নাসরিনের না থাকে তাহেল তার মত স্বামী হীন জ্ঞানপাপী নিরেট হস্তিমূর্খকে বোঝাবে কে ? তসলিমা নাসরিন জেনে রাখুন আপনি যদি ইসলামের ইতিহাসকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভালভাবে অনুধাবন করার কষ্ট স্বীকার করতেন তাহলে মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) - এর এগারোটি বিবাহের মধ্যে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক রহস্য খুঁজে পেতেন । কিন্তু আপনি তা না করে মহানবী (সাঃ) এর এগারোটি বিবাহকে করাক্ষ করে বুদ্ধিজীবি মহলে নিজেকে হাসির পাত্র হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন ।

বিদগ্ধ মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)

তসলিমা নাসরিন ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ না করলেও সারা পৃথিবীর নামকরা বিদগ্ধ মনীষীরা ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে সুধারণা পোষন করতেন ।

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, “আমার আশা হয় অদুর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষক ও প্রজ্ঞামন্ডলীকে সম্মিলিত করে কুরআনের মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো । কারণ একমাত্র কুরআনই সত্য এবং মানবকে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম ।”

মানবেন্দ্র নাথ রায় (M.N Roy) বলেছেন "Learning from the Muslim Europe become the leader of modern civilization" অর্থাৎ "মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হতে পেরেছে ।"

বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ঐতিহাসিক লামার্টিন (Lamartine) বলেছেন, "It greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the there criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad ? (Lamartine ends his lengthy segment of literary master-piece with the word)…. Philosopher, Orator, Aposite, Legislator, Warrior, Conqueror of Ideas, restorer of rational beliefs, of a cult without images. The founder of twenty terres-trial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured we may well ask, is there any man greater than he ?" (Historic Delta Turqule)

বিখ্যাত লেখক R. Boswarth বলেছেন, "By a fortune absolutely unique in history, Muhammad is a threefold founder of a nation, of an empire, and of a religion."

অর্থাৎ সৌভাগ্যের বিষয়, ইতিহাসের পাতায় অতুলনীয় ঘটনা, মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন জাতির জনক, সাম্রাজ্যের জনক, ধর্মের জনক - ত্রি - ধারার সংমিশ্রন ।

Encyclopedia of Britanica তে লেখা আছে, "Muhammad was the most successful of all Religious personalites."

অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাঃ)ই হলেন সমস্ত ধর্মীয় ব্যাক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে সফলকাম ব্যক্তিত্ব ।

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক লেনপুল বলেছেন, "He (Muhammad) was an enthusiast in that Noblest sense when enthusiasm become the salt of the earth. The one thing that keeps men from rotting while they live.

Enthusiasm is often used despitefully, because it is joined to an unworthy causes, or falls upon barren ground and bears no fruit. So

was it not with Muhammad. He was an enthusiast when enthusiasm was the one thing needed to set the world aflame, and his enthusiasm was noble for a noble cause. …… He (Muhammad) was one of those happy few who have attained the supreme joy of making one great truth their very life-spring.

He was the messenger of the one God; and never to his life's end did he forget who he was, or the message which was the marrow of his being he brought his tiding to his people with a grand dignity sprung from the conciousness of his high office, together with a most sweet humanity. Whose roots lay in knowledge of his own weakness."

M.P., L.L.D. Zon William Dreper বলেছেন, "Four years after the death of Justinian, A.D. 569 was born at Makkah in Arabia the man whom, of all men exercised the greatest influence upon the human race …..Mumammad…….." (A History of the Intellectual Development of Europe)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, "জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্র মূলক ধর্ম । প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমস্ত মানবমন্ডলীকে উদার নীতির একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ।"

শিখদের ধর্মগুরু গুরু নানক বলেছেন, "বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে; এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ । মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায়, তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর (সাঃ) প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই ।"

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে ছিল নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথবীকে তা দিল আলো ও স্বস্তি । ইসলাম মিথ্যা ধর্ম নয় । শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক, তাহলে আমার মতোই তারা একে ভালোবাসবে ।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “তারপর এলেন সাম্যের দূত মোহাম্মদ । ....মোহাম্মাদ ছিলেন পয়গম্বর সাম্যের, মানুষের, ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের ।” (Swami Vivekanandas, Vol. : IV, The Great Teachers of the World, P.P.-129-130)

ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ইউলিয়াম মূর একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, “He was a mastermind not only for his own age but at all ages.” অর্থাৎ “বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মাদ অপেক্ষা মহত্তম মানব, শ্রেষ্টত্ব আদর্শ পুরুষ দুনিয়ার পৃষ্ঠে কেউ জন্মেনি আর জন্মিবে না ।”

মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ইউরোপের স্বনামধন্য পন্ডিত জর্জ বার্ণাড শ’ বলেছেন, “I believe that of man like Mohammad were assume the dictatorship of the modern world. He would succeed in solving the problem in way that would bring it much needed peace and happiness.”

অর্থাৎ “আমি বিশ্বাস করি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মতো কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান বিশ্বের একচ্ছত্র নায়কের পদ গ্রহণ করতেন তাহলে এমন এক সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, যার ফলে পৃথিবীর বহু আকাঙ্খিত সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত ।”

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কেবলমাত্র বিদগ্ধ মনীষীরাই প্রশংসা করেননি । নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের পুর্বে যেসব ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে এসেছিল সেসব ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম সুস্পষ্ট ফলকে লিপিবদ্ধ করা আছে অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের পূর্বেই বিভিন্ন ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলি মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন ।

হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদের মধ্যে মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । যেমন, বেদে বলা হয়েছে,

‘নরাশংস প্রতিধামান্যজ্জন তিস্রো দিবঃ প্রতিমহ্ন স্বচিঃ’

(ঋগ্বেদ সংহিতা ২/৩/২)

‘নরাশংস মিহাপ্রিয় মস্মিন্যজ্ঞ উপবয়ে মধুজিহ্ব হবিকৃতম’

(ঋগ্বেদ সংহিতা)

অথর্ববেদে আছে, ‘‘লোকেরা শোন । নরাশংসকে (মুহাম্মাদ) লোকেদের মাঝে প্রেরণ করা হবে । সেই স্বদেশত্যগীকে আমরা ৬০,০৯০ জন শত্রুর কাছ থেকে নিজের আশ্রয় গ্রহণ করব । তাঁর বাহন হবে উঁট । তাঁর সঙ্গে কুড়িটি উট থাকবে । আকাশকেউ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবনমিত করবে । সেই মহান ঋষিকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, দশটি গলার হার, ৩০০ ঘোড়া এবং ১০,০০০ গাভী দান করা হয়েছে ।’’ (২০-১২৭-১-২-৩)

এই নরাশংস কে তা প্রমান করতে গিয়ে পন্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ‘নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি’ নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেই বলেছেন । তিনি প্রমান করেছেন, রুপক ভাষায় ১০০ স্বর্ণমুদ্রা মানে হল ১০০ জন আসহাবে সুফ্‌ফা । ১০ গলার হার মানে হল দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যাক্তি (আশারায়ে মুবাশ্‌শারা) ৩০০ ঘোড়া বলতে বদর যুদ্ধের ৩১৩ জন যোদ্ধা বোঝানো হয়েছে । আর বাকি ১০,০০০ গাভী বলতে মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ১০,০০০ সঙ্গী যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে ।

আর ‘নরাশংস’ মানে হল প্রশংসিত ব্যাক্তি । অপরদিকে ‘মুহাম্মাদ’ মানেও হল প্রশংসিত ব্যাক্তি । সুতরাং ‘নরাশংস’কে আরবীতে অনুবাদ করলেই হয় ‘মুহাম্মাদ’ ।

এই ‘নরাশংস’ শব্দটি ঋগ্বেদে ১৬ বার, যজুর্বেদে ১০ বার, অথর্ববেদে ৪ বার এবং সামবেদে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে ।

অপরদিকে শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে আছে,

‘‘অজ্ঞান হেতু ক্রেত মোহমদ অন্ধকার নাশম্
বিধায়েম হি তদু দেতে বিবেকা ।’’

অর্থৎ- যখন অসংখ্য ব্যাক্তি সামগ্রিক কল্যানের উদ্ভবে মানুষের সত্য সন্ধিৎসা অর্জিত হবে তখন মুহাম্মদের মাধ্যমে অন্ধকার দুর হয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যাতি আবির্ভূত হবে ।

‘ভবিষ্য পুরানে’ আছে, “সেই সময় মুহাম্মাদ নামক পবিত্র ম্লেচ্ছ সপার্ষদ আসবেন । ...... রাজা ভোজ তাঁদের বলবেন-‘হে মরুভূমির বাসিন্দা, শয়তানকে পরাস্তকারী, অলৌকিইতার মালিক, মন্দ থেকে পবিত্র, সত্য অবহিত এবং খোদার প্রেম ও গোপন তত্ত্বের প্রতিমুর্তি তোমাকে নমস্কার । তুমি আমাকে তোমার স্মরণাগত দাস ভাবো । রাজা ভোজের কাছে রক্ষিত পাথরের মূর্তির জন্য মুহাম্মদ বলবেন যে সে তো আমার এঁটো খেতে পারে । এ কথা বলে রাজা ভোজকে এরুপই অলৌকিকতা দেখাবেন । একথা শুনে ও দেখে রাজা ভোজ অত্যান্ত তাজ্জব হয়ে যাবে । আর ম্লেচ্ছধর্মে তার প্রতীতি জন্মাবে ।” (ভবিষ্য পুরাণ, খন্ড-৩, তৃতীয় অধ্যায়, প্রতিশত পর্ব, ৫-১৬ সংখ্যক শ্লোক)

(From the Bhavishwa Purana, Creation, part 3, chapter 3)

Muhammad has been described as the last Messenger of God in the Puranas. Muhammad appeared during the reign of king Bhoja. Seeing a world-wide decline of religion, King Bhoja went to Arabia.

There he met a Mlechcha Master called Muhammad, whom he found surrounded by his companions. The King washed the great Sage of the desert with water from the Ganges [perhaps meaning holy water]; anointed him with sandal-wood paste mixed with the five products of the cow (viz. milk, coagulated milk, butter, liquid and solid excreta); and thereby pleased Lord Shiva. In paying his obeisance he said, “ ‘O’ Master of the desert, destroyer of the monsters, versed in the highest knowledge, protected by the Mlechchas, pure and true, embodiment of conscious and joyful beneficence, mysalutations to you! Accept me, one whose plase is under your feet, as your slave!”-Verses 15-17)

King Bhoja had an idol with him made of stone. When Muhammad saw that, he said, “one whom you worship, eats my left-overs.” Saying this, he did indeed feed the idol with his left-overs. When he heard and saw this, King Bhoja was bewildered. He then accepted the Mlechcha religion. Verses 15-17.

During the night, Angel appeared in the garb of a demon, and addressed King Bhoja, “ ‘O’ King! Even though your religion is the

best of all religions, from now on, I will name it as a demonic religion, by the command of God. From now on, the one who has got his foreskin removed, who does not wear a tiki, who is bearded, and who invites loudly (i.e. gives Azaan to call to prayers), will be dear to me. He will eat of clean animals. He will rid all religions of their superstitions. This will be my religion.” Having said this, the Angel disappeared.- Verses 23-28.

The word Ahmad is so exalted that it has been used in the Rigveda (8:6:10), in the Atharvaveda (20:11:1), in the Samveda (verse 152 and 1500) and in the Bhaviswa Purana, Creation, part 3, chapter 4.

In addition to that, the word Allah has been used in the Rigveda. (9:67:30 and 3:30:10).

ভবিষ্যপুরানে আছে,

“লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষকঃ ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জমোমম ।।২৫
বিনা কৌলংচ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম ।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি ।। ২৬
তস্মানুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্ম্ম দূষকাঃ ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ ।।২৭”

(ভবিষ্য পুরাণ, শ্লোক ঃ ১০-১৭)

অর্থাৎ “আমার অনুসরণকারী লিঙ্গের ত্বকছেদন (খতনা) করবে । সে টিকিহীন ও দাড়ি বিশিষ্ট হবে; সে এক বিপ্লব আনবে । সে উচ্চস্বরে ধ্বনি (আজান) করবে । সে সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য (হালাল দ্রব্য) ভক্ষণ করবে; সে শূকর মাংস আহার করবে না । সে তৃণলতা দ্বারা পূত পবিত্র হবে । ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে মুসলমান নামে পরিচিত হবে । আমার দ্বারা এই মাংসহারীদের ধর্ম স্থাপিত হবে ।”

সামবেদে আছে,

"মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃত্তিতা ।
বৃষনাং বক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচস্মৃতা ।"

অর্থাৎ "যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ আক্ষর 'দ' এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করবেন, তিনিই হবেন বেদ অনুযায়ী ঋষি ।" (The devota whose name starts a 'ma' and ends with a 'Da' and who re-estabishes the tradition of eating beef, According to the Vedas he is the man who is highly adorable.)

বেদে আরও বলা হয়েছে,

লা ইলহা হরতি পাপম
ইল্ল ইলহা পরম পব্দম
জন্ম বৈকুণ্ঠ পর অপ ইনতিত
জপি নাম মুহাম্মাদম ।
(উত্তরায়ন বেদ, অনকহি পরিচ্ছেদ, পঞ্চম অধ্যায়)

অর্থাৎ 'লা ইলহা' বললে সব পাপ মাফ হয়ে যায় । 'ইল্লাল্লা' বললে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হওয়া যায় । যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মোহম্মাদের নাম জপ কর ।

ইসলামের মতো বেদে আরও বলা হয়েছে, "হোতার মিন্দ্রো, হোতার মিন্দ্রো, মহাসুরিন্দ্রা অল্ল জ্যেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠং পরমপূর্ণ ব্রম্ভনং অল্লাম, আল্লহ রসল্ল মুহাম্মাদরং কং বরস্য অল্ল অল্লাম, আব্দুল্লাহ বুক মেকং আল্লাহ নির্মাত কম ।"

অর্থাৎ "আমার অস্তিত্ব আছে । আমার অস্তিত্ব আছে । আমি আল্লাহ জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পরমপূর্ণ ব্রম্ভা । আমি আল্লাহ । আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদের তুল্য আর কে আছে ? আমি আল্লাহ সহ অবিনশ্বর এক এবং স্বয়ম্ভু ।" (অথর্ববেদ : উপনিষদ অল্লপ নিয়ম পরিচ্ছেদ)

ALLOPANISHAT.

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते । इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्ददुः ।
हयामित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो
होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अल्लोज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥ २ ॥
अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आदल्लाबूकमेककम् ॥ अल्लाबूक
निखातकम् ॥ ४ ॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अल्ला सूर्य्य चन्द्र सर्व नक्षत्राः ॥ ५ ॥
अल्ला ऋषीणां सर्व दिव्याँ । इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ अल्लः पृथिव्या
अन्तरिक्षं विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्लाँ । कबर इल्लाँ । कबर इल्लाँ । इल्लल्लेति इल्लल्लाः
॥ ८ ॥ ओम् अल्लाइल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वणा श्यामा हुं ह्रीं जनान्
पशूनसिद्धान् जलचरान् अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ असुर संहारिणी हुं ह्रीं
अल्लोरसूल महमदरकबरस्य अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्लाः ॥ १० ॥

''अथाल्लोपनिषद्र व्याख्यास्यामः।

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि भत्ते।

इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्ददुः।

हमा मित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः।।1।।

होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः।

अल्लो ज्येष्ठं परमं पूर्ण ब्राह्मणं अल्लाम्।।2।।

अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम्।।3।।

आदल्लाबूकमेककम्। अल्लाबूक निखातकम्।।4।।

अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा। अल्ला सूर्य्यचन्द्रसर्वनक्षत्राः।।5।।

अल्ला ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षाः।।6।।

अल्लः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम्।।7।।

इल्लां कबर इल्लां कबर इल्लां इल्लल्लेति इल्लल्लाः।।8।।

ओम् अल्लाइल्लल्ला अनादिस्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हुं ह्रीं जनानपशूनसिद्धान्
जलचरान् अदृष्टं कुरु कुरु फट्।।9।।

असुरसंहारिणी हुं ह्रीं अल्लोरसूलमहमदरकबरस्य अल्लो अल्लाम् इल्लल्लेति
इल्लल्लाः।।10।।

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता।।

বেদের সারাংশ উপনিষদে আছে, "আল্লহ রসল্ল মুহাম্মাদ কং বরস্য" অর্থাৎ আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ তোমাদের বরনীয়।

কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

সংস্কৃত ভাষায় প্রখ্যাত জ্ঞানী ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর একটি প্রচারপত্রে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কল্কি অবতার বলেছেন । কল্কি এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বৈশিষ্টকে তুলনামূলক অধ্যায়ন করে ড. উপাধ্যায় এটা প্রমাণ করেছেন যে কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । সেই প্রচারপত্রের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

“বৈজ্ঞানিক আনবিক বিস্ফোরণের দ্বারা বিশ্বের যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে তা তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ একমাত্র ধর্মীয় একতার দ্বারাই সম্ভব । জলে বসবাস করে কুমিরের সাথে শত্রুতা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । সেজন্য আমি ধর্মীয় আধারকে গ্রহণ করেছি । রাষ্ট্রীয় একতার প্রচারকগণ নিশ্চয় এতে কোন আপত্তি করবেন না । একমাত্র কূপমণ্ডক সংকীর্নমনা হীন চরিত্রের ব্যক্তি আপত্তি করতে পারে ।”...... “আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আমার এই গ্রন্থ অধ্যায়ন করার ফলে সর্বভারতীয় সমাজ তথা লিখিল বিশ্বে সার্বিক একতা গড়ে উঠবে এবং ধর্মীয় কলহ ও দ্বন্দ দূরীভূত হবে ।”

এখানে সেই প্রচারপত্রের কিছু বিশেষ অংশ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সেই সম্পর্কিত কিছু তথ্য পেশ করা হচ্ছে ।

অবতার শব্দের অর্থ

‘অবতার’ শব্দ ‘অব’ এর ‘তৃ’ ধাতুতে ঘঞ প্রত্যয় যোগ করে উৎপন্ন হয়েছে । অবতার শব্দের অর্থ হল পৃথিবীতে আগমন । ‘ঈশ্বরের অবতার’ শব্দের অর্থ হল সকলকে ঐশী প্রত্যদেশ সম্পর্কে জ্ঞান দানকারী এমন মহান ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন । কল্কি অবতারকে ঈশ্বরের অন্তিম অবতার বলা হয়েছে । ‘ঈশ্বরের অবতার’ শব্দে ‘এর’ শব্দ সম্বন্ধসূচক চিহ্ন । অতএব এটা প্রকাশ্য যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির পৃথিবীতে অবতীর্ন হওয়া । ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী কারা ? তার ভক্তের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে । ঋগ্বেদের মধ্যে এইরকম ব্যক্তিকে ‘কীরি’ বলা হয়েছে । বাংলায় এবং হিন্দীতে ‘কীরি’ শব্দের অর্থ হল ‘ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত’ এবং এর আরবী

অনুবাদ হল 'আহমদ' । কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসিত 'কীরি' বা 'আহমদ' কি একটাই শব্দ নয় । প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতার এসেছেন কিন্তু একটি মাত্র অবতার দ্বারা সারা বিশ্বের কল্যান সম্ভব হতে পারে না । কুরআন শরীফে আছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসুল বা অবতার পাঠানো হয়েছে । তবে অন্তিম অবতার কল্কির মধ্যে আলাদা বিশেষন রয়েছে । তিনি পৃথিবীর কোন একটি সম্প্রদায়ের জন্য নয় বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন ।

যখন মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে অধর্মের দিকে চালিত হয় বা ধর্মকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী বিকৃত করে দেয় তখন মানুষকে পুনরায় সঠিক পথ দেখাবার জন্য ঈশ্বর অবতার বা পয়গম্বর প্রেরণ করেন ।

অন্তিম অবতারের লক্ষণ

কল্কি অবতারের আগমনের সময় সেই সময়কে বলা হয়েছে যখন বর্বরতার সাম্রাজ্য হবে । লোকেদের মধ্যে হিংসা এবং অরাজকতা বিরাজ করবে । গাছের মধ্যে কোন ফল বা ফুল থাকবে না । যদি ফল ফুল হয়েও থাকে তবে খুব কম হবে । মানুষকে খুন করে তাদের সম্পত্তি লুন্ঠন করা হবে এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে । এক ঈশ্বরকে ছেড়ে বহু দেব দেবীর উপাসনা করা হবে । গাছপালাকে ভগবান মানার প্রবৃত্তি মানুষের মনে তৈরী হবে, ভালো কাজের আড়ালে খারাপ কাজ করার প্রবৃত্তি তৈরী হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদিতে ভরে যাবে । ঠিক সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছিল ।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে রোমান এবং পারসীয়ান সাম্রাজ্যের যে জঘন্য পরিস্থিতি ছিল এত খারাপ পরিস্থিতি আর কখনো ছিল না । বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ক্ষীণ হয়ে যাবার ফলে শাসন ব্যাবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল । পাদ্রীদের দুষ্কর্মের জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পড়েছিল । পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং শত্রুতার জন্য পরিস্থিতি একেবারে ক্ষীন হয়ে পড়েছিল । সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছিল । ইসলাম ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ থেকে অনেক দুরে ছিল । এই ধর্মের ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল যে তুফানের গতিতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দী বহু সাম্রজ্যকে, শাসকদিগকে এবং সামাজিক কুপ্রথাকে এমনভাবে উড়িয়ে দেবে ঝঞ্ঝা যেরকম মাটিকে উড়িয়ে দেয় । এই কথা সেল সাহেব কুরআন শরীফের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, "গির্জার পাদ্রীরা ধর্মকে

টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রকার শান্তি প্রেম এবং যা কিছু ভাল ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । লোকেরা মূল ধর্ম ভুলে গিয়েছিল ।

ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেরাই বিভিন্ন বিচারধারা তৈরী করে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত ছিল । এই ধরাপৃষ্ঠে রোমান গির্জাঘরের মধ্যে ধর্মের নামে ভ্রান্ত মতবাদ প্রসারিত হতে শুরু হয় এবং নির্লজ্যভাবে মূর্তীপুজা করা হয় ।” এর ফলস্বরুপ একটি ঈশ্বরের স্থানে তিনজন ঈশ্বরের পুজা শুরু হয় এবং হযরত মরিয়ম (আঃ) ঈশ্বরের মা বলে মনে করা হয় । অজ্ঞতার এই সময়ে আল্লাহ নিজের অন্তিম রসুল (অবতার) প্রেরণ করেন ।

এখানে দ্বিতীয় কথা হল, অন্তিম অবতার সেই সময় আসবেন যখন যুদ্ধের সময় তরবারির ব্যাবহার করা হয় এবং ঘোড়ার উপর যাতায়াত হবে । ভগবত পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘দেবতার দ্বারা প্রদত্ত দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করে আটটি ঐশ্বর্যে এবং পরিপূর্ণ সেই জগৎপতি দুষ্টদেরকে দমন করবেন ।’ তরবারি এবং ঘোড়ার যুগ তো এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে । আজ থেকে প্রায় চোদ্দশত বছর আগে ঘোড়া এবং তরবারীর ব্যবহার করা হত । এর একশত বছর পর বারুদের নির্মান সোডা এবং কয়ালার সংমিশ্রনে হয় । বর্তমান যুগে ঘোড়া এবং তরবারীর জায়গায় টেঙ্ক এবং মিশাইল ব্যাবহার করা হয় ।

কল্কি অবতারের স্থান

কল্কি পুরাণ এবং ভগবত পুরাণে কল্কি অবতারের জন্মস্থান শম্ভল নামক গ্রামে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে প্রথমে এটা নিশ্চিত করা উচিৎ যে শম্ভল কোন গ্রমের নাম না কোন গ্রামের বৈশিষ্ট । ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী ‘শম্ভল’ কোন গ্রামের নাম হতে পারে না, কেননা যদি শম্ভল কোন গ্রামের নাম হত তাহলে তার সেই গ্রামের অবস্থান সম্পর্কেও বলা হত । ভারতে খোঁজাখুজির পর যদি শম্ভল নামক কোন গ্রামের নাম পাওয়াও যায় তাহলে সেখানে প্রায় পনেরোশত বছর আগে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেনি যনি মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ন হয়েছেন । তাহলে অন্তিম অবতার তো কোন খেলার বস্তু নয় যে তিনি অবতারিত হবেন এবং সমাজে কোন পরিবর্তন হবে না, অতএব শম্ভল শব্দের বৈশিষ্ট মেনে নিয়ে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিচার করা প্রয়োজনীয়,

১) ‘শম্ভল’ শব্দ ‘শন’ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ যে স্থানে শান্তি লাভ হয় ।

২) সম্ উপসর্গ পৃথক 'ব' ধাতুতে অপ্ প্রত্যয় যোগ করে 'সংবর' হয়েছে । 'অবয়োর ভেদঃ' এবং 'য়লযোর ভেদঃ' এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শম্ভল উৎপন্ন হয়েছে । যার অর্থ হল - 'যা নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করে অথবা যার দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করা হয় ।'

৩) নির্ঘন্টের (১/১২/৮৮) উদকনামা অধ্যায়ে 'শম্ভর' শব্দ লেখা আছে । 'র' এবং 'ল' এর মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য না থাকার জন্য 'শম্ভল' এর অর্থ হবে - জলের সমীপবর্তী স্থান ।

ঠিক সেই রকম সেই স্থানের আসেপাশে জল থাকবে এবং সেই স্থান অত্যন্ত আকর্ষিত এবং শান্তিদায় হবে, সেই জায়গাটাই হল সম্ভল । অবতারের স্থান পবিত্র হয় । 'শম্ভল' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল - শান্তির জায়গা । মক্কাকে আরবীতে 'দারুল আমান' বলা হয়, যার অর্থ হল শান্তির ঘর । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কর্মস্থল ছিল মক্কা ।

জন্ম তিথি

কল্কি পুরাণে অন্তিম অবতারের জন্মের উল্লেখও করা হয়েছে । সেই পুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৫ নং শ্লোকে আছে,

"দ্বাদশ্যাং শুক্ল পক্ষস্য, মাধবে মাসি মাধবম্ ।
জাতো দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ ।।"

অর্থাৎ "যার জন্ম নেওয়ার ফলে দুখী মানবজাতির কল্যান হবে, তার জন্ম হবে বসন্ত কালের শুক্লপক্ষে এবং রবিশষ্যের সময়ে চাঁদের ১২ তারিখে ।"

অন্য একটি শ্লোকে আছে, কল্কি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশ নামক পুরোহিতের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করবেন । পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মও ১২ রবিউল আওয়াল হয়েছিল । রবিউল আওয়াল শব্দের অর্থ হল ঃ মাধব মাস বা বসন্ত কাল । তিনি মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন । কল্কি অবতারের পিতার নাম বিষ্ণুযশ বলা হয়েছে, আর হযরত মুহাম্মাদের পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ । বিষ্ণুযশ শব্দের যা অর্থ আব্দুল্লাহ শব্দেরও তাই অর্থ । বিষ্ণু মানে আল্লাহ এবং যশ মানে হল বান্দা = অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা = আব্দুল্লাহ ।

অনুরুপ কল্কি অবতারের মায়ের নাম বলা হয়েছে সুমতি, যার অর্থ হল ঃ শান্তি এবং মননশীল স্বভাবযুক্তা । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মায়ের নাম ছিল আমীনা, যার অর্থ হল ঃ শান্তিময়ী ।

অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট

কল্কি অবতারের বৈশিষ্টের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনচরিতের সাথে হুবহু মিলে যায় । এই বৈশিষ্টগুলোকে তুলনামূলকভাবে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে,

কল্কি অবতারের বৈশিষ্টের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনচরিতের সাথে হুবহু মিলে যায় । এই বৈশিষ্টগুলোকে তুলনামূলকভাবে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে,

১) অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী ঃ আগেই বলা হয়েছে যে ভগবৎপুরাণে কল্কি অবতারের ব্যাপারে অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি এমন ঘোড়ায় আরোহন করবেন যেটা খুব দ্রুতগামী হবে এবং তা দেবতা প্রদত্ত হবে । তরবারীর দ্বারা তিনি দুষ্টের দমন করবেন । ঘোড়ায় আরোহন করে তিনি দুষ্টের দমন করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেও ফেরেস্তা দ্বারা ঘোড়া দান করা হয়েছিল, যার মান ছিল বুরাক । তাতে চড়ে অন্তিম রসুল রাত্রি বেলায় তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন । তাকে ‘মিরাজ’ বলা হয় । এই রাতি তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসেও (জেরুজালেম) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।

ঘোড়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রিয় জন্তু ছিল । তাঁরা কাছে সাতটি ঘোড়া ছিল । হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ঘোড়ায় আরোহন করে গলায় তরবারী ঝুলানো অবস্থায় দেখেছি । তাঁর কাছে ৯ টি তরবারী ছিল । বংশ পরম্পরায় তিনি জুলফিকার, কালীয়া নামক তরবারী পেয়েছিলেন ।

২) দুষ্টের দমন ঃ কল্কি অবতারের মুখ্য বৈশিষ্টের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট হল যে তিনি দুষ্টকে দমন করবেন । ধর্মের প্রচার এবং দুষ্টকে দমন করার জন্য আকাশ থেকে দেবতাগণ অবতরণ করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দুষ্টদের দমন করেন । তিনি ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, এবং দুর্বৃত্তগণকে সংশোধন করে মানবতার শিক্ষা দান

করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের সংশোধন করে সুন্দর সংস্কারে সমাজে থাকার উপযোগি বানান । একেশ্বরবাদের সাথে সাথে তিনি সমস্ত দেবতাদের তালগোল পাকানো ব্যাবস্থাকে খন্ডন করেন এবং বলেন যে ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয় বরং এটা সনাতন ধর্ম । দুষ্টকে দমন করার সময় তাঁকে ফেরেস্তাদের দ্বারা সাহায্য করা হয় । কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহ তোমাকে বদরের যুদ্ধে সহযোগিতা করেন এবং তোমরা সংখ্যায় খুব কম ছিলে, তাহলে তোমাদের উচিৎ যে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা । যখন তোমরা মোমেনদিগকে বলছিলে যে আল্লাহ যে তোমাদেরকে তিন হাজার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করেছেন তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? বরং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার বিশিষ্ট ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন ।

সুরা আহযাব এর মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ঐশ্বরিক ভাবে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে । এই সুরার ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর সেই কৃপাকে স্মরণ কর যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সেনা এসেছিল তখন আমরাও তাদের বিরুদ্ধে আকাশপথে সেনা প্রেরণ করি, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি আর যা কিছু তোমরা করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন ।" এইভাবে দুষ্টকে নাশ করার জন্য ঈশ্বর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সাহায্য করার জন্য নিজের ফেরেস্তা এবং সেনা প্রেরণ করেন ।

৩) জগদপতি বা জগদগুরু ঃ পতি শব্দ 'পা' (রক্ষা করা) ধাতুর সাথে উতি প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হয়েছে । জগৎ শব্দের অর্থ হল ব্রম্ভান্ত । অতএব জগদপতি শব্দের অর্থ হল সমগ্র ব্রম্ভান্ডের রক্ষাকারী । ভগবৎপুরাণে কল্কি অবতারকে জগদপতি বলা হয়েছে ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জগদপতি বা জগদগুরু ছিলেন, কেননা তিনি পতনশীল সমাজকে ধ্বংশের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন । সেগুলোকে রক্ষা করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন । কুরআন শরীফে আছে : "হে মুহাম্মাদ ঘোষনা করে দাও তুমি সমগ্র বিশ্ব জাহানের নবী ।" অন্য জায়গায় আছে : "অত্যন্ত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন যাতে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রম্ভান্ডকে পাপ থেকে ভীতি প্রদর্শ করতে পারেন ।"

৪) চারজন ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ঃ কল্কি পুরাণ অনুযায়ী চারজন ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে কল্কি কলি (শয়তান) দমন করবেন ।

মুহাম্মাদ (সাঃ)ও চারজন সঙ্গীর সহযোগিতায় শয়তানকে দমন করেন । সেই চার সাথী যথাক্রমে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান গনী (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ।

৫) অন্তিম অবতার ঃ কল্কিকে অন্তিম যুগের অন্তিম অবতার বলা হয়েছে । মুহাম্মাদ (সাঃ)ও ঘোষনা করেছিলেন যে আমি অন্তিম রসুল ।

'বাচস্পত্যম' এবং 'শব্দকল্পতরু' গ্রন্থে কল্কি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে যে আনার বা ডালিম ফল ভক্ষণকারী এবং কলঙ্ক ধৌতকারী । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও ডালিম বা খেজুর ফল খেতেন এবং তিনি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত অংশীবাদীতা (শির্ক) এবং নাস্তিকতা (কুফর)কে ধৌত করেন ।

৬) উপদেশ এবং উত্তর দিকে গমন ঃ কল্কি জন্মগ্রহণের পর পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন এবং সেখানে তিনি পরশুরামের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করবেন । পরে তিনি উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও জন্মের কিছু দিন পরে পাহাড়ে (হেরা গুহায়) চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞান অর্জন করেন । তারপর তিনি উত্তরে মদীনা গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিন দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের স্থানকে জয় করেন । পুরাণে কল্কি অবতারের ব্যাপারে এই কথাই লেখা আছে ।

৭) আটটি গুনে গুণান্বিত ঃ কল্কি অবতারকে ভগবৎপুরাণের ১২ শ স্কন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে 'অষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ' (আটটি গুণে গুণান্বিত) বলা হয়েছে । এই আটটি ঈশ্বরীয় গুণ মহাভারতেও উল্লেখ করা হয়েছে, সেই গুণগুলি হল যথাক্রমে,

(ক) তিনি মহান জ্ঞানী হবেন ।
(খ) তিনি উচ্চ বংশীয় হবেন ।
(গ) তিনি ইন্দ্রিয় দমনকারী হবেন ।
(ঘ) তিনি শ্রুতিজ্ঞানী হবেন ।
(ঙ) তিনি পরাক্রমী হবেন ।

(চ) তিনি অল্পভাষী হবেন ।
(ছ) তিনি দানী হবেন ।
(জ) কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন ।

এখন আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এই গুণগুলিকে নিয়ে যথাক্রমে আলোচনা করব । মুহাম্মাদ (সাঃ) মহান জ্ঞানী ছিলেন । তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা গভীর ছিল ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করেন যা হুবহু সত্য বলে প্রমাণ হয় ।

আগেই বলা হয়েছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে রোমবাসীরা প্রথমে হেরে যাবে এবং পরে বিজয় লাভ করবে । তাঁর দুরদর্শীতার অনেক উদাহরণ রয়েছে যাতে তাঁর উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে বোঝা যায় ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) উচ্চ বংশে জন্মলাভ করেন । তাঁর জন্ম কোরেশ বংশে বনু হাশিম পরিবারে হয়েছিল যাঁরা আরবদের নিকট সম্মানীয় এবং কাবার পরম্পরাগত ভাবে সংরক্ষক ছিলেন ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ইন্দ্রিয়দমনের ও আত্মনিয়ন্ত্রনের গুণও ঐশ্বরিকভাবে দেওয়া হয়েছিল । তিনি আত্মপ্রশংসা থেকে দুরে থাকতেন এবং তিনি দয়ালু, শান্ত, ইন্দ্রজীৎ এবং উদার ছিলেন ।

তিনি শ্রুতিজ্ঞানীও ছিলেন । শ্রুত এর অর্থ হল, ‘যিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান এবং ঋষিদের দ্বারা শুনতে পান ।’ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর জিব্রাইল নামক ফেরেস্তার মাধ্যমে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রদান করা হত । লেনপুল নিজের পুস্তক “Introduction; Speeches of Muhammad” এর মধ্যে লিখেছেন যে মুহাম্মাদ (সাঃ) দেবদুতের সহযোগিতায় ঈশ্বরীয় বাণী প্রেরণ করার ঘটনা একেবারে নিঃসন্দেহে সত্য । স্যর উইলিয়াম ম্যুরও লিখেছেন যে তিনি (মুহাম্মাদ) ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন ।

আটটি গুণের মধ্যে পঞ্চম গুণ হল পরাক্রমশীলতা । রসুলুল্লাহ (সাঃ) যথেষ্ট পরাক্রমশালী ছিলেন । তাঁর এই পরাক্রমশীলতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটা হল,

‘কোরেশ বংশীয় রুকানা পালোয়ান একটি গুহার মধ্যে উপস্থিত ছিল । তাকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঈশ্বরকে ভয় না করার এবং তার উপর বিশ্বাস না করার কারণ জানতে চায়লেন । তখন পালোয়ান ঈশ্বরের সত্যতার ব্যাপারে জানতে চায়লেন । তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, তুমি বড় বীরপুরুষ, যদি তোমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি তাহলে তুমি (আল্লাহকে) বিশ্বাস করবে ? রুকানা তাতে রাজী হয়ে গেল । তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে হারিয়ে দিলেন । (আল্লামা কাজী সালমান মনসুরপুরী তাঁর নবীর জীবনী গ্রন্থ ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ এর মধ্যে ‘শিফা’ নামক পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রুকানাকে তিনবার পরাস্ত করেন, তবুও রুকানা পালোয়ান হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে পয়গম্বর বলে মানেনি এবং ঈশ্বরকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি ।

আটটি গুণের মধ্যে অল্পভাষীও হল একটি গুণ । আল্লাহর রসুল (সাঃ) কম কথা বলতেন । অধিক সময় তিনি চুপ থাকতেন কিন্তু তিনি যা বলতেন তা এতই প্রভাবশালী ছিল যে লোকেরা তা কখনো ভূলত না ।

দান করা মহাপুরুষের একটি অন্যতম মহান গুণ । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দানকার্য থেকে কখনো পিছু হাটতেন না । সেইজন্য তাঁর ঘরে গরীব লোকের ভীড় লেগেই থাকতো । তাঁর ঘর থেকে কেও কখনো নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গুণের মধ্যে কৃতজ্ঞতাসম্পন্নও একটি মহান গুণ ছিল । তিনি কারো উপকার কখনো ভূলতেন না । আনসারদের প্রতি তাঁর বাণী কৃতজ্ঞতা সম্পন্নতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সুতরাং এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে ঐশ্বরিক আটটি গুণ ছিল ।

৮) শরীর থেকে সুগন্ধী বের হওয়া ঃ ভগবৎপুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে কল্কি অবতারের শরীরে এমন সুগন্ধী বের হবে যাতে লোকেরা মোহিত হয়ে যাবে । তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধী বের হয়ে লোকেদের মনকে নির্মল করে দেবে । শামায়েলে তিরমিযী নাম গ্রন্থে লেখা আছে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর

শরীরে খুশবু বের হওয়াটাতো প্রসিদ্ধ বটেই বরং মুহাম্মাদ (সাঃ) যাঁর সঙ্গে হাত মেলাতেন তার হাত থেকেও সারাদিন সুগন্ধী বের হত।

একবার হযরত উম্মে সুলৈত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শরীরের ঘামকে জমা করেন। নবী (সাঃ) এর জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমরা এই ঘামকে সুগন্ধীর সঙ্গে মিশ্রন করে দিই কেননা এই ঘাম সমস্ত সুগন্ধীদ্রব্যের থেকেও উত্তম।

৯) অনুপম এবং কান্তিময় হওয়া ঃ কল্কি অবতার অনুপম এবং কান্তিময় হবেন। বুখারী শরীফের হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সাঃ) সমস্ত ব্যাক্তিদের থেকেও সুন্দর ছিলেন এবং সকলের থেকে অধিক মার্যাদাবান এবং যোদ্ধা ছিলেন। স্যর উইলিয়াম ম্যুরও মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অতি রুপবান, পরাক্রমী এবং দানী বলেছেন।

১০) ঐশ্বরিক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া ঃ ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় 'কল্কি অবতার আউর মুহাম্মাদ সাহব' এর ৫০, ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'কল্কির ব্যাপারে ভারতে একথা প্রসিদ্ধ যে তিনি যে ধর্ম স্থাপন করবেন সেটা হবে বৈদিক ধর্ম এবং তাঁর দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা হবে ঐশ্বরি শিক্ষা। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অবতারিত কুরআন হল ঐশ্বরিক বাণী, এটা তো সকলের কাছে স্পষ্ট, যদিও হঠকারী লোক তা মানে না। কুরআনে যে নীতি, সদাচার, প্রেম, উপকারীতা ইত্যাদির ব্যাপারে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে তা বেদের মধ্যেও রয়েছে। কুরআন শরীফে মূর্তী পুজার খন্ডন করা হয়েছে, একেশ্বরবাদের (তওহীদ) শিক্ষা, পরস্পরের প্রতি প্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বেদের মধ্যে 'একম্ সত' বা বিশ্ববন্ধুত্বের ঘোষনা করা হয়েছে। বেদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কুরআনের শিক্ষা দ্বারা মুসলমান দিনে পাঁচবার নামায পড়া বাধ্যতামূলক পক্ষান্তরে ব্রাম্ভনবর্গের বিরলে লোকেরাই ত্রিকাল সান্ধ কারীরা মিলিত হবে।

এখানে এই কথা অবশ্যই বলা উচিৎ যে বেদ এবং কুরআনের শিক্ষার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, বেদ, গীতা, এবং স্মৃতি গ্রন্থে এক ঈশ্বরের ভক্তির আদেশ করা হয়েছে এবং নিজের খারাপ কাজের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যও সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে আছে, ঃ "হে নবী ! আপনি বলে দিন, আমি তোদেরই মতো একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহি করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। অতএব তুমি তাঁরই পথ দৃঢভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ড. উপাধ্যায়

বলেছেন যে কল্কি এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে যে অভুতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি পেয়েছি তা দেখে তা দেখে আশ্চর্য হই যে যে কল্কির প্রতিক্ষায় ভারতীয়রা বসে আছে, তিনি চলে এসেছেন এবং তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাহব ।

উপনিষদেও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিবরণ

উপনিষদের মধ্যেও মুহাম্মাদ সাহেবের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায় । নাগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সম্পাদিত বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খন্ডে উপনিষদের সেইসব শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কিত রয়েছে । এর মধ্যে কিছু মুখ্য শ্লোক এবং তার অর্থ নিচে দেওয়া হল যাতে পাঠক এর বাস্তবতা বুঝতে পারেন ।

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্ত ।
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পূনর্দুদঃ ।
হয়ামিত্রৌ ইল্লাং ইল্লল্লে ইল্লাং বরুণৌ মিত্রস্তেজস্কামঃ ।।১।।
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্টং পরমং পূর্ণ ব্রাম্ভণং অল্লাং ।।২।।
অল্লো রসুল মহামদ রকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ।।৩।।
(অল্লোপনিষদ, ১,২,৩)

অর্থাৎ “এই উপাস্যের নাম আল্লাহ । তিনি এক । মিত্র, বরুণ হল তার বিশেষন । বাস্তবে আল্লাহই হলেন বরুন তিনি সমস্ত সৃষ্টির বাদশাহ । বন্ধুগণ ! সেই আল্লাহকেই নিজের উপস্য মনে করো । তিনিই বরুণ এবং একজন বন্ধুর মতো সমস্ত লোকের কাজ করান । তিনিই ইন্দ্র, শ্রেষ্ট ইন্দ্র । আল্লাহ সবার থেকে বড়, সবথেকে উত্তম, সবথেকে পূর্ণ এবং সবথেকে বেশী পবিত্র । মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর শ্রেষ্ট রসুল । আল্লাহ আদি অন্ত এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা । সমস্ত ভাল কাজ আল্লাহর জন্যই । বাস্তবে আল্লাহই সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন ।”

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা এটা নির্বিচিত্রে স্পষ্ট যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন এক এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক (পয়গম্বর) । এই উপনিষদের অন্য শ্লোকেও ইসলাম এবং পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে । এই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে,

আদল্লা বুক মেককম্ । অল্লবুক নিখাদকম্ ।।৪।।
অলো যজ্ঞেন হুত হুত্বা অল্লা সূর্য চন্দ্র সর্বনক্ষত্রা ঃ ।।৫।।
অল্লো ঋষিনাং সর্ব দিব্যাং ইন্দ্রায় পূর্ব মায়া পরমন্তরিক্ষা ।।৬।।
অল্লহঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরুপম্ ।।৭।।
ইল্লাংকবর ইল্লাংকবর ইল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ।।৮।।
ঔম্ অল্লা ইল্লল্লা অনাদি স্বরুপায় অথর্বণ শ্যামা হুহ্রি জনান পশূন সিদ্ধান জলবারন্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট ।।৯।।
অসুরসংহারিণী হৃং হ্রিং অল্লো রসুল মহমদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা ।।১০।।

(অল্লোউনিষদ)

অর্থাৎ "আল্লাহ সমস্ত ঋষি পাঠিয়েছেন এবং চন্দ্রমা, সূর্য এবং তারাকে সৃষ্টি করেন । তিনিই সমস্ত ঋষি পাঠিয়েছেন এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ ব্রম্ভান্ড (জমীন এবং আকাশ) সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ শ্রেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । হে পুজারী ! তুমি বলে দাও, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই । আল্লাহ অনাদি । তিনি সমস্ত বিশ্বের পালনকর্তা । মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল (বার্তাবাহক), যিনি এই বিশ্বের পালনকর্তা । অতএব ঘোষনা করে দাও আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই ।"

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয় এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে যে অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রমাণিত হন । 'বুদ্ধ' বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় ঋষিকে বলা হয় । গৌতম বুদ্ধ তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের প্রিয় শিষ্য আনন্দাকে বলেন, "হে নন্দা ! এই বিশ্বে আমি প্রথম বুদ্ধও নই এবং অন্তিম বুদ্ধও নই । এই জগৎকে সত্য এবং পরোপকারের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি সময়ে একজন অন্তিম বুদ্ধের আগমন হবে । তিনি পবিত্র অন্তকরণের অধীকারী হবেন । তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হবে । জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত লোকেদের নায়ক হবেন । যেরকম আমি বিশ্বকে অনশ্বর সত্যের শিক্ষা দিয়েছি ঠিক সেই রকম তিনিও বিশ্বকে সত্যের শিক্ষা

দান করবেন । বিশ্বকে তিনি এবং জীবনদর্শনের শিক্ষা দান করবেন যা শুদ্ধ এবং পূর্ণ হবে । হে নন্দা ! তাঁর নাম হবে মৈত্রেয় ।” ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ হল, ‘বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত’ । বুদ্ধ মানবজাতিরই হন, দেবতা হননা । মৈত্রেয় শব্দের অর্থ হল, ‘দয়া দ্বারা যুক্ত’ ।

মৈত্রেয়র সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সামঞ্জস্যতা

অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র মধ্যে বুদ্ধে সমস্ত বৈশিষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক । বুদ্ধের মুখ্য বৈশিষ্টগুলি হল,

১) তাঁরা ঐশর্যশালী এবং ধনশালী হবেন ।
২) তাঁরা সন্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন ।
৩) তাঁরা স্ত্রী এবং শাসনকার্যে যুক্ত থাকবেন ।
৪) তাঁরা নিজের পূর্ণ আয়ুকাল বাঁচবেন ।
৫) তাঁরা নিজের কাজ স্বয়ং করবেন ।
৬) বুদ্ধরা কেবল ধর্মপ্রচারক হবেন ।
৭) যে সময় বুদ্ধ একাকী থাকেন সেই সময় ঈশ্বর তাঁর সাথীদের রুপে দেবতা এবং রাক্ষস প্রেরণ করেন ।
৮) বিশ্বে একই সময়ে কেবল একজন বুদ্ধই থাকেন ।
৯) বুদ্ধের অনুসারীরা খাঁটি হয় । যাঁদেরকে কেউ তাঁদের পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ।
১০) কোন ব্যাক্তি তাঁর গুরু হবেন না ।
১১) প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের আগের বুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং নিজের অনুসারীদেরকে ‘মার’ থেকে বাঁচাবার জন্য সাবধান করেন । মারের অর্থ হল, খারাপ কাজ এবং বিনাশ প্রসারণকারী । তাঁকে শয়তান বলা হয় ।
১২) অন্যান্য পুরুষের তুলনায় বুদ্ধের গর্দানের হাড় বেশি দৃঢ় হয়, যাতে তিনি ঘাড় ঘোরাবার সময় নিজের পুরো শরীরকে হাতির মতো ঘুরিয়ে নেন ।

এছাড়াও অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র অন্য বৈশিষ্ট রয়েছে । মৈত্রেয় দয়াবান হন এবং তাঁকে বোধী বৃক্ষের নীচে সভার আয়োজনকারীও বলা হয়েছে । এই বৃক্ষের নীচে বুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্তি হয় ।

ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে এই সব বৈশিষ্ট হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবনের সঙ্গে মিলে যায় অর্থাৎ অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয় হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । ড. উপাধ্যায় দ্বারা এই বিষয়ে প্রস্তুত করা তথ্য হুবহু নীচে বর্ণনা করা হল,

কুরআন শরীফে মুহাম্মাদ সাহেবকে ঐশ্বর্যবান এবং ধনবান হওয়ার ব্যাপারে ঐশ্বীবাণী রয়েছে যে, 'তুমি প্রথমে নির্ধন ছিলে, পরে তোমাকে ধনী (সম্পদশালী) করা হয়েছ ।' মুহাম্মাদ সাহেব ঋষি পদের প্রাপ্তির বহু আগেই ধনী হয়ে গিয়েছিলেন । মুহাম্মাদ সাহেবর নিকট প্রচুর ঘোড়া ছিল । তাঁর যানবাহনের জন্য 'আলকাসবা' নামক প্রসিদ্ধ উঁটনী ছিল যার উপর চড়ে তিনি মদীনা গিয়েছিলেন এবং কুড়িটি উঁটনী তাঁর ছিল । এই উঁটের দুধ মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সন্তানদের পান করার জন্য যথেষ্ট ছিল, এই সঙ্গে তাঁর অতিথীদের জন্যও সেই দুধ যথেষ্ট ছিল । উঁটনীর দুধ মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সন্তানদের জন্য মুখ্য আহার ছিল । মুহাম্মাদ সাহেবর নিকট সাতটি ছাগল ছিল, যা দুধের মূল উৎস ছিল । মুহাম্মাদ সাহেব দুধের জন্য মোষ রাখতেন না, এর কারণ হল যে আরবে মোষ পালন হয় না । তাঁর সাতটি বাগানের খেজুর ছিল যা পরবর্তীকালে ধর্মীয় কাজের জন্য মুহাম্মাদ সাহেব দান করে দিয়েছিলেন ।

মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট তিনটি ভূমিগত সম্পত্তি ছিল যার অংশ ছিল কয়েক বিঘে জুড়ে । মুহাম্মাদ সাহেবর অধীনে বেশ কয়েকটি কুঁয়াও ছিল । এটা অবশ্যই স্মরনীয় যে আরবে কারো নিকট কুঁয়া থাকাকে বিশাল সম্পত্তির মালিক বলে গন্য করা হত । কেননা সেখানে মরুভূমির সংখ্যা বেশী । মুহাম্মাদ সাহেবের ১২ জন স্ত্রী, চার কন্যা এবং তিনটি পুত্রসন্তান ছিল । বুদ্ধের নিকট স্ত্রী এবং সন্তান থাকাটি হল দ্বিতীয় গুণ । মুহাম্মাদ সাহেবের আগে ভারতে বুদ্ধদের মধ্যে এই গুণ মানমাত্র পাওয়া যেত, কিন্তু মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট সেই গুণ ১২ গুণ বেশী ছিল ।

মুহাম্মাদ সাহেব দেশ শাসনও করেছিলেন । তিনি জীবিতকালেই বড় বড় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে তাদের উপর প্রভূত্ব কায়েম করেন । আরবের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি আগের মতো জীবনযাপন করতেন ।

মুহাম্মাদ সাহেব নিজের পূর্ণ আয়ুস্কাল জীবিত ছিলেন । ক্ষণস্থায়ী তিনি জীবনযাপন করেন নি এবং তিনি কারো দ্বারা নিহতও হননি ।

মুহাম্মাদ সাহেব নিজের কাজ স্বয়ং করতেন । তিনি সারা জীবন ধর্ম প্রচার করেন । তাঁর ধর্ম প্রচারের স্বরূপের উদ্‌ঘাটন অনেক ঐতিহাসিকরাও করেছেন ।

মুহাম্মাদ সাহেবও তাঁর পূর্ববর্তী ঋষিদের সমর্থন করেন, এই ব্যাপারে আপনারা পুরো কুরআনে লক্ষ্য করতে পারেন । উদাহরণস্বরুপ কুরআনে দ্বিতীয় সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে,

"হে ধর্মবিশ্বাসীগণ ! (মুসলমানগণ) তোমরা বল যে আমরা আল্লাহর উপর পুরো বিশ্বাস রাখি এবং যে গ্রন্থ আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যা কিছু ইব্রাহীম, ইসমাইল এবং ইয়াকুবের উপর এবং তাঁর সন্তানদের (ঋষি) উপর এবং যা কিছু মুসা (আঃ) এবং ইসা (আঃ)কে দেওয়া হয়েছে তার উপরও এবং যা কিছু অন্যান্য ঋষিদেরকে (গয়গম্বর) তাঁদের পালনকর্তার তরফ থেকে উপলব্ধি করানো হয়েছে, তার উপর আমরা বিশ্বাস স্থপন করছি এবং সেই ঋষিদের মধ্যে কোন রকমের কমবেশী মনে করি না এবং আমরা সেই একজন ঈশ্বরকে মান্যকারী ।"

মুহাম্মাদ সাহেব তাঁর অনুসারীদিগকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বার বার সাবধান করেছেন । কুরআনে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে যে শয়তানকে নিজের বন্ধু বানাবে, তাকে সে বিভ্রান্ত করে দেবে এবং নরকের কষ্টের পথের পথিক বানিয়ে দেবে ।

মুহাম্মাদ সাহেবের অনুসারীরা কখনো মুহাম্মাদ সাহেবের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচলিত না হয়ে তাঁর খাঁটি শিষ্য অথবা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন । মুহাম্মাদ সাহেবের অনুসারীরা আজীবন তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি, তাতে তাঁদের যতোই কষ্টের সম্মুখীন হতে হোক । পৃথিবীতে যে সময় মুহাম্মদ সাহেব বুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় আর অন্য কেউ বুদ্ধ ছিলেন না । মুহাম্মাদ সাহেব বুদ্ধ হওয়ার সময় সমগ্র বিশ্বের সামাজিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল ।

মুহাম্মাদ সাহেবের কোন গুরু পৃথিবীর কোন মানুষ ছিল না । মুহাম্মাদ সাহেব লেখা পড়া করেননি, সেজন্য তাঁকে 'উম্মি' বলা হয় । ঈশ্বর দ্বারা মুহাম্মাদ সাহেবের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ আয়াতের সমষ্টিই হল কুরআন । প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য বোধীবৃক্ষ থাকা আবশ্যক । কোন বুদ্ধের জন্য বোধীবৃক্ষের জন্য অশ্বত্থ, কারো জন্য বটবৃক্ষ এবং কারো জন্য উদুম্বর (গুলর) গাছের ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে ।

বুদ্ধের জন্য যে বোধীবৃক্ষের কথা বলা হয়েছে সেটা শক্ত এবং ভারি কাষ্ঠযুক্ত গাছের কথা বলা হয়েছে ।

হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট বোধীবৃক্ষরুপে হুদাইবিয়া নামক স্থানে একটি শক্ত ভার কাষ্ঠযুক্ত গাছ ছিল, যার নীচে মুহাম্মাদ (সাঃ) সভা করেছিলেন ।

'মৈত্রেয়' শব্দের অর্থ হল 'দয়া দ্বারা যুক্ত' । ১৬ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'লীডার' এর ৭ পৃষ্ঠায়, ৩ নং কলামে একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু 'মৈত্রেয়' শব্দের অর্থ 'দয়াবান' করেছেন । মুহাম্মাদ সাহেবও দয়ালু ছিলেন । সেজন্য মুহাম্মাদ সাহেবকে 'রহমাতুল্লিল আলামিন' বলা হয়েছে । যার অর্থ হল, 'সমগ্র মানবজাতির জন্য দয়াবান ।' ('নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি', পৃষ্ঠা-৫৪ থেকে ৫৮)

স্বর্গীয় বোধীবৃক্ষ বিস্তৃত ক্ষেত্রে রয়েছে । বলা হয়েছে যে বুদ্ধ স্থির দৃষ্টি দিয়ে বোধীবৃক্ষ দর্শন করেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও জান্নাতে এক বৃক্ষকে দেখেছিলেন, যা ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বিদ্যমান ছিল । সেই বৃক্ষটি এতো অংশ জুড়ে ছিল যা একজন ঘোড়সওয়ার একশত বছরেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও সেই স্বর্গীয় বৃক্ষটিকে চোখ জুড়ে দর্শন করেছিলেন ।

মৈত্রেয়র ব্যাপারে এও বলা হয়েছে যে কারো দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় তিনি নিজের শরীরের পুরোটাই ঘুরিয়ে দেন । পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাহেবও তাঁর মিত্রদের দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় নিজের পুরো শরীর ঘুরিয়ে নিতেন ।

এইভাবে এটাই প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধ গ্রন্থে যে মৈত্রেয়র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ।

জৈন ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

ড. পি. এইচ. চৌবে লিখেছেন,

"আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)কে কল্কি অবতার বলে মানি । পুরাণে এই অবতারের (পয়গম্বর) ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে কল্কি অবতার বুদ্ধের অবতারের পরে আসবেন, যাঁর জন্ম শম্ভল নামক নগরে একজন পুজারীর পরিবারে

হবে, তাঁর যান ঘোড়া এবং হাতিয়ার তরবারী হবে । তিনি সমগ্র পৃথিবীতে নিজের সত্য ধমর্র বিজয় আনবেন ।" (বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন কল্কি পুরাণ)

জৈন ধর্মের গ্রন্থকাররাও কল্কি অবতারের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর আগমনের সময়কাল মহাবীর স্বামী নির্বানের এক হাজার বছর পর হবে বলে মান্য করেছেন । মহাবীর স্বামীর নির্বানের বর্ষ প্রায় ৫৭১ খ্রীষ্ট পুর্বাব্দে বলে নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে । এইভাবে এক হাজার বছর পর কল্কি অবতারের আগমন হয় । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মকাল সেই বছরেই পড়ছে যা কল্কি অবতারের আগমনের সময়কাল । কল্কি অবতারের বৈশিষ্ট এবং তাঁর গুণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে । একজন প্রসিদ্ধ জৈন লেখক তাঁর গ্রন্থ হরিবংশ পুরাণের মধ্যে লিখেছেন মহাবীরের নির্বানের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে শক রাজার জন্ম হয় এর পর গুপ্তদের ২৩১ বছর শাসনের পর কল্কি অবতারের জন্ম হয় । এই ব্যাপারে শ্লোকটি হল,

"............গুপ্তানাং চশ্ত দ্বয়ম ।
এক বিংবশ্চ বর্ষণি কালবিদ্ ভিরুদা হৃতম ।।৪৯০।।
চিত্বা রিংশ দেবাতঃ কল্কিরাজস্ব রাজতা ।
ততোড জিটংজয়ো রাজা স্যাদিন্দ্রপুর সংস্থিতঃ ।।৪৯১।।"
(জিনসেন কৃত হরিবংশ পুরাণ, অ০ ৬০)

অন্য জৈন গ্রন্থকার গুণভদ্র উত্তর পুরাণে লিখেছেন যে মহাবীরের নির্বানের ১০০০ বছর পর কল্কিরাজের জন্ম হয় । (Indian Antiquary Vol. X V.P. 134)

তৃতীয় জৈন গ্রন্থকার নেমিচন্দ্র নিজের গ্রন্থ 'ত্রিলকসাগর' এর মধ্যে লিখেছেন, "শকরাজের নির্বানের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে এবং শককালের ৩৯৪ বছর ৭ মাস পরে কল্কিরাজের জন্ম হয় ।" এই গ্রন্থে এই ভাব বাক্যটি হল,

"পণছস্যং বস্যপণং মাসজদং গমিয় বীর নিবুই দো ।
সগরাজো সো কল্কি চতুণবতিয় মহিপ সগমাংসং ।।"
(ত্রিলোকসাগর, পৃষ্ঠা ৩২)

এইভাবে এটাই মনে হচ্ছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই সেই ব্যাক্তি ছিলেন যাঁর ব্যাপারে ধর্মাচার্যগণ বলেছেন ।

এটা অবশ্যই সত্য যে যতদিন শাসক শাসন করেন ততদিন পর্যন্ত জনগণ তাঁর নিয়মের পালন করেন, কিন্তু সেই শাসকের সাম্রাজ্য সমাপ্তির পর দ্বিতীয় শাসকের আদেশ শিরোধার্য হয়ে যায় । ঠিক সেই রকম যতদিন পর্যন্ত যে শাস্ত্রজ্ঞ, অবতার, পয়গম্বরের সময়কাল থাকে তাঁর আজ্ঞা-উপদেশের প্রচার প্রসার হয় কিন্তু তাঁর উপদেশের বিকৃতি আসা মাত্রই ঈশ্বরের তরফ থেকে দ্বিতীয় পয়গম্বর, অবতার চলে আসেন তখন তাঁর শাসন চলতে থাকে । এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্তিম 'রসুল' অথবা আখেরী অবতার 'কল্কি'র 'শাসনকালে' রয়েছি এবং প্রলয় (কিয়ামত) পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল চলবে, যার প্রমাণ পুরাণ, কুরআন এবং অন্য গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে । অতএব আমাদের জন্য এই অন্তিম রাস্তা (হযরত মুহাম্মাদ) এর শাসনে থেকে তাঁর উপদেশ এবং আচার আচরণের অনুসরণ করাটাই আধ্যাত্মিক এবং ব্যাবহারিক উভয় দিক থেকেই উচিৎ । এতে আমাদের দুনিয়া এবং পরকাল উভয়ই সংশোধন হতে পারে ।

অতএব অন্তিম বার্তাবাহক, পয়গম্বর, 'কল্কি অবতার' হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপদেশকে অনুসরণই তাঁর প্রতি সঠিক এবং প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা অর্পন হবে । এটাই এই সমর্পনের জন্য সঠিক রাস্তা ।"

পারসী ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ

পারসীদের ধর্মগ্রন্থেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর দেবদূত জরথুষ্টকে 'জেন্দ আবেস্তা' গ্রন্থে বলেছেন, "ও জরথুষ্ট, মুসলিম সাথীদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী হবে 'সোয়েসন্ত' (এখনও জন্মাননি) - দের মধ্যে থেকে, যে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ধার করবে ।" (ফারবারদিন যশ্‌ত, ১৩ : ১৭)

ঠিক যেমন জরথুষ্টের অনুগামীরা ক্ষমতা ও খ্যাতির শীর্ষে পৌছেছিল, ঠিক তেমনভাবে, কিছুকাল পরে একটি ধর্ম ও জাতির উদয় ঘটবে যারা পৃথিবীকে নতুন প্রাণ দেবে; এবং এরা তাদের মহামানবকে সঙ্গ দেবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলিতে ।

আরও বলা হয়েছে যে, তার নাম হবে বিশ্ববিজয়ী, 'সোয়েসন্ত' এবং 'অস্তভাট - এরেটা' । তিনি 'সোয়েসন্ত' হবেন, কারণ তিনি গোটা পৃথিবীর মঙ্গল করবেন । তিনি 'অস্তভাট - এরেটা' হবেন, কারণ তিনি পার্থিব জগৎকে ধ্বংশের হাত থেকে

বাঁচাবেন । সেই সমস্ত ভূলের হাত থেকে রক্ষা করবেন যা ধ্বংশ করেছিল পৌত্তলিকদের ও মাজদানীয়দের । (ফারবারদিন যশ্‌ত, ২৮ : ১২৯)

এখানে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তিনি যে মঙ্গলময় বিজেতা ছিলেন তা তাঁর রক্তপিপাসু বিরোধীদের যে বিধান দিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় । তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন । মক্কার পতনের পর তিনি বলেছিলেন, আজ তোমাদের প্রতি কোনও প্রতিশোধ নয় । তাঁর নাম মুহাম্মাদ (চরম প্রশংসিত) । মুহাম্মাদ ছিলেন সমগ্র বিশ্বের কাছে মঙ্গলময় করুণাস্বরূপ, যেখানে অন্য পয়গম্বরগণ শুধুমাত্র তাদের নিজের লোকের কাছে করুণাস্বরূপ ছিলেন । তিনি যেভাবে পৌত্তলিকদের ও মাজদানীয়দের ভূল সংশোধন করেছিলেন তা অন্য কোনো পয়গম্বরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, এজন্যই তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ।

জরথুষ্ট্র আরও বলেছেন, ‘‘তোমরা এই ঘরের মধ্যে জ্বলতে পারো ! তোমরা দীর্ঘদিন ধরে এই গৃহের মধ্যে পুড়তে পারো । তোমরা এই ঘরে আলো জ্বালতে পারো ! তোমরা এই গৃহের মধ্যে বাড়তে পারো ! এমনকি দীর্ঘকাল ধরে এরূপ হবে । যতদিন না কোন কোনো কল্যানময় শক্তিশালী মহামানব এই পৃথিবীকে উদ্ধার করবে ।’’ (আতশ ন্যায়ারিশ : ৯)

এখানে ‘এস্তেভাট - এরেটার’ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রমাণিত হয় । ‘এস্তেভাট - এরেটার’ র আরবী অনুবাদ জল ‘মুহাম্মাদ’ ।

সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের আগে যেসব ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে তাদের প্রত্যেকটিতে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে বর্তমানে একমাত্র সত্য ধর্ম হল ইসলাম । ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মেই মুক্তিলাভ নেই ।

খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যেমন, বাইবেলে হযরত ঈশা (আঃ) বলেছেন,

“I will pray the Father and he shall give you another Comforter that he may abide with you for ever.” (John 14-10)

অর্থাৎ আমি আমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি তোমাদের জন্য আর একজন ‘শান্তিদাতা’ প্রেরণ করবেন । তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারেন ।

“It is expedient for you that I go away I go not away the comforter will not come unto you,” (John 19-7)

অর্থাৎ আমার উচিৎ যে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই ‘শান্তিদাতা’ আসবেন না ।

“When he is come he will reprove the world of sin, and of rightousness and of Judgement.” (John 16-8)

অর্থাৎ এবং তিনি এসে বিশ্বজগৎকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ।

“I have yet many things to say unto you, But ye cannot bear them now.” (John 16-12)

অর্থাৎ এখন তোমাদের কাছে আমার বহু কথা বলার ছিল কিন্তু তোমরা সে সব এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না ।

“Howbeit when he, the sprit of truth is come, he will guide you into all truth for shall not ypeak of himself, But what saver he shall, heat that shall he Speak and he will shew you things to come.” (John 16-13)

অর্থাৎ যাইহোক সেই সত্য আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি পূর্ন সত্যের পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন । কারণ তিনি নিজের তরফ হতে কিছুই বলবেন না । তিনি যা বলবেন প্রভূর নিকট হতে শুনেই বলবেন । আর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার নমুনাও তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন ।

সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের বহু পূর্বে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ধর্মগুরুরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন । এর দ্বারাই ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হয় । আমি তসলিমা নাসরিনকে প্রশ্ন করি ইসলাম ধর্ম যদি মিথ্যা ধর্ম হবে তাহলে

কি করে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের বহু পূর্ব থেকেই তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী আগের ধর্মগুলিতে করা হয়েছে ? এর জবাব তসলিমা নাসরিনের কাছে আছে কি ?

বলাবাহুল্য, মহানবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসা সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ করেছেন । যিনি ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক, শান্তির দূত, মানব জাতির মুক্তির দিশারী, যিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক মহাগুরুয়, যিনি ছিলেন মহাদার্শনিক, আদর্শ রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, দিগন্ত উন্মোচনকারী মহাপুরুষ, যাঁর নামে আজ পৃথিবীর প্রায় দুই শত কোটি মুসলমানের কণ্ঠ দরুদের মোহন গুঞ্জনে মুখরিত, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর মহান খলিফার দ্বারা বার লক্ষ বর্গমাইল পরিমাণ স্থান হতে জড় পুজা, প্রতিমা পুজা, ব্যভিচার, মদ্যপান, লুটতরাজ, শোষন, পীড়ন, নারী নির্যাতন, অত্যাচার, জুলুম ও অরাজকতা চির বিদায় গ্রহণ করেছিল এবং এক সুবিশাল বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল যাঁর অনুসারীরা মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যে সারা পৃথিবীর অর্ধেক অংশ রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিলেন, যে গ্রীক সাম্রাজ্যকে খ্রীষ্টানরা এগারো শত বছর ধরে যুদ্ধ করে জয় করতে পারেনি সেই গ্রীক সাম্রাজ্যকে মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পদানত করেছিলেন সেই ইসলাম ধর্ম ও মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন যে তসলিমা নাসরিন দেখছেন এবং মহানবী (সাঃ) কে সমালোচনা করতে গিয়ে যেভাবে আস্ফালন করেছেন তাতে তাঁকে এবং তাঁর চ্যালাচামুন্ডাদেরকে নিরেট হস্তি মুর্খ আর কৃপার পাত্র ছাড়া আর কি বলা যাবে ? তসলিমা নাসরিন যদি মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মত একজন যুগান্ত উন্মোচনকারী মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে দেখাতে পারতেন তাহলে পরখ করে দেখতাম । কিন্তু তিনি তা না করে বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র ষড়রিপুর তাড়তায় বাগাড়ম্বরই করে ইসলামের ইতিহাসে নিজেকে খলনায়িকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । অবশ্য আমরা জানি তসলিমা নাসরিনের মত মহান মহিলা (?) আজারে - বাজারে, আমাদের দেশের অলিতে - গলিতে (বেশ্যাখানায়) প্রচুর বিদ্যমান । তাই বলা যায়, পাগলাগারদে রিসার্চ করে বেরিয়ে এসেছিল সলমন রুশদী আর বেশ্যাখানায় রিসার্চ করে বেরিয়ে এসেছিল তসলিমা নাসরিন ।

নবী প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন

১) উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দারুনভাবে বিপর্যয় ঘটে এবং এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় খবর যখন মদীনায় পৌঁছে তখন পেরেশান হয়ে মেয়েলোকেরা পর্যনন্ত ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে । এই সময় একজন আনসারী মেয়েলোক অস্থির হয়ে

লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল, আমার প্রিয়নবী (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন ? কেউ বলে উঠল, তোমার পিতা মারা গেছেন । মেয়েলোকটি বলল, কে মারা গেছে তা জানবার আমার প্রয়োজন নেই । আগে তাড়াতাড়ি করে বল আমার নবী কেমন আছেন ? কিছুদুর এগিয়ে যেতেই একজন বলে উঠল, যুদ্ধে তোমার স্বামী মারা গেছেন । তখন আনসারী মেয়েলোকটি বলল, কে বেঁচে আছে আর কে মারা গেছে তা জানবার আমার কোন প্রয়োজন নেই, আগে তাড়াতাড়ি করে বল আমার নবীজী (সাঃ) কেমন আছেন ? এইভাবে কিছুদুর এগিয়ে যেতেই কেউ তার ছেলের মৃত্যু সংবাদ কেউ তার ভায়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনাল । তখন আবার আনসারী মেয়েলোকটি বলে উঠল, কে বেঁচে আছে আর কে মারা গেছে তা আমার জানবার প্রয়োজন নেই, আগে তাড়াতাড়ি করে বল আমার নবী কেমন আছেন ?

অবশেষে লোকে বলল, হুযুর (সাঃ) ভাল আছেন এবং মদীনায় আসছেন । মেয়েলোকটি বললেন, আমার মনকে আমি বোঝাতে পারছিনা তোমরা বল আমার নবী কোথায় আছেন ? লোকেরা ইশারা করে দেখাল, নবীজী (সাঃ) ঐ দলে আছেন । মেয়েলোকটি দৌড়ে গিয়ে নবীজী (সাঃ) কে এক নযর দেখে চক্ষুকে শীতল করলেন এবং বললেন, "হুযুর আপনার দর্শন লাভের পর যাবতীয় বিপদ আমার নিকট তুচ্ছ । আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক । আপনি জীবিত এবং সহী সালামত থাকার পর আমার স্বামী মরার শোক, পিতা মরার শোক, ছেলে ও ভাই মরার শোক অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে সব একাকার হয়ে গেল । আপনি বেঁচে থাকলে আমার যে কোন লোক মারা গেলেও আমার কোন পরওয়া নেই ।"

২) আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) এর খিদমতে একজন মহিলা এসে আরজ করল, আমাকে হুযুর (সাঃ) এর কবর জিয়ারত করিয়ে দিন । হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজরা শরীফ খুলে দিলেন । মেয়েলোক নবীজীর কবর জিয়ারত (দর্শন) করে কাঁদতে লাগল । অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল ।

শুধু সাহাবায়ে কেরামগণই নন, আল্লাহর ওলীরাও মহানবী (সাঃ) কে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন । যেমন,

৩) হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) ভারতবর্ষের একজন জবরদস্ত আল্লাহর ওলী ছিলেন যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদী আন্দোলনকে আরোও সক্রিয় করার জন্য ১৮৬৬ সালে উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ শহরে দারুল উলুম দেওবন্দ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন । কথিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) হযরত মাওলানা

কাসেম নানুতুবী (রহঃ)কে স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন এই মাদ্রাসা (ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠা করার জন্য । হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) এতো বড়ো আশিকে রসুল ছিলেন যে মদীনা শহরে প্রবেশের সাত মাইল আগেই জুতা খুলে নিতেন এই ভেবে যে চোদ্দশ বছর আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এই পথে হাঁটাচলা করেছেন । সেখানে জুতো পড়লে যে বেয়াদবী হয় । কোন কোন আল্লাহর ওলী (রহঃ) মদীনায় পায়খানায় বসতেন না নবীজীর (সাঃ) কথা স্মরণ করে । হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ) নবী করীম (সাঃ) এর শানে এরশাদ করেন,

সব সে পহলে মা'শিয়াত কে আনওয়ার সে
রুহে মুহাম্মাদ বানায়া গিয়া
ফির উসি নক্শ্ সে মাঙ্গ কর রৌশনী ওজুম
কৌনো মাকা কো সাজায়া গিয়া ।।

৪) হযরত মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) ছিলেন দেওবন্দের পুর্বসূরী ও প্রাণপুরুষ । তিনি ভারতবর্ষের প্রথম হাদীসে উস্তাদ হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) - এর পৌত্র ছিলেন । তিনি এতো বড়ো আশিকে রসুল ছিলেন যা কল্পনার অতীত । শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) - এর কাছে এক শত্রু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিন্দা করলে শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, ওকে নিহত না করা পর্যন্ত আমি কখনো মরবো না । আশ্চর্যের বিষয় ভীষন যুদ্ধের সময় শত্রুটি শাহ ইসমাইল শহীদের উপর তরবারী হানল । শাহ ইসমাইল শহীদ মস্তক কর্তিত অবস্থায় তরবারী ধরেট কয়েক পা এগিয়ে শত্রুকে নিহত করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । 'যে আল্লাহর হয়, আল্লাহ তাঁর কথা শোনেন' কথাটি আশ্চর্যভাবে সফল হল । শাহ ইসমাইল 'মসনবে ইমামত', 'তাকবিয়াতুল ইমান' প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন । তাঁর পীর মুর্শীদ সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) ৫ই মে এবং শাহ শাহ ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) ৯ই মে ইসলামকে জীবন্ত করার জন্য পাঞ্জাবের বালাকোটের ময়দানে শাহাদাতের অফুরন্ত পেয়ালা পান করেন । বালাকোটের এই মর্মান্তিক মুহুর্তের বিস্তারিত বর্ণনা 'সিরাতে সায়্যিদ আহমদ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে ।

এই হল সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও মোমেন মুসলমানদের মধ্যে নবী প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন । এখন আমরা দেখব হাদীস শরীফে নবী প্রেম সম্পর্কে কি বলা হয়েছে ।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কখনও প্রকৃত মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ আমার মুহাব্বত তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত লোক থেকে বেশী না হয় ।

একদা হযরত আলী (রাঃ) কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হুযুর (সাঃ) এর সঙ্গে আপনার কতটুকু মুহব্বত ছিল ? তিনি বলেছিলেন, কসম আল্লাহর আমাদের নিকট হুযুর (সাঃ) আপন জান, মাল, সন্তান - সন্ততি, পিতা - মাতা এবং ভীষণ পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিকতর প্রিয় ছিলেন ।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হুযুর ! আপনি আমার নিকট নিজের জান ছাড়া বাকি সব বস্তু থেকে অধিকতর প্রিয় । হুযুর (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জানের চেয়ে অধিক সে আমাকে মুহব্বত না করবে । হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হুযুর ! আপনি আমার জানের চেয়েও অধিক মাহবুব । হুযুর (সাঃ) বলেন, এইমাত্র অর্থাৎ তুমি কামেল (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হলে । অথবা এইমাত্র বুঝে এল । অথচ এর পূর্বেই বুঝে আসা উচিৎ ছিল ।

তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল নবীজী (সাঃ) কে আত্মীয় স্বজন, পিতা - মাতা, সন্তান - সন্ততি অপেক্ষা অধিক মহব্বত না করলে কোনদিনই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যাবে না । আর যে নবীকে মহব্বত না করলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যাবে না সেই নবীকে তসলিমা নাসরিন অশালীন ভাষায় মারাত্মকভাবে গালাগালি করলেন, তাহলে আমরা সেই মহান নবীর উম্মত হয়ে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব না কেন ?

তসলিমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে ?

তসলিমা নাসরিন জানিয়েছেন, তার প্রথম স্বামী রুদ্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ যৌনরোগ - সিফিলিসের চিকিৎসা তিনি নিজে করেছেন । (তার স্বীকারোক্তিতে জানা যায় স্বামীর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিলেন তসলিমা নিজেও, সে চিকিৎসাও খুব সম্ভব তিনি নিজেই করেন) কিন্তু সে সময় তসলিমা ছিলেন মেডিকেলের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী মাত্র । পূর্ণাঙ্গ ডাক্তার হয়ে স্বয়ং চিকিৎসার ছাড়পত্র পেতে তাঁর তখনও অনেক দেরী । অথচ তসলিমা সিফিলিসের মত এক জটিল ব্যধির চিকিৎসায় মেনে পড়লেন । চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিষয়টি খুবই অনৈতিক এবং রোগির জন্য ভয়াবহ ।

বাংলাদেশের প্রতিভাবান তরুন কবি রুদ্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ - র অকাল মৃত্যুর জন্য তসলিমা নাসরিনের ঐ হাতুড়ে চিকিৎসাই যে দায়ী নয় - একথা আমরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি না । হেতাল পারেখকে ধর্ষণ করে খুন করার অপরাধে যদি ধনঞ্জয় চ্যাটার্জীর ফাঁসি হয়, তাহলে; কবি রুদ্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে খুন করার অপরাধে তসলিমা নাসরিনের কেন ফাঁসি হবে না ।

ইসলামে নারীর অধিকার

গৌতম বুদ্ধ মানুষকে নির্বানের পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতো মহাপুরুষও মৃত্যুশয্যায় শিষ্যদের বলে গেলেন, তাঁরা যেন নারীমুখ দর্শন না করেন । বস্তুত পত্নী - পুত্রকে পরিত্যাগ করেই তাঁর মহানির্বানের সাধনা । হিন্দুধর্ম বলে, নারী নরকের দ্বার, খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মেও নারী অবহেলিত পদদলিত । শুধু উক্ত ধর্মগুলিই নয়, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবিরাও নারীকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন । সেন্ট বার্ণাড নারীর মুখমন্ডলকে “The burning wind” (জ্বলন্ত বায়ুপ্রবাহ) বলে মনে করতেন । তাঁর কাছে নারীর কণ্ঠ ছিল “The hissing of snake” । কিপলিঙ বলেন, নারী প্রজাতি পুরুষের চেয়ে মারাত্মক । এম. এম. পয়াভ মনে করেন “Women is as false a feather in the wind” বিখ্যাত কবি বায়রণের মতে “Bilieve a women or an epitaph,/or other thing that's false” জনৈক জার্মান দার্শনিক বলেন, ঈশ্বর স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন,......নারী সৃষ্টিই ঈশ্বরের দ্বিতীয় ভূল (Women was God's second mistake-the Antienrist), উমাস ফুলার বলেন, “স্ত্রীলোক, কুকুর ও আখরোট গাছকে যতবেশী প্রহার করবেন, তারা তত বেশী ভালো হবে ।”

এই হল পাশ্চাত্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের নারী সম্পর্কে জঘন্য মনোভাব যাঁদেরকে তসলিমা নাসরিন নিজের গুরুদেব মনে করেন । যাঁদেরকে অনুসরণ করে সমাজে নারী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তসলিমা নাসরিনের রক্ত শুকিয়ে গেছে ।

তসলিমা নাসরিন এবার আপনি শুনুন ইসলাম নারীকে কি অনাবিল শ্রদ্ধা ও অতুলনীয় অধিকার দিয়েছে । মহান আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের মধ্যে এরশাদ করেছেন, “হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী সৃষ্টি করেন ।” (কুরআন - ৪ ঃ ১)

অন্যত্র মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, “নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের উপর পুরুষদের । কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা রয়েছে ।” (কুরআন - ২ ঃ ২২৮)

বলাবাহুল্য, এই উচ্চারণ সার্বজনীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ । নারী পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই । অন্ধকার যুগে (আইয়্যামে জাহিলিয়াত) যখন কুরআন শরীফে মহান আল্লাহপাক এই আমোঘ ঘোষণা দেন তখন সমগ্র আরববাসী অবাক হয়ে যায় । নারী ছিল সামান্য দাসী মাত্র । কোন ব্যক্তি যদি বহু স্ত্রী রেখে মারা যেত, তাহলে তার ছেলেরা পৈত্রিক অন্যান্য সম্পত্তির মতো পিতার স্ত্রীদেরকেও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যেত । তখনকার যুগে কন্যা সন্তানের পিতা হওয়া ছিল অত্যন্ত অপমানজনক এবং সেই অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তি তাদের কন্যাসন্তানকে মাটিতে প্রোথিত করত । কুরআন শরীফে আছে, “যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?” (কুরআন - ৮১ ঃ ৮-৯)

যাইহোক নারী সম্পর্কে ইসলাম ধর্মে যা বলা হয়েছে তা নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ-

১) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ক্বালা আদ্দুনিয়া মাতা - উন ওয়া খায়রো মাতা এহাল মারআতুস সালেহা । (মুসলিম শরীফ) অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার সবকিছুই মহার্ঘ বস্তু, এর মধ্যে উত্তম মহার্ঘ বস্তু হল একজন পুণ্যময়ী স্ত্রী ।

২) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে ।

৩) “আমি তো মানুষকে তার পিতা মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি । জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভ ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু’বছর অতিবাহিত হয় । সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা - পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ।” (কুরআন - ৩১ ঃ ১৪)

৪) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন একজন লোক মহানবী (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসুল (সাঃ) ! আমার

কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে ?' তিনি বললেন, 'তোমার মা ।' লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে ?' তিনি বললেন, 'তোমার মা ।' লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে ?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা ।' (মুত্তাফাকুন আলাইহে)

অর্থাৎ বাপের চাইতে মায়ের সম্মান তিনগুণ বেশী । তসলিমা নাসরিন আপনিই বিচার করে বলুন মা নারী না পুরুষ ? পুরুষের চাইতে নারীর সম্মান তিনগুণ বাড়ল কি না ?

৫) হযরত মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ মায়ের অবাধ্যতা করা, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবরট দেওয়া আর সাহায্য করতে অস্বীকার করা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন । আর অসার কথাবার্তা বলা, যখন - তখন প্রশ্ন করা ও ধন সম্পদের অপব্যয় করার জন্য তোমাদের অপছন্দ করেন । (মুত্তাফাকুন আলাইহে)

৬) হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহেমাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, জাহেমাহ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এল এবং বলল, ‘‘আমি যুদ্ধে যোগ দিতে চাই । আর শলা - পরামর্শ করার জন্য আপনার কাছে এসেছি ।’’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তোমার মা আছে কি ?’’ সে বলল, ‘‘হ্যাঁ’’, তিনি বললেন, ‘‘তাহলে তার কাছে থেকো । কেননা জান্নাত রয়েছে তোমার তার পায়ের তলায় ।’’ (মুসনাদে আহমদ, নাসাই শরীফ, বাইহাকী শরীফ)

৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে সেবা যত্নকারী পুত্র পিতা - মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল (পরিপূর্ণ) হজ্বের সওয়াব (পূণ্য) পাবে । লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশত বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশোবার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সওয়াব পেতে থাকবে । (বাইহাকী শরীফ)

৮) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মায়ের অবাধ্যতা ও তার অধিকার হরণ আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন । (বুখারী শরীফ)

৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয় । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতা পিতা জীবিত আছেন কি ? সে বলল, জী হ্যাঁ জীবিত আছে । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে তুমি পিতা - মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর । (বুখারী শরীফ)

১০) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে এল । তখন তার সঙ্গে তার দুটি কন্যা ছিল । সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইছিল । কিন্তু একটি খেজুর ছাড়া আমার আর কিছুই দেওয়ার ছিল না এবং আমি তা দিলাম । সে খেজুরটি দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করে দিল - এথেকে নিজে কিছুই নিল না । তারপর উঠে চলে গেল । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালাম । তিনি বললেন, যে কেউ এইসব কন্যার কারণে কোন রকম কষ্ট ভোগ করে এবং (তখনও) তাদের সঙ্গে সদয় ব্যাবহার করে, তাহলে এই মেয়েরা তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে । (মুত্তাফাকুন আলাইহে)

১১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যার কন্যা সন্তান আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে, তার সঙ্গে অন্যায্য ব্যাবহার না করে এবং কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন । (আবু দাউদ শরীফ)

এখানে লক্ষনীয় বিষয় যে, কন্যা - সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়াকে নবী করীম (সাঃ) নিষিদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ কেউ যদি পুত্র - সন্তান ও কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে উভয়ের সঙ্গে সমান আচরণ করে তাহলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাতবাসী করবেন । আর কেউ যদি এর বিপরীত আচরণ করে তাহলে উপরিুক্ত হাদীস অনুযায়ী নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামী ।

১২) নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কিশোরীদের ঘৃণা করোনা, তারা পরিশীলিত এবং অত্যন্ত মর্যদাময়ী (মুসনাদে আহমদ)

১২) নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, কিশোরীদের ঘৃণা করোনা, তারা পরিশীলিত এবং অত্যন্ত মর্যদাময়ী (মুসনাদে আহমদ)

১৩) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন - পালন করবে, তাদের শিক্ষা - দীক্ষার ব্যাবস্থা করবে, পরিশীলিত চাল - চলন শিক্ষা

দেবে, (এরপর) বিয়ে দেবে (এবং তারপরও) তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে । তাহলে সেই তিন কন্যার পিতা আর আমি (নবীজী) জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করব । (হাকিম)

১৪) দারিদ্রের জন্য কেউ যেন কন্যা সন্তানকে হত্যা না করে । কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাদের জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন । কন্যাহত্যা মহাপাপ । (কুরআন, ১৭ ঃ ৩১)

কন্যাসন্তানকে কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হয় তা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং মানবমন্ডলীকে দেখিয়ে গেছেন । তাঁর প্রিয় কন্যা মা ফাতেমা (রাঃ)র আগমনে তিনি কি করতেন তা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরই জানা । হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক উচ্চারণ ছিল, "ফাতেমা আমার দেহের অংশ । যে ব্যাথা দেবে সে যেন আমাকেই ব্যাথা দেবে ।" (বুখারী শরীফ)

ইসলাম কন্যাসন্তানের প্রতি সামান্যতম শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয়নি । সীরাহ ইনসাইক্লোপপিডিয়া'তে লেখা আছে, "It is Islam which revolutionised this state of affairs not only legally and practically but also intellectually. Islam has indeed changed the mentalities of both the man and women. The concept of giving the women her rights and a place of honour is society has in fact been created in man's mind by Islam" (Encyclopedia of Seerah)

স্যার সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, "As long as she is unmarried she remains under the patenal roof, and until she attains her maturity she is, to some extent, under the contral of the father or his representative. As soon, however, as she is of age, the low vests in her all the rights which belong to her an independent human being." (The Spirit of Islam : By Syed Ameer Ali)

১৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ তিন কন্যা বা বোনকে প্রতিপালন করেন, তাদেরকে পরিশীলিত আচরণ শিক্ষা দেয় এবং সদয় মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে যতক্ষণ না আর তার সাহায্যের প্রয়োজন তাদের থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জান্নাত নিশ্চিত করবেন ।" জনৈক

ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘যদি তার দুটি কন্যা বা বোন থাকে ?’’ তিনি জবাব দিলেন, ‘‘তার ক্ষেত্রেও (একই বিধান) ।’’

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘‘যদি লোকটি একটি কন্যা বা বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলেও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একই কথাই বলতেন ।’’ (শারহুস সুন্নাহ)

১৬) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, পূর্বে বিবাহিত স্ত্রীলোককে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা চলবে না । সম্মতি ছাড়া কুমারীকেও বিবাহ করা যাবে না । তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তার সম্মতিটা কেমন হবে ? তিনি বললেন, যদি নীরব থাকে, তার নীরবতাকে সম্মতি বলে ধরা হবে । (মুত্তাফাকুন আলাইহে)

১৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, একজন প্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে তার সম্মতি জিজ্ঞাসা করা হবে । যদি সে চুপচাপ থাকে তাহলে এটাই তার সম্মতি । কিন্তু যদি তার অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না । (তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাই শরীফ)

১৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে জানাল যে তার বাবা তার বিবাহ দেয় যা তার অপছন্দ । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে পছন্দ করার অধিকার ও ক্ষমতা দিলেন । (আবু দাউদ শরীফ)

১৯) মেসওয়াব বিন মাকরুমা (রাঃ) বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েক রাত ধরে সোবাইয়াতা আল আসলামিয়ার শিশু প্রসবের পর রক্তস্রাব দেখা দেয় । সে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে পুনর্বিবাহের অনুমতি প্রর্থনা করে । তিনি তাকে অনুমতি দিলেন । তারপর সে পুনরায় বিবাহ করল । (বুখারী শরীফ)

২০) ইসলাম নারীকে তালাকেরও অধিকার দিয়েছে ক্ষেত্র বিশেষ । যেমন ঃ

(ক) নাবালিকা অবস্থায় পিতা মাতা বা অন্য কোন অবিভাবকের ইচ্ছায় বিবাহিতা স্ত্রী প্রপ্ত যৌবনা হয়ে যদি বর্তমান স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তো তার অনিচ্ছা ও অনীহা ও তালাক পাওয়ার একটি কারণ ।

(খ) স্বামী যদি অর্থিক দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে ।
(গ) (স্বামী) যদি ধর্মহীন হয় ।
(ঘ) (স্বামী) যদি পুরুষত্বহীন হয় ।
(ঙ) উভয় তরফে যদি সংক্রামক ব্যধি থাকে ।
(চ) (স্বামী) যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে ত্যাগ করে যায় ।
(ছ) (স্বামী) যদি নিরুদ্দেশ হয় ।

(ইসলামে নারীর অবস্থান ও অধিকার - আব্দুর রাকিব)

তাহলে উপরিউক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি ও কুরআন শরীফের আয়াত থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ইসলাম নারীকে কোথাও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি । আর তসলিমা নাসরিন যেসব হাদীসের এবারত লিখে সাধারণ মানুষের মগজে একথা ঢোকাবার চেষ্টা করেছে যে 'ইসলাম নারীকে অধিকার দেয় না' তা নিঃসন্দেহে জাল ও বানোয়াট ।

নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে কুরআন শরীফে যেসব আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে সেসব উদ্ধৃতি শয়তানি করেই তসলিমা নাসরিন তাঁর বইয়ে লেখেননি । জেনেশুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে, স্পষ্ট দুরভিসন্ধি ও মতলববাজীকে চরিতার্থ করার জন্যই তসলিমা নাসরিন তাঁর কাজ করে গেছেন । তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হলে কিংবা কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার - অবিশ্বাস করলে গোটা পৃথিবীর প্রয় দুইশত কোটি মুসলমানের কিছু যায় আসে না । কিন্তু তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যদি আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলাম ও আমাদের দুই নয়নের মণি দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশা, বাদশাদিগের বাদশা মানবকুল শিরোমণি ধর্মপ্রাণ মুসলমান তসলিমা নাসরিনের মত কুল কুলাঙ্গার মহাকুলাঙ্গার নারীকে 'আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করে জাহান্নামের বাসিন্দা বানিয়ে দিতে অবশ্যই সোচ্চার হবেন ।

তসলিমা নাসরিন কুরআন সম্পর্কে ফালতু অভিযোগ তুলেছেন । তসলিমার বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ পুরোটাই মনগড়া, তিনি নিজে একবারও কুরআন পড়ে দেখেননি । ইসলাম সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান নয়, তাঁর উদ্দেশ্য পুরোটাই বানিজ্যিক । তাঁর এই মিথ্যার বেসাতিতে তিনি যে পণ্যের পসরা সাজিয়েছেন তা হল ইসলাম - বিদ্বেষ ও নৈতিকতা বর্জিত অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ ও অবিমিশ্র যৌনতা । এই কতকগুলি বিষয় নিয়েই তিনি কথায় কথায় বিতর্ক সৃষ্টি করে বাজারমাত করার জঘন্য প্রয়াস করেছেন বিশ্বের

প্রতিযোগী বাজারে নিজেকে 'হিট' সাব্যস্ত করার জন্য । নারীর অধিকার নয় 'পাবলিশিটি' অর্জন করাই তসলিমা নাসরিনের মূল টার্গেট । আর এই টার্গেট পুরণ করার জন্যই তিনি ইসলাম ও নারীকে 'মাধ্যম' হিসাবে ব্যবহার করেছেন । সুতরাং যুক্তির বিচারে তসলিমা নাসরিনই হলেন পৃথিবীর সব চাইতে বড় নারী বিদ্বেষী । তিনি নিজে চোর হয়ে অপরকে চোর সাজাবার জঘন্য প্রয়াস করেছেন । একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা ।

তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি হোক

তসলিমা নাসরিন পবিত্র কুরআন ও ইসলামের বিন্দু - বিসর্গ পাঠ না করেই শুধুমাত্র ষড়রিপুর তাড়নতায় কুরআন শরীফ ও ইসলাম সম্পর্কে খুব দাম্ভিকতার সাথে মুর্খতাব্যঞ্জক তথ্য পরিবেশন করে গোটা মুসলিম সমাজে যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রসারের জঘন্য প্রয়াস করেছেন, তা উপলব্ধি করা মোটেই কষ্টকর নয় । যে মতলবে, তিনি তাঁর ঘৃণ্য মনোভাব লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করে মুসলিম মানসে সন্ত্রাসের ভাব জাগিয়ে দেওয়ার নীতি অবলম্বন করেছেন সে মতলবও আজ বুদ্ধিজীবি মহলে ফাঁস হয়ে গেছে । আর তসলিমা নাসরিন যে ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তাতে তাঁকে ক্ষমা করার কোন প্রশ্নই উঠে না । তাই আমরা সমগ্র মুসলিম জাতি একজোট হয়ে তসলিমা নাসরিনের ফাঁসির দাবী জানাই ।

কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ পাক বলেছে, "ইন্নামা - জাযা - উল্লাজি - না ইউহা রিবু - নাল্লা - হা ওয়া রাসুলাহু ওয়া ইয়াস আউনা ফিল আরযি ফাসা - দান আঁইয়ু ক্বাতালু আউ ইউ স্বাল্লাবু তাউ ক্বাত্ত্বা আ আইদী - হিম উয়া আর রাজুলুহুম মিন খিলাফিন আউই উন ফাউ মিলান আরযি ।" (সুরা মায়েদা - আয়াত ঃ ৩৩)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে - তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পা সমূহকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে ।

আর এদিকে দেখা যায় তসলিমা নাসরিন নিজে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন । সুতরাং কুরআন

শরীফের ফতোয়া অনুযায়ী তসলিমা নাসরিনের গর্দান কেটে নেওয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াজীব ।

এখানে হয়তো তথাকথিক নামধারী - দালাল মার্কা বুদ্ধিজীবিগণ অভিযোগ করে বলতে পারেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিন যাই বলুন, কিন্তু তাঁকে হত্যা করার ফতোয়া নিতান্তই বর্ব্বরতার পরিচয় । এখানে আমরা বলব, হিন্দু ধর্মের বিরোধীতা করার জন্য ব্রাম্ভণ্যবাদীরা চার্বাকদের শরীর ও পুঁথি পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল, খ্রীষ্টধর্মের বিরোধীতা করার জন্য খ্রীষ্টবাদীরা ব্রুনোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল, সেগুলো যদি বর্ব্বরতা না হয় তাহলে তসলিমা নাসরিনের গর্দান কেটে নেওয়ার ফতোয়ায় কেন বর্ব্বরতা হবে ? খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে আছে, “কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করো ।” (বুক অফ লেভিটিকাস)

তসলিমা নাসরিন হলেন সোনাগাছির মহিলার থেকেও নিকৃষ্ট

এই মন্তব্য আমি করিনি করেছেন বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিকগণ । তাঁরা তসলিমা নাসরিনকে কোলকাতার সোমাগাছির বেশ্যা মহিলাদের থেকেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে গন্য করেছেন । যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রবাদপ্রতীম সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার লিখেছেন, “প্রায় ৯০ বছর আগে কলকাতার সোনাগাছিতে একজন খ্যাতমানা বেশ্যা থাকতেন । তাঁর নাম ছিল নন্দরানী । কলকাতার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল তার কাছে । তিনি যদি এদের নিয়ে উপন্যাস রচনার কথা ভাবতেন তাহলে তা অনেকদিন আগেই করতে পারতেন । কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনে সমাজে চুপচাপ থাকার ভদ্রতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন । কিন্তু হায়, তসলিমা নাসরিন, নন্দরানীর সেই আত্মসম্মানবোধের অংশীদার হতে পারেননি ।”

অর্থাৎ সরাসরি সমরেশ মজুমদার তসলিমা নাসরিনকে বেশ্যার থেকেও নিকৃষ্ট বলেছেন । কেননা, সেই সোনাগাছির নন্দরানী মনে মনে ভেবেছিল যে তার জীবন নিয়ে উপন্যাস হতে পারে কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে সে উপন্যাস রচনা করেনি কিন্তু তসলিমা নাসরিন এমনই নিকৃষ্টমানের মহিলা যে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর

আত্মজীবনীমুলক উপন্যাসে লিখে দিয়েছেন যে কোন কোন সাংবাদিক, কোন সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ।

সংবাদ মাধ্যম অনুযায়ী তসলিমা নাসরিন তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে একথাও বলেছেন যে ১৯৯৯ সালে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন । তাহলে পাঠকগণ বলুন, তসলিমা নাসরিন সোনাগাছির নন্দরানীর থেকেও নিকৃষ্ট হলেন কিনা ।

তসলিমা নাসরিনকে সোনাগাছির নন্দরানীর থেকে নিকৃষ্ট কেবল সমরেশ মজুমদারই বলেননি । সমরেশ মজুমদারের কথায় সুর মিলিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক সুবোধ সরকার, বাংলাদেশের নাস্তিক লেখক হুমায়ুন আজাদ প্রভৃতিরা । তাঁরা তসলিমা নাসরিনকে বাইজি, পতিতা কোন বিশেষণ থেকে রেহাই দেননি । এরা সকলেই কিন্তু নাস্তিকদের কাছে বুদ্ধিজীবি, প্রগতিবাদী ও ভাষা বিজ্ঞানী ।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়ে গেল । কোন মহিলা যখন বোরখা পড়া ছেড়ে দিয়ে খালি আধুনিক পোষাক পরে রাস্তায় নামে তখন সকলেই তাকে বাহবা দেয় যে সে দুঃসাহসিক নারী । কিন্তু সেই মহিলাটিই যখন কাপড় খুলতে খুলতে জাঙ্গিয়াটাও খুলে ফেলে দেয় তখন আর বাহবা না বলে সকলেই তাকে ধিক্কার দিয়ে বলে ছি ছি ছি । তসলিমা নাসরিনের ব্যাপারও তাই । তসলিমা নাসরিন যখন ‘লজ্জা’ উপন্যাস লিখে বোরকার বিরুদ্ধে কথা লিখেছিলেন তখন সকলেই তাঁকে বাহবা দিয়েছিলেন । কিন্তু ‘দ্বিখন্ডিত’ লিখে যখন বললেন, অমুক অমুক নেতা, সাংবাদিক, সাহিত্যি এবং বুদ্ধিজীবিরাও আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছেন তখন সকলেই ছি ছি ছি করতে থাকেন । আমি বলব, এই অদুরদর্শী বুদ্ধিজীবিরা যদি তসলিমা নাসরিনের হাত তখনই কেটে দিতে পারতেন যখন তিনি বোরকার বিরুদ্ধে কথা লিখেছিলেন তাহলে তাদেররকে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না । আর তসলিমা নাসরিন একথাও বলতে সহস করত না যে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যয় তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে ব্যাভিচার করেছেন ।

তসলিমা নাসরিনের দ্বিচারিতা

তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনী পড়লে স্পষ্ট দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায় । তিনি কেবলমাত্র নারীদের জন্য এবং নিজের জন্যই অবাধ যৌনস্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন, পুরুষদের জন্য নয় । তিনি ভর্জিন পুরুষ কামনা করেছেন তাঁর

আত্মজীবনীতে । অথচ তসলিমা অবাধ যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । তাহলে ভার্জিন পুরুষ পাওয়া যাবে কি করে ? তসলিমা নাসরিন তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম স্বামী রুদ্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর জন্য লিখেছেন, ‘‘তার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে রাজি না হলে সে সোজা বেশ্যাদের কাছে ছুটত । একদিন আমি মন ঠিক করলাম । তাকে তালাক দিয়ে দিলাম । সে অবশ্য বিচ্ছেদ চায়নি........।’’

এখানে তসলিমার চিন্তাধারা লক্ষ্য করুন তসলিমা নাসরিনও নিজেই তাঁর ‘নির্বাচিত কলাম’ (চুরি করা) গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘পুরুষের আছে পতিতালয়ে যাবার অবাধ স্বাধীনতা, কিন্তু নারীর জন্য ‘পতিতআলয়ে’ যাবার কোনো ব্যাবস্থা নেই ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা - ২১)

অন্য জায়গায় লিখেছেন, ‘‘নারীও অভিশাপ দেবার ভাষা অবিস্কার করুক । আর খাদ্য নয়, নারী এবার খদক হোক । পুরুষকে খাদ্য হবার অভিশাপ দিক সকল নারী কণ্ঠ । নারী যতদিন ছিঁড়ে খুঁড়ে পুরুষ খাবে না, নারী যতদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিন্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ না করবে, ততদিন নারী রক্ত - মাংসে মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাবার সংস্কার দুর হবে না ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৭ - ১১৮)

অন্য জায়গায় লিখেছেন, ‘‘নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যাভিচার করতে অভ্যস্ত হোক । নারী খাদকের ভূমিকায় না এলে তার ‘খাদ্য’ নামের কলঙ্ক ঘুচবে না । এখন ভাল কথার যুগ নয়, নীতি বাক্যের সময় নয় । কাঁটা দিয়েই আজকাল কাঁটা তুলতে হয় ।’’ (নির্বাচিত কলাম/পৃষ্ঠা, ১১৮)

তসলিমা নাসরিন নিজেই বলছেন যে নারীরাও ধর্ষণ করতে শিখুক এবং তিনি নারীদের জন্য পতিত আলয়ের (পুরুষ দেহব্যবসায়ী) ব্যাবস্থা চেয়েছেন সেই তসলিমা নাসরিনই তাঁর স্বামী রুদ্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে বেশ্যা খানায় যাবার অপরাধে তালাক দিলেন । এটা কিরকম বিচার ? অবাধ যৌন স্বাধীনতা কি কেবল তসলিমার মতো মহিলাদের জন্যই সুরক্ষিত ? যে তসলিমা অবাধ যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তিনি কিভাবে রুদ্রকে বেশ্যাখানায় যাবার জন্য তালাক দিলেন কেন ? এখানেই বোঝা যায় যে তসলিমা নাসরিন কিরকম জঘন্য ভাবধারার মহিলা ?

এবার আর একটি তসলিমা নাসরিনের দ্বিচারিতার দৃষ্টান্ত দেখুন । বাংলাদেশের কোন একজন ভন্ড মৌলবী সস্তায় খ্যাতিলাভের জন্য তসলিমাকে বিবাহের প্রস্তাব

দেয় এবং সে দাবী করে যে সে বিপদগামী তসলিমা নাসরিনকে ধর্মের পথ চিনিয়ে দেবে । তসলিমা নাসরিন এই বিবাহে রাজি হয়ে যান এবং সেই ভন্ড মৌলবীকে বিবাহের জন্য ২০টি শর্ত দেন । তার মধ্যে কয়েকটি শর্ত হল, বিয়ের পর তসলিমার স্বামীকে পর্দায় থাকতে হবে এবং ঘরে যাবতীয় কাজকর্ম অর্থাৎ ঘরদোর পরিস্কার করা থেকে আরম্ভ করে তসলিমার গা মালিশ করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বামীকেই করতে হবে । ইত্যাদি ইত্যাদি । এবং সর্বশেষ তিনবার 'তালাক' উচ্চারণের অধিকার শুধু তার থাকবে । স্বামীর নয় ।

দেখুন তসলিমা নাসরিনের পাগলামী । যে পর্দাপ্রথাকে তিনি নিজের জন্য অসহ্যকর বলেছেন সেই পর্দাকে তিনি স্বামীর জন্য শর্ত করেছেন । এমনকি তালাকেও স্বামীর কোন অধীকার নেই আছে কেবল তসলিমা নাসরিনের । কি আশ্চর্য ফতোয়া ! যা তিনি নিজের জন্য জীবন থেকে উচ্ছেদ করতে চায়ছেন তাকেই তিনি স্বামীর জন্য শর্ত করছেন । এগুলোকে স্পষ্ট দ্বিচারিতা ছাড়া আর কি বলা যাবে ? আর বুদ্ধিমানদের নিকট পাগলাগিরি ছাড়া আর কি বলা যাবে ?

পাঠকগণ ! অপেক্ষা করুন কিছু দিনের মধ্যেই তসলিমা নাসসরিনের ৭ খন্ডের আত্মজীবনীর মধ্যে যে দ্বিচারিতা এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তার পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ 'বেশ্যানারীর আত্মকথা' নামে বের হবে ইনশাল্লাহ । এবং এই যে পুস্তকটি আপনারা পাঠ করছেন তার ইংরেজি, হিন্দি অনুবাদ আপনারা পেয়ে যাবেন । আমি এর হিন্দি অনুবাদ শুরু করে দিয়েছি । কিছু দিনের মধ্যেই তা ইন্টারনেটে আপলোড করা হবে । Google এ গিয়ে শুধু Taslima Nasreen বা Abdul Alim book বা এই বইয়ের নাম লিখে সার্চ করলেই লিখলেই এই বইয়ের পিডিএফ লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ।

কুরআনের বিরুদ্ধে তসলিমা নাসরিনের মিথ্যা অপবাদ ও তার খন্ডন

বোম্বে থেকে প্রকাশিত ফ্যাশান ম্যাগাজিন 'Savvy' তার নভেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায় তসলিমা নাসরিনের স্বাক্ষরযুক্ত এক বিশাল আত্মকাহিনী প্রকাশ করেছে । এতে কুরআন, ইসলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, যৌন স্বাধীনতা, নারী অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে তসলিমা খোলাখুলি আলোচনা করেছেন । এতে তিনি কুরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে পাঠকসমাজকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস করেছেন ।

তিনি লিখেছেন, “আমাদের দেশের জীবনধারার একটি আদর্শ নমুনা আমার মা। সে খুব ধর্মাপরায়ণা। তার কথাবার্তা ও কাজকর্মকে আমি ঘৃণা করি। সব সময় সে আমাকে বলে, ‘আল্লাহতে তুমি বিশ্বাস রাখনা - আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন। তুমি একজন (ইসলাম পরিত্যাগকারিণী)।’ আমি বাল্যকালে যখন খেলা করতাম, তখন ঐ মা আমাকে নামাজ পড়ার জন্য ডাকতো। কিন্তু আমি নামাজ বা কোরান পড়া পছন্দ করতাম না। আমি কোরান বিশ্বাস করি না। আমি যখন কোরান পড়েছিলাম, তখন তাতে দেখেছি, কোরানে বলা হয়েছে - ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।’ আমি তখন আমার মাতৃদেবীকে বলেছিলাম, ‘আমি বিজ্ঞানের বই পড়ে জেনেছি যে সূর্যেরই চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। কাজেই আল্লাহ একজন মিথ্যাবাদী।’ মা রেগে বললো, ‘কখনো তাঁর (আল্লাহর) কথার সঙ্গে দ্বিমত হয়ো না। আখারাত ! মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন।’ মূল বিষয় হচ্ছে যে, আমি চিন্তা করে বুঝেছি কোরানে সূর্যের ব্যাপারে যা লেখা আছে তা মিথ্যা এবং আমি কখনোই এ ব্যাপারে একমত হতে পারব না। সেজন্য আমি নামাজ পড়ি না।” (সৌজন্যে ঃ সাপ্তাহিক কলম ২রা জানুয়ারী ১৯৯৩/তথ্যসূত্র ঃ তসলিমা নাসরিনের স্বরুপ সন্ধানে, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩, আবু ওবায়দা, মল্লিক ব্রাদার্স কোলকাতা থেকে প্রকাশিত)

এখানে তসলিমা নাসরিন স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে তিনি কুরআন শরীফ পড়ে দেখেছেন যে তাতে লেখা আছে, ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।’ অথচ এটা তসলিমা নাসরিনের সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাষন। কুরআন শরীফের ৩০ পারা ১১৪টি সুরা ৬৬৬৬ টা আয়াতের মধ্যে কোথায় এই কথা লেখা নেই যে ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।’ তসলিমা নাসরিনের এই মিথ্যা ভাষন পড়েই বোঝা যায় যে তিনি কতবড় মিথ্যাবাদী। বরং কুরআনে একথাই লেখা আছে যে এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা প্রত্যেকেই নিজ নিক কক্ষপথে আবর্তন করছে।

তসলিমা নাসরিন কুরআন শরীফের বিন্দু বিসর্গ না পড়েই কেবল বাগাড়ম্বড়ই করেছেন এবং বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে নিজের মুর্খতাকে বিশ্বের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

তসলিমার দাবী যে তিনি এই জন্যই নামাজ পড়েন না এবং কুরআন বিশ্বাস করেন না যে কুরআনে আল্লাহ মিথ্যা কথা বলেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এবং আল্লাহ বলেছেন, ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।’ আর বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। অর্থাৎ তসলিমাকে যদি কুরআন শরীফ খুলে দেখিয়ে দেওয়া হয়

যে সেখানে লেখা আছে এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা প্রত্যেকেই নিজ নিক কক্ষপথে আবর্তন করছে তাহলে তিনি আল্লাহকে সত্যবাদী বলে মনে করবেন এবং তিনি নামাজ পড়া শুরু করে দেবেন । তাই না ?

তাহলে আসুন আমরা দেখি এই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে কুরআন আমাদের কি বলছে । কুরআন শরীফের সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘‘ওয়াহুয়াল্লাযী খালাক্বাল লাইলা ওয়ান্নাহা-রা ওয়াস শামসা ওয়াল ক্বামারা, কুল্লুন ফি ফালাকিঁই ইয়াসবাহুন ।’’ (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র । অন্তরিক্ষে যা আছে তা প্রত্যেকে নিজ নিজ পক্ষপথে আবর্তন করে ।

নিচে মূল আরবী ‘তফসিয়ে বায়যাবী’ থেকে সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতের স্ক্রীন শর্টটা লক্ষ্য করুন



أنوار التنزيل وأسرار التأويل
المعـــروف
بتفسير البيضاوي
تأليف
ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد
الشيرازي الشافعي البيضاوي
(ت٦٩١ هـ)
إعداد وتقديم
محمد عبد الرحمن المرعشلي

طبعة جديدة مصححة ومنقحة وضع التفسير فيها تحت آيات القرآن الكريم من المصحف العثماني

دار إحياء التراث العربي — مؤسسة التاريخ العربي
بيروت

www.kitabosunnat.com

٥٠ — الجزء الرابع من تفسير البيضاوي

ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق خوف مع اعتناء فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر وإن عدي بعلى فبالعكس.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ من الملائكة أو من الخلائق. ﴿إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ يريد به نفي البنوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ من ظلم بالإشراك وادعاء الربوبية.

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾﴾.

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أو لم يعلموا، وقرأ ابن كثير بغير واو. ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً﴾ ذات رتق أو مرتوقتين، وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ بالتنويع والتمييز، أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً، وكانت الأرضون واحدة فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم. وقيل ﴿كانتا﴾ بحيث لا فرجة بينهما ففرج. وقيل ﴿كانتا رتقاً﴾ لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات، فيكون المراد بـ ﴿السموات﴾ سماء الدنيا وجمعها باعتبار الآفاق أو ﴿السموات﴾ بأسرارها على أن لها مدخلاً ما في الأمطار، والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بوسط، أو استفساراً من العلماء ومطالعة للكتب، وإنما قال ﴿كانتا﴾ ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض. وقرىء «رتقاً» بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوض. ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى ﴿الله خلق كل دابة من ماء﴾ وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه، أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه. وقرىء «حياً» على أنه صفة ﴿كل﴾ أو مفعول ثان، والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان. ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ مع ظهور الآيات.

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾﴾.

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ ثابتات من رسا الشيء إذا ثبت. ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ كراهة أن تميل بهم وتضطرب، وقيل لأن لا تميد فحذف لا لأمن الإلباس. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ في الأرض أو الرواسي. ﴿فِجَاجاً سُبُلاً﴾ مسالك واسعة وإنما قدم فجاجاً وهو وصف له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك، أو ليبدل منها ﴿سبلاً﴾ فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إلى مصالحهم.

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً﴾ عن الوقوع بقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته، أو استراق السمع بالشهب. ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا﴾ عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته التي يحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيئة. ﴿مُعْرِضُونَ﴾ غير متفكرين.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾﴾.

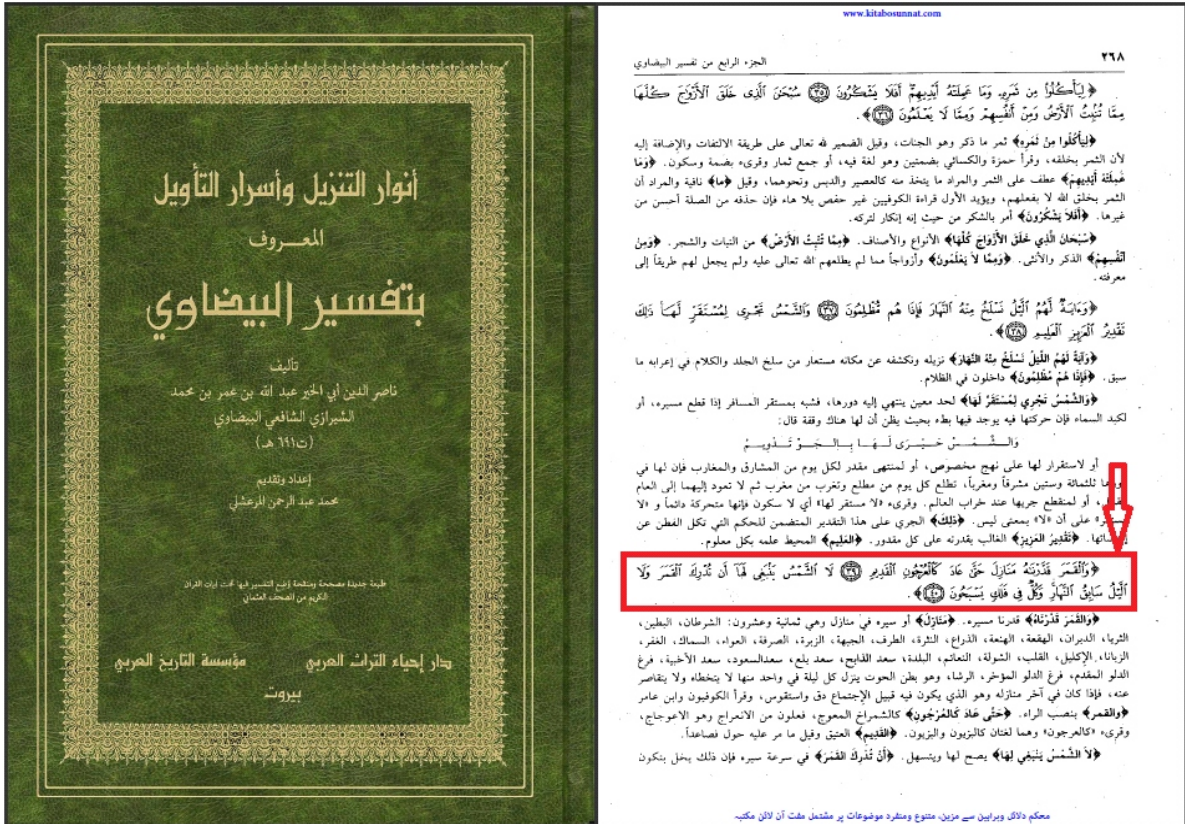
﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ بيان لبعض تلك الآيات. ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ﴾ أي كل واحد منهما، والتنوين بدل من المضاف إليه والمراد بالفلك الجنس كقولهم: كساهم الأمير حلة. ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماء، وهو خبر ﴿كل﴾ والجملة حال من ﴿الشمس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

কুরআন শরীফের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘‘লাস শামসু ইয়ামবাগী লাহা আন তুদরীকাল ক্বামারা ওয়াললাইলী সাবিকুন নাহার, কুল্লুন ফি ফালাকিঁই ইয়াসবাহুন ।’’ (সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৪০)

অর্থাৎ সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং অন্তরিক্ষে যা আছে তা প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন (সন্তরণ) করে ।

নিচে মূল আরবী ‘তফসিয়ে বায়যাবী’ থেকে সুরা ইয়াসিনের ৪০ নং আয়াতের স্ক্রীন শর্টটা লক্ষ্য করুন



এখানে স্পষ্ট ভাষায় কুরআন শরীফে লেখা আছে যে এই মহাকাশে যা কিছু আছে তা সবই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে । এখানে ‘ইয়াসবাহা’ আরবী শব্দ ‘সাবাহা’ থেকে এসেছে যার অর্থ চলমান কিছুর গতি এবং আরবী ‘ফালাক্ব’ শব্দের অর্থ হল মহাকাশ । এককথায় এখানে কুরআনে বলা হয়েছে যে মহাকাশে যা কিছু আছে তা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে । সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের কোন সংঘর্ষ নেই । অথচ তসলিমা নাসরিন মিথ্যা কথা বলে

মানুষকে একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে কুরআন শরীফে নাকি বলা হয়েছে, 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ।' অথচ এই কথা পুরো কুরআন শরীফ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও পাওয়া যাবে না ।

তসলিমা নাসরিন, এবার তো আপনাকে প্রমাণ করে দেওয়া হল যে কুরআন শরীফের সুরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াত থেকে ও সুরা ইয়াসিনের ৪০ নং আয়াত থেকে যে আল্লাহ বলেছেন, এই মহাকাশের যা কিছু আছে তা নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে । এই ব্যাপারে বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআন একমত । এইবার তো বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ মিথ্যাবাদী নন । আল্লাহ সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী আপনি স্বয়ং । এইবার তো আপনি নামাজ পড়বেন না কি নিজের হেঁকড়ি বজায় রেখে পাল্টি মারবেন । চলুন আপনার নামাজ পড়া না পড়া আপনার নিজের ব্যাপার । আপনি নামাজ না পড়ে কুরআন অবিশ্বাস করলে এই বিশ্বের প্রায় দুইশত কোটি মুসলমানের কিছু ছেঁড়া যাবে এটা আপনি ভালভাবেই জানেন । তবে কুরআনের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে, নিজের মিথ্যাকে কুরআনের উপর আরোপিত করে পাঁয়তারা করতে গেলে আপনার গর্দান আপনার শরীরের সঙ্গে একদিন বেওয়াফাই করে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পতিত হবে ।

তবে আপনাকে বলে রাখি, কুরআন কেবলমাত্র একটি জায়গায় বিজ্ঞানের সঙ্গে একমত নয় বরং কুরআন শরীফে এই বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও বিজ্ঞান আজ মেনে নিয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ আমি নিচে পেশ করছি ।

১) কুরআনে বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রমাণ ঃ - বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী ও বস্তুবাদী দার্শনিকরা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বিশ্বজগৎ একসময় একটি পয়েন্টে সংলগ (যুক্ত) অবস্থায় ছিল । এবং পরে তা সম্প্রসারিত হয় । এই চূড়ান্ত সত্য বিজ্ঞানীরা নব্বই- এর দশকে স্যাটালাইটের মাধ্যমে প্রমাণ করল । কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে বিগ ব্যাং থিওরীর কথা বলেছেন । যেমন আল্লাহ বলেছেন,

"খোদাদ্রোহীরা কি একথা জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় ছিল, তারপর আমরা তাকে আলাদা আলাদা (পৃথক) করে দিয়েছি এবং আমরা পানি থেকে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছি । তবুও তারা বিশ্বাস করবে না ?" (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৩০)

আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রথমে আসমান ও জমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিল না। আল্লাহ তাআ'লা পরে ওগুলিকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। জমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যাবধান সৃষ্ট করতঃ অত্যান্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।.......

হযরত ইকরিমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'পূর্বে রাত ছিল না দিন ?'' উত্তরে তিনি বললেনঃ ''প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তাহলে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামই তো রাত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল।'' (তফসীরে ইবনে কাসীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬)

এই মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারিত হচ্ছে সে সম্পর্কে ফরাসী বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি তাঁর 'দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড সায়েন্স' নামক গ্রন্থে যা লিখেছেন, ''মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার। অধুনা এটি সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। তবে কিভাবে যে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে, তা নিয়ে এখনো ইতস্তত কিছু মতভেদ রয়ে গেছে।

মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টি সর্বজন পরিচিত আপেক্ষিক থিওরীতে প্রথম উল্লেখিত হয়। যেসব পদার্থবিজ্ঞানী ছায়াপথের আলোকরশ্মির বর্ণালীবিভা সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-রিরীক্ষা ও গবেষনায় নিরত ছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাও মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের বিষয়টা সমর্থন করেছেন। কেননা, তাঁরা দেখতে পান যে, বিভিন্ন ছায়াপথের বর্ণালীবিভা ক্রমান্বয়ে লাল বর্ণের রুপ ধারণ করছে। এর থেকে তাঁরা এই ধারণায় পৌছান যে, একটা ছায়াপথ থেকে আরেকটা ছায়াপথ ক্রমশ দুরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের পরিমন্ডল ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এখন কথা হচ্ছে, ছায়াপথসমুহ আমাদের নিকট থেকে যত দুরে সরে যাবে, মহাবিশ্বের পরিমন্ডলের পরিধি সম্ভবত বিস্তৃত লাভ করবে ততটাই। তবে, কি রকম গতিতে মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়া কাজ চলছে অর্থাৎ মহাশূন্যের ওইসব বস্তু কতটা দ্রুত আমাদের নিকট থেকে দুরে সরে যাচ্ছে, তা একটা প্রশ্ন বটে। মনে হয়, তাদের এই দুরে সরে যাওয়ার গতিটা আলোর গতির কোনো - এক ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে আরো দ্রুততর হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়।

কোরআনের একটি আয়াতে যে বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে (সূরা ৫১, আয়াত ৪৭) তার সাথে অনায়াসেই আধুনিক বিজ্ঞান-সমর্থিত মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ-মতবাদের তুলনা করা চলে । উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

'আকাশমন্ডলী, আমরা উহাকে সৃষ্টি করিয়াছি ক্ষমতার বলে । নিশ্চয়ই আমরা উহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি ।'

এখানে যাকে আকাশমন্ডলী বলা হয়েছে তা আরবী 'সামাআ' শব্দের অনুবাদ । এর দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবেই পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্য জগতের কথাই বোঝানো হয়েছে । 'আমরা উহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি' এই বাক্যটি হচ্ছে বর্তমান কাল - বাচক ও বহুবচনসূচক আরবী শব্দ 'মুসিউনা'র অনুবাদ । এর মূল ক্রিয়াবাচক শব্দ হচ্ছে টু 'আউসাআ' । এর অর্থ 'সম্প্রসারিত' করা, আরো বেশী প্রশস্ত করা, বৃদ্ধি করা, বিস্তৃত করা ।" (দি বাইবেল দি কুরআন এ্যান্ড সায়েন্স/ড. মরিস বুকাইলি)

সুতরাং জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দিয়েছেন তা মহান আল্লাহ পাক আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে বলে দিয়েছেন । বিজ্ঞান আজ বলছে 'এই মহা বিশ্ব সম্প্রসারণশীল' এই কথা আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন যখন মানুষ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানত না । সুতরাং মহান আল্লাহ যে আছেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ।

২) কুরআনে ভ্রূণবিদ্যার প্রমাণ ঃ- কয়েক বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াদের কিছু লোক কুরআনে ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে যেসব আয়াত আছে সেসব আয়াত এক জায়গায় জমা করেন এবং এর উপর গবেষণা করার জন্য টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুসলিম ভ্রূণতত্ত্ববিদ উইলিয়াম কিথ মূরকে নির্বাচন করা হয় । এই উইলিয়াম কিথ মূর হলেন একজন ভ্রূণ তত্ত্বের উপর গবেষক এবং এর উপর অনেক গ্রন্থ রচনাকারী বিজ্ঞানী । রিয়াদে কিথ মূরকে আমন্ত্রন করে বলা হয়, "কুরআন আপনার বিষয় সম্বন্ধে যা বলেছে তা হল এই । এটা কি সত্যি ? আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি বলতে পারেন ?"

ড. কিথ মূর যতদিন আরবে ছিলেন ততদিন আরবীয়রা তাঁকে কুরআনের সবরকম অনুবাদ দিয়ে সহযোগিতা করেন । গবেষনা করার পর ড. কিথ মূর

এতটাই বিস্মিত হন যে, তিনি তাঁর লেখা পাঠ্যবইগুলিকে পরিবর্তন করেন। তিনি এর আগে "Before we are born" (আমাদের জন্মের আগে) নামে বই লিখেছিলেন তাও তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে 'ভ্রূণতত্ত্বের ইতিহাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে কুরআন পড়ে যা কিছু আবিস্কার করেন তা সংযোজন করেন যা আগের সংস্করণে ছিল না।

টেলিভিশনের সাক্ষাতকারে ড. কিথ মূর বলেন, মানুষের বৃদ্ধির কিছু কিছু ব্যাপারে (মাতৃগর্ভে) কুরআন যা বলছে মাত্র ত্রিশ বছর পূর্বেও তা জানা ছিল না। তিনি বলেন, বিশেষ করে এ ব্যাপারে কুরআন একটি স্তরে মানুষকে বর্ণনা করেছে, "জোঁক সদৃশ্য জমাট বাঁধা রক্ত" হিসাবে। (সুরা আল হাজ্ব, আয়াত ২২) এইসব পড়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান এবং তিনি প্রাণীবিদ্যা বিভাগে গিয়ে একটি জোঁকের ছবি সংগ্রহ করে মানব ভ্রূণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন কুরআন ভ্রূণ সম্পর্কে যা কিছু তথ্য দিয়েছে তা সঠিক। তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে আমি কখনোই চিন্তা করিনি।" তিনি এইসব তথ্য পরে নিজের ভ্রূণতত্ত্ব সংক্রান্ত বইয়ের মধ্যে সংযোজন করেন।

ড. কিথ মূর এইসব গবেষণা করার পর ভ্রূণতত্ত্বের উপর আর একটি স্বতন্ত্র বই লেখেন এবং যখন তিনি টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব তথ্য হাজির করেন, তখন তাও সমগ্র কানাডার পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় এবং কিছু পত্রিকায় তা প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়। এই তথ্য প্রাকাশের শিরোনাম ছিল, "পুরানো প্রার্থনার বইয়ে (অর্থাৎ কুরআন শরীফে) বিস্ময়কর বস্তুর সন্ধান।"

এই পত্রিকার রিপোর্টার ড. কিথ মূরকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি এটা মনে করেন না যে, আরবরা পূর্ব থেকেই এসব ব্যাপারে অবশ্যই জেনে থাকবে, ভ্রূনের বর্ণনা, এর আকৃতি এবং কিভাবে এটা পরিবর্তিত হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে ? তারা বৈজ্ঞানিক না হতে পারে, কিন্তু হতে পারে তারা পূর্বে নিজেদের উপর কোন অমার্জিত স্থুল পন্থায় কাটা ছেড়া চালিয়েছিল, লোকদের কেটেকুটে এসব জিনিজ দেখেছিল ?" উত্তরে ড. কিথ মূর তৎক্ষনাৎ বুঝিয়ে দেন যে, সে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেছে ভ্রূণের সকল স্লাইড যা দেখানো হয়েছে এবং পর্দায় প্রদর্শিত হয়েছে তার সবই অনুবিক্ষন যন্ত্রের ভিতর তোলা ছবি। তিনি সেই রিপোর্টারকে আরও বলেন, "চৌদ্দশ বছর পূর্বে যদি কেউ ভ্রূণতত্ত্ব আবিস্কারের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। তারা এটাকে দেখতে পারেনি।"

ভ্রূণের আকৃতির ব্যাপারে, আল কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে, যখন তা থাকে খুবই ক্ষুদ্র যাকে খালি চোখে দেখা যায় না; সুতরাং তা দেখতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় । যেহেতু এরকম যন্ত্রপাতির অভিজ্ঞতা মাত্র দু'শ বছরের কিছু আগের, তাই কিথ মূর সেই রিপোর্টারকে বিদ্রুপ করে বলেন, "সম্ভবত চৌদ্দশত বছর পূর্বে গোপনে কারো অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, সে এ ব্যাপারেই গবেষণা চালিয়েছিল এবং কোথাও সে কোন ভুল ভ্রান্তি করেনি । তারপর সে কোনভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ) দেখায় এবং তাকে এ তথ্যটি তার বইয়ে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে রাজী করায় । তারপর সে তার যন্ত্রটি ধ্বংশ করে ফেলে এবং চিরকালের জন্য এটা গোপন রাখে । এটা কি তুমি বিশ্বাস করবে ? আসলেই এমন কোন কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, যতক্ষন না তুমি কোন প্রমাণ পেশ করো । কারণ তোমার কথা খুবই হাস্যকর এবং একেবারেই অদ্ভুত ।" নিরুপায় ও লা-জবাব হয়ে রিপোর্টার ড. কিথ মূরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কুরআনের এই তত্ত্ব কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন ?" ড. কিথ মূর উত্তরে বলেন, "এ তত্ত্বের একমাত্র ঐশ্বরিক ভাবেই নাজিল (অবতীর্ন) হতে পারে । এসব মানুষের জানার সাধ্যের বাইরে ।"

ভ্রূণতত্ত্ববিদ ড. উইলিয়াম কিথ মূরের এই গবেষণা ও বক্তব্য বস্তুবাদী তথা নাস্তিক্যবাদী তসলিমা নাসরিনের মুখে এক বিরাট থাপ্পড় । তিনি (উইলিয়াম কিথ মূর) এটাই বলেছেন, আজকের বিজ্ঞান গবেষণার পর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আল্লাহ চৌদ্দশত বছর আগে কুরআনের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন ।

সুতরাং তসলিমা নাসরিন যে একজন মিথ্যাবাদী তা স্পষ্ট বোঝা যায় । আর তিনি যে বলেছেন, কুরআনে বিজ্ঞান বিরোধী কথা আছে তা তার সতীত্বের মতো ষোল আনাই মিথ্যা ।

খোলা চ্যালেঞ্জ তসলিমা নাসরিনকে

তসলিমা নাসরিন বলেছেন, কোরানে বলা হয়েছে - 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ।' অথচ আমি যতদুর কুরআন শরীফ পড়ে ও অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ পড়ে জেনেছি যে কুরআনে এই কথা নেই বরং তার উল্টোটাই বলা হয়েছে যা এর আগে প্রমাণ করা হয়েছে ।

আমার তরফ থেকে তসলিমা নাসরিনকে খোলা চ্যালেঞ্জ রইল যে আপনি কুরআনের একটি আয়াত দেখিয়ে দিন যেখানে বলা হয়েছে, - 'সূর্য পৃথিবীর

চারদিকে ঘুরছে ।’ যদি আপনি দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে আমার তরফ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দানের ওয়াদা রইল ।

তবে আমি জানি তসলিমা নাসরিনের কাছে ৫০ হাজার টাকা কিছুই নয় । তাঁর কাছে এই টাকার মূল্য একদম কম কারণ আপনিন কোটি কোটি টাকার মালিক যেহেতু আপনি ‘লজ্জা’ উপন্যাস লেখার জন্য বিজেপির কাছ থেকে ৪৫ লক্ষ্য টাকা ঘুষ নিয়েছেন । তবে একথা অবশ্যই সত্য যে চ্যালেঞ্জের ময়দানে ১ টাকার মূল্যও সারা পৃথিবীর সম্পত্তির থেকে বেশী ।

আপনাকে আরও চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে যে, আপনি কুরআন শরীফে একটি আয়াতও দেখিয়ে দিন যেখানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিরোধী তথ্য আছে তাহলেও আপনাকে উপরিউক্ত মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হবে ।

এর জন্য আপনি আপনার গুরু ‘আনন্দবাজার’ গোষ্ঠীর সমস্ত কর্ণধারদিগকে আহ্বান করুন ।

মুনাযারার আহ্বান তসলিমা নাসরিনকে

আমার তরফ থেকে তসলিমা নাসরিন তথা তাঁর চ্যালাচামুন্ডা ও সমগ্র আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে মুনাযারার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে যে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে তারা আমার সামনে হাজির করুক এবং তসলিমা নাসরিন ইসলাম সম্পর্কে যে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছে তা প্রমাণ করে দেখাক । এর জন্য আমাকে সারা পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জায়গায় তারা আসতে আহ্বান করবে আমি সেখানে উপস্থিত হতে প্রস্তুত আছি । এমনকি ‘আনন্দবাজার’ গোষ্ঠীর যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আছে সেই মিডিয়ার সামনেও আমি বিতর্ক করতে প্রস্তুত আছি ।

আমি জানি তসলিমা নাসরিন ও আনন্দবাজার গোষ্ঠী এতে রাজি হবে না । কারণ তারা জানে তারা জালিয়াতির প্রশ্রয় নিয়ে ইসলামকে বদনাম করার জন্য তসলিমাকে খাড়া করিয়েছে । আনন্দবাজার গোষ্ঠী ও তসলিমা নাসরিন বিষপান করে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হবে, গলায় দাড়ি নিয়ে মরতে প্রস্তুত হবে কিন্তু তারা কোনদিন আমার সঙ্গে কুরআন শরীফ নিয়ে বিতর্ক করতে প্রস্তুত হবে না । কারণ তারা জানে কুরআন নিয়ে বিতর্ক করতে গেলে তসলিমা নাসরিন সহ আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কাপড় চোপড় আর ঠিক থাকবে না । হেগে মুতে একাকার করে দেবে ।

যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে একবার বিতর্কের ময়দান সাজাক তাহলে তারা বুঝতে পারবে কে কত গভীর জলে আছে ।

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম ঃ শালজোড়, পো ঃ জাহিদপুর,
থানা ঃ লোকপুর, জেলা ঃ বীরভূম,
পিন ঃ ৭৩১১২৪ (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল ঃ +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

পরিশিষ্ট - ১

একথা খুবই সত্য যে প্রচার মাধ্যম (Media) জোনাকীকে নক্ষত্র ও গিরগিটিকে ডাইনোসর বানিয়ে দেয় । তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে ঠিক সেই ব্যাপারটিই ঘটেছে । তসলিমা নাসরিন (গিরগিটিকে) যা লিখেছেন তার থেকে তসলিমাকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছে প্রচার মাধ্যম । আর তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি করেছে কোলকাতার ‘আনন্দবাজার’ গোষ্ঠী । তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করা হয়নি তা নিয়ে ‘আনন্দবাজার’ গোষ্ঠী খুব ফলাও করে প্রচার করতে থাকে পত্রিকার হেডলাইন হিসেবে । বাংলাদেশের ‘সাহাবা সৈনিক পরিষদ’ নামক একটি রাজনৈতিক দল নাকি তসলিমা নাসরিনের মুন্ডুর দাম ধার্য করেছিল ৫০ হাজার টাকা । বেইমান মিডিয়া ‘আনন্দবাজার’ - এর এই মিথ্যা প্রচারে ভারতের জনসাধারণের মনে তীব্র আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়, তসলিমা নাসরিন কি এমন লিখেছেন যাতে বাংলাদেশের ‘সাহাবা সৈনিক পরিষদ’ নামক এক মৌলবাদী সংগঠন তসলিমা নাসরিনের মুন্ডু কর্তনকারীকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষনা করেছেন ? - এই জনসাধারণের চরম আকাঙ্খার ফলে তসলিমা নাসরিনের বই ভারতের বাজারে মুড়ি মুড়কির মতো বিক্রি হতে থাকে । আর বেইমান প্রকাশনী ‘আনন্দ পাবলিশার্স’ এর দ্বারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটতে থাকে । নারী স্বাধীনতা নয় বরং নারী স্বাধীনতার নামে ফেনা তুলে লেখিকা ও প্রকাশক উভয়ের মূল টার্গেট ছিল নিজেদের

বেইমানির বানিজ্যকে সমাজে টিকিয়ে রেখে নিরীহ জনগনের কাছ থেকে হারামের পয়সা রোজগার করা ।

তসলিমা নাসরিনের দাবী ইসলাম নারীকে অধিকার দেয়নি, অথচ পাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যা চারগুণ বেশী । লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক ‘টাইমস’ পত্রিকা লিখেছে, “পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্বেও বৃটিশ অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা বেশী । আরও মাজর ব্যাপার হল এই যে, এসব ব্রিটিশ নব মুসলিমদের বেশিরভাগই মহিলা ।”

পত্র - পত্রিকার খবর অনুযায়ী মার্কিন নব - মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুন বেশী । পত্রিকার মতে - “It is even more ironic that most british converts shold be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly.”

অর্থাৎ “এটা আরও দুঃখজনক যে অধিকাংশ ব্রিটিশ নব - মুসলিমই মহিলা । অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ।”

এখন তসলিমা নাসরিনের কাছে আমার প্রশ্ন ইসলাম যদি নারীকে তার ন্যায্য অধিকার না দিয়ে থাকে তাহলে পাশ্চাত্যের উচ্চশিক্ষিতা নারীরা ইসলাম গ্রহণ করছেন কেন ? তারা কি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের অধিকারকে ক্ষুন্ন করার জন্য ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছেন ? - এর জবাব তসলিমা নাসরিন কি দেবেন ? মনে রাখা প্রয়োজন যে পাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণকারী মহিলারা অনেকেই এক চান্সে পাশ করা অভিজ্ঞ ডাক্তার । তসলিমা নাসরিনের মতো ফোর্থ ইয়ারে ফেল মারা ডাক্তার নন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা ডাক্তার মারিয়াহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ইসলামের কোন্ বিধানটি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে ? ডাঃ মারিয়াহ তার উত্তরে বলেছিলেন, “পর্দাপ্রথা” ।

যে বোরকার নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন সারা জীবন ধরে অমূল্য সময় নষ্ট করে কলমের কালি ব্যয় করলেন এবং যে বোরকাকে মূলচ্ছেদ করার জন্য তাঁর রক্ত শুকিয়ে হাড় কালি হয়ে গেল সেই বোরকাই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণ বাঁচাল । ২০০৭ সালে অ্যাডভোকেট ইদ্রিশ আলি সাহেব যখন এক বিরাট

আন্দোলন শুরু করলেন তখন প্রাণের ভয়ে তসলিমা নাসরিন কোলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যান । আর কেউ যাতে ধরে ফেলতে না পারে সেজন্য তিনি নিজেকে বাঁচাবার জন্য বোরকা পরে আত্মগোপন করে বিমানে করে রাজস্থান পালিয়ে যান । ফলে বোরকার বদৌলতে তাঁর প্রাণ বেঁচে যায় । তাঁর মগজে এখনো ঢুকলো না যে বোরকা তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারে সেই বোরকা যৌন কেলেঙ্কারী, ধর্ষণ ও লাঞ্ছিতার হাত থেকে কেন বাঁচাতে পারবে না ? আর তসলিমা নাসরিনের ছেঁদো বুদ্ধি মগজে ঢুকিয়ে দোকানদার যদি দোকানে বোরকা রাখা বন্ধ করে দিত তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে, সেদিন তাঁকে তাঁর শত্রুর হাতে অকালে বেমত মরতে হত ।

আরও একটা চাঞ্চল্যকর খবর যে, তসলিমা নাসরিন ও সলমন রুশদীর বই পড়ে পাশ্চাত্যে অনেক খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিচ্ছেন । তার কারণ, পাশ্চাত্যের নরনারীরা অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত । তাঁরা যখন খবর শুনলেন যে, তসলিমা নাসরিন ও সলমন রুশদী ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) - এঁর বিরুদ্ধে বই পুস্তক লেখার ফলে মুসলিম সমাজে বিরাট হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে তখন তারা তসলিমা নাসরিন ও সলমন রুশদীর বই - এর সত্যতা যাচাই করার জন্য কুরআন, হাদীস ও মহানবী (সাঃ) - এর জীবনী গ্রন্থ পড়তে লাগলেন এবং তা নিয়ে গবেষনা করতে পাগলেন, যার ফলে তাঁরা ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান অর্জন করে অভিভূত হলেন ফলে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে সমস্ত ভূল ধারণা তাঁদের মন থেকে অপসারিত হল এবং তাঁরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলামের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহুতি দিলেন এবং জান্নাতের হকদার বনে গেলেন । (আলহামদুলিল্লাহ)

এই ঘটনাদুটি (তসলিমার বোরকা পরার ঘটনা ও তাঁর বই পড়ে পাশ্চাত্যের মানুষদের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা) সলমন রুশদী ও তসলিমা নাসরিনের মুখে এক বিরাট থাপ্পড় । তাঁরা ইসলামকে দুনিয়া থেকে উচ্ছেদ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন অথচ আল্লাহর অপার মহিমা যে তাঁদের বইয়ের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছেন । শত্রুর অজান্তে শত্রুর দ্বারাই আল্লাহপাক ইসলামের খিদমত নিয়ে নিচ্ছেন । সুতরাং তসলিমা নাসরিনের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র একেবাই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে । তাঁর বই পড়ে কেউ নাস্তিক তো হচ্ছেই না বরং ইসলামের জয়গানই গাইছে ।

সুতরাং তসলিমা নাসরিন ও সলমন রুশদী যতই চেষ্টা করুন তাঁরা ইসলামের মাথার একটি চুলও বাঁকা করতে পারবেন না ।

পরিশিষ্ট - ২

তসলিমা নাসরিন এই মুসলিম উম্মতের জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্র । ইসলামকে বদনাম করার জন্য ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়ার (আনন্দবাজার গোষ্ঠী) সহযোগিতার হিন্দুত্ববাদীরা তাকে খাড়া করেছে এবং পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে ইহুদী ও নাসারা গোষ্ঠী । তাছাড়া তসলিমা নাসরিনের লেখার হাত একদম ভালো নয় । কথায় কথায় মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে । বিভিন্ন লেখকের লেখা চুরি করে নিজের মানে চালিয়ে বাজার মাত করার চেষ্টা করে । তাহলে সে ভাল লেখক হিসাবে গণ্য হয় কি করে । একথা আজ সকলেরই জানা হয়ে গেছে যে ‘নির্বাচিত কলাম’ নামক গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ও লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের ‘প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য’ নামক বইয়ের হুবহু নকল । এর জন্য লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য্য তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলাও করতে যাচ্ছিলেন । আনন্দবাজার গোষ্ঠী প্রমাদ গনতে থাকে । বিপদ বুঝে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কর্ণধাররা সুকুমারী ভট্টাচার্য্যকে ডেকে মামলা না করার জন্য আবেদন করে এবং নিজেরাই মিটমাট করে নেয় । কেন ? তারা জানত লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য্য তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা করলে তাদের সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে । এবং সকলেই বুঝে যাবে যে ‘আনন্দ পুরস্কার’ চোরদিগকেই দেওয়া হয় । কোন নামকরা লেখককে সহজে দেওয়া হয় না ।

তসলিমা নাসরিনের ‘ফেরা’ নামক বড়গল্পটি বা ছোট উপন্যাসটো দিব্যেন্দু পালিতের ‘আলমের নিজের বাড়ী’ নামক গল্পটি থেকে চুরি করে নেওয়া যা আগেই বলা হয়েছে । সুতরাং তসলিনা নাসরিনের লেখার কোন যোগ্যতা নেই । তার লেখার হাত একদমই কাঁচা । তাহলে তাকে নিয়ে মিডিয়ার এতো বাড়াবাড়ি কেন ? কারণ একটাই তাকে সমাজে হিট সাব্যস্ত করে ইসলামকে বদনাম করতে চায় ।

তসলিমার হাত এতই কাঁচা যে তার লেখা পড়লেই তা বোঝা যায় । তাহলে তার বই পুস্তক আনন্দবাজার গোষ্ঠী ছেপে প্রকাশ করছে কেন ? এর কারণ আরও একটা হতে পারে যে তসলিমা চেয়েছিলেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে আর আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কর্ণধাররাই যেহেতু কোলকাতার সোনাগাছির দালাল সেজন্য তসলিমা নিজের যৌবনকে তাদের বিছানায় দান করেছে এবং একাধিকবার তাদের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন আর তসলিমা নাসরিনের যৌবন দেখে তারা উন্মাদ হয়ে তার বই ছাপতেও আর দেরি করেনি ।

পাঠকগণ ! তসলিমা নাসরিনকে এই উম্মতের জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্রস্বরূপ পেশ করা হয়েছে । তার লেখনীতে একটি কথায় বার বার লেখা হয়েছে যে নারীদেরকে অবাধ যৌন স্বাধীনতা দান করতে হবে যাতে সারা পৃথিবী কোলকাতার সোনাগাছিতে পরিণত হয়ে যায় । এবং ধর্ষক, লম্পট, চরিত্রহীন, কামুক, দালাল শ্রেণীর লোকেদের মজা হয় । নারীকে বাইরে বের করে যাতে তার সতীত্ব হরণ করা সহজতর হয় ।

সুতরাং তসলিমা নাসরিন হলেন পৃথিবীর সমস্ত দালাল, চোর, ডাকাত, ধর্ষক, লম্পট, চরিত্রহীন, ঝাঁক ঝাঁক নারীবেষ্ঠীত কামুক পুরুষদের রক্ষিতাস্বরুপ ।

আনন্দবাজার গোষ্ঠী তসলিমা নাসরিনকে ভাল লেখার জন্য 'আনন্দ পুরস্কার' প্রদান করেনি । তার চৌর্যবৃত্তির জন্য 'আনন্দ পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে । তসলিমা নাসরিন যেহেতু লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য' থেকে চুরি করে 'নির্বাচিত কলাম' লিখেছেন সেজন্য তাকে 'আনন্দ পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে । এই 'আনন্দ পুরস্কার' লেখিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য্যেকেও দেওয়া হয়েছিল তার 'প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য' লেখার জন্য । আর তসলিমা নাসরিনকে 'আনন্দ পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে সেই বই থেকে তথ্য চুরি করার জন্য । সুতরাং 'আনন্দ পুরস্কার' লেখককেও দেওয়া হয় এবং চোরকেও দেওয়া হয় ।

পরিশিষ্ট - ৩

তসলিমা নাসরিনের জালিয়াতি ধরা পড়ে গেছে । তসলিমাকে অনেকে সলমন রুশদীর সঙ্গে তুলনা করে বাড়াবাড়ি করেছেন । জাল পাসপোর্ট বানানোর অপরাধে তসলিমা নাসরিন ধরা পড়েছিলেন । সেজন্য বাংলাদেশে তাঁর পাসপোর্ট আটক করে রাখা হয়েছিল । আর আমাদের ব্রম্ভন্যবাদী মিডিয়া তসলিমার মিথ্যা বিবৃতি ছাপে । তসলিমা নাসরিন বলেছিলেন, তাকে শান্তি নিকেতন কবি সম্মেলনে যেতে দেওয়া হয়নি, ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার পাসপোর্ট 'সিজ' করা হয় । কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তিনি ঘুণাক্ষরেও বিদেশী সংবাদ সংস্থা ও সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান নি ।

আসল ঘটনা হল, তসলিমা নাসরিন ছিলেন একজন সরকারী ডাক্তার । বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন সরকারী কর্মচারীকে বিদেশে যেতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়ের অনুমতি নিতে হয় । কিন্তু তসলিমা নাসরিন স্বাস্থ্যমন্ত্রালয়ের

অনুমতি ছাড়া মিথ্যা 'সাংবাদিক' পরিচয়ে কোলকাতা গমনককালে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়েন এবং ইমিগ্রেশন বিধি অনুযায়ী তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয় । তসলিমা নাসরিনের পাসপোর্ট আটকের প্রকৃত ঘটনা আজও কোলকাতার কোন পত্র - পত্রিকা ছাপে নি ।

তসলিমা নাসরিন যে ইসলাম বিরোধী সংগঠনের ভাড়াটে এজেন্ট তা বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফা'র একটি সাক্ষাতাকারে বোঝা যায় । তিনি বলেছেন, ‘‘তসলিমার 'লজ্জা' গ্রন্থটি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে কোনো কাজেই বরং পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার দুই অংশের বাঙালীদের মধ্যে একটি সম্প্রীতি তৈরী হচ্ছিলো, সেটা অধিকাংশ নষ্ট করেছে এবং বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের মৌলবাদীদের অসম্ভব রকম উস্কে দিয়েছে ।’’

তিনি আরও বলেছেন, ‘‘শুরুর দিকে বাংলাদেশের যে সকল লোক-সাহিত্যিক তসলিমাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাদের অনেকে বুঝতে পারছেন তারা একটি বড় ভুল করেছেন । সে কারণে তসলিমার স্বপক্ষে কেউ হই চই করে কলম ধরতে ছুটে আসেন না ।’’

তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাসের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিজেপি সভাপতি তপন শিকদার বলেছেন, তসলিমার 'লজ্জা' উপন্যাসে প্রকৃত পক্ষে বিজেপির বক্তব্য তুলে ধরেছেন । তসলিমা 'লজ্জা' উপন্যাসে সে সব তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তার সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধ, খৃষ্টান; হিন্দু ঐক্য পরিষদের পুস্তিকায় প্রদত্ত তথ্যের হুবহু মিল রয়েছে । এমতাবস্থায়, একথা দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট যে, তসলিমা নাসরিন বিজেপির অনুপ্রেরণায় 'লজ্জা' উপন্যাস লিখেছিলেন । আর একথা আজ সকলেই জানেন যে তসলিমা 'লজ্জা' উপন্যাস লেখার জন্য বিজেপির কাছ থেকে ৪৫ লক্ষ্য টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন । আর এই ঘুষের টাকা দিয়েই তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে থাকাকালীন ঢাকার একটি অভিজাত এলাকায় নয়া নির্মিত ও আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বহুতল প্রাসাদে এক বিশাল ফ্ল্যাট খরিদ করেন । যার দাম বলা হয়েছে ২৮ লক্ষ্য টাকা । ফ্ল্যাটটিকে তিনি সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে বহুমূল্য আসবাবে । এছাড়া বাড়িতেই ছিল তার নিজস্ব কম্পিউটার । এসবের দামও কয়েক লক্ষ্য টাকা । তার উপর তিনি কিনেছেন আমদানীকৃত দামী এক বিদেশী গাড়ি । কম করে যার মূল্য বলা হয়েছে

তখনকার বাজারে পাঁচ লক্ষ্য টাকা। অথচ তসলিমা নাসরিন নিজেই বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের এক সরকারী হাসপাতালে সাধারণ একজন ডাক্তার হিসাবে চাকুরী করতেন। কিন্তু পরে তিনি সরকারের উপর রাগ করে চাকুরী ছেড়ে দেন। তসলিমা নাসরিন নিজেই Savvy ম্যাগাজিনে বলেছেন, ‘‘যে দিনটি থেকে আমি স্বয়ং উপার্জন করতে শুরু করলাম সেই দিন থেকেই বাবার কাছ থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। আমার লেখার কল্যানে আমি দু’মাস আগে আমার নিজস্ব ফ্ল্যাট খরিদ করতে পেরেছি। আমার নিজস্ব ‘কার’ও রয়েছে। আমার বোন এবং তার স্বামীকেও আমার ফ্ল্যাটে রেখেছি। কিন্তু আমি টাকার জন্য লিখিনা। জীবনের জন্য টাকা গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই কিন্তু আমি নিজের জন্য আর টাকা চাইনা।’’ (সৌজন্য ঃ সাপ্তাহিক কলম, কোলকাতা, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৩)

অন্যদিকে ২৩ নভেম্বর ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী বাহাউদ্দিনকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি অন্য কথা বলেন। শ্রী বাহাউদ্দিনকে তসলিমা নাসরিন বলেন, ‘‘আমি বিপন্ন মানুষ। বাড়ির বাইরে বেরুতে পারছি না। বন্দী জীবন কাটছে। ঋণ হতাশায় আমি নাজেহাল। ধার করে বাড়ি কিনেছি। ঋণ শোধ করতে আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে।’’

দেখুন এখানে তসলিমা নাসরিনের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য। তিনি Savvy ম্যাগাজিনে বলছেন যে তিনি নিজেই উপার্যন করে বাড়ি কিনেছেন। অপরদিকে ‘আজকাল’ পত্রিকার সাক্ষাতকারে বলছেন যে ঋণ করে বাড়ি কিনেছেন। তাহলে তসলিমা নাসরিনের কোন কথাটা সঠিক আর কোনটা মিথ্যা। একেই বলে মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি ঠিক থাকে না।

তাঁর যদি প্রথম কথাটা সত্যি হয় যে তিনি লেখালেখির দরুন টাকা উপার্যন করেছেন তাহলে আমরা বলব যে বিজেপিই তাকে যে ৪৫ লক্ষ্য টাকা দিয়েছে তার থেকে তিনি বাড়ি কিনেছেন। আর যদি দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয় যে তিনি ঋণ করে বাড়ি কিনেছেন। তাহলে আমরা বলব, এখানে তসলিমা নাসরিন প্রাচীন ভারতীয় চার্বাকদের নীতি গ্রহণ করেছেন যে ভোগবাদী চার্বাকরা বলত, ‘যাবত জীবেত সুখং জীবেত, ঋণং কৃত্ব ঘৃতং পীবেত’ অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে এবং ঋণ করেও ঘি খাবে।

আর প্রাচীন ভারতীয় ব্রাম্ভন্যবাদীরা যেহেতু চার্বাকদের সমস্ত পুঁথি পুড়িয়ে দিয়েছিল সেজন্য হিন্দুত্ববাদীদের জড়ো হয়ে কোলকাতার কলেজস্ট্রীটের ‘আনন্দ

পাবলিশাস’ এর সামনে তসলিমা নাসরিনের সমস্ত বইগুলিকে ছিনিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া উচিৎ ।

বিজেপি সরকার তসলিমার সমর্থন করা সত্যেও তারা তসলিমার ভাবধারায় বিশ্বাসী নয় । তারাও তসলিমার বইকে নিকৃষ্টমানের বই বলেই মনে করে । যেমন, পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিজেপি সভাপতি তপন শিকদার বলেছেন, “যদিও তসলিমার অন্যান্য বই পড়ে আমার তাকে কিছুটা বিকৃত রুচির মহিলা বলেই মনে হয়েছে । তাঁর লেখার বিষয় নিয়ে আমার কিছু বলার নেই । আমি আপত্তি জানাচ্ছি ওঁর ভাষার । এই ধরণের কুৎসিৎ ভাষা ব্যাবহার করলে তসলিমা কখনই উঁচু মানের লেখিকার সম্মান পাবেন না বলে আমার বিশ্বাস ।” (সৌজন্যে ঃ আলোকপাত, ডিসেম্বর, ১৯৯৩, তথ্যসূত্র ঃ তসলিমা নাসরিনের স্বরুপ সন্ধানে, আবু ওবায়দা)

তসলিমা নাসরিন নিজেকে মানববতাবাদী বলেন এবং কথায় কথায় মানবতাবাদের ফেলা তুলে চিৎকার করেন । অথচ তসলিমা নাসরিন নিজে পৃথিবীর অন্যতম মানবতাবিরোধী কর্মে লিপ্ত আছেন । তসলিমা নাসরিন নিজেই বলেছেন যে তিনি সন্তান চাননা । কেননা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার অবাধ জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি হবে । তাহলে অবাধ যৌন স্বাধীতায় বিশ্বাসী তসলিমা নিশ্চয় গর্ভনিরোধক ঐষধ সেবন করেন । তাহলে ঐষধ দিয়ে শুক্রকীট ধ্বংস করা কি মানবতাবিরোধী কর্ম নয় ?

মূল্যবান উক্তি

তসলিমা নাসরিন আল্লাহ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন । তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই । অথচ বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন বলেছেন "মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই সীমিত ও স্বল্প । মানুষ সৃষ্টি জগতকেই বুঝে শেষ করতে পারে না, সে তার সীমিত জ্ঞানে মহান স্রষ্টাকে বুঝবে কি করে ?"

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোমানেস তাঁর মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে স্বীকার করে গেছেন, "মহাবিশ্বকে কোন ক্রমেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে বোঝান যায় না ।"

১৯০০ বছর পূর্বে দার্শনিক সেন্ট পল বলেছেন, "আল্লাহর আদেশেই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল । অতএব দৃশ্য সমস্ত জিনিসই অদৃশ্য জিনিস থেকে তৈরী ।"

সর্বকালের সেরা বৈজ্ঞানিক আইজ্যাক নিউটন বলেছেন, "একমাত্র চরম বুদ্ধিমান ও পরম ক্ষমতাশালী এক শক্তির নির্দেশেই সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং ধুমকেতু এ আশ্চর্য সুন্দর জগৎ সৃষ্টি হতে পারে । অন্ধের যেমন বর্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তেমনি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ কিভাবে সকল বস্তু ধারণ করেন, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ।"

আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক কুরআন শরীফে বলেছেন, "ওয়া লিল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম, আযাবু জাহান্নাম, ওয়াবিসাল মাসীর" অর্থাৎ "অস্বীকার করে যার আপন পালনকর্তাকে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, সেটা কতোই না জঘন্য স্থান ।" (আল কুরআন, সুরা মূলক, আয়াত ঃ ৬)

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন/অন লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন/অন লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অন লাইন)
২৮) বেশ্যা নারীর আত্মকথা (তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর পোষ্ট মার্টম) (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]

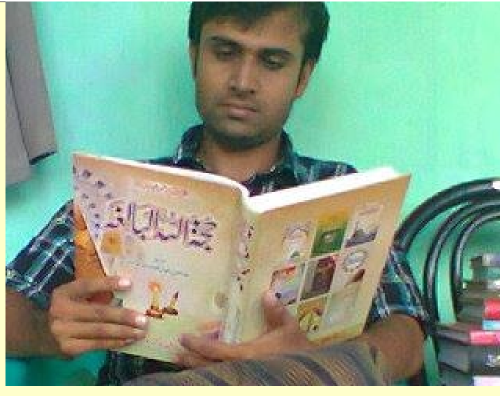
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পাণ্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।



লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু মানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এরপর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভর্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

শখ ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু, বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা ।



Islamic Da'wah and Education Academy



Contact-
Ashik Iqubal
Mob- 7501879668
Ph. No-01776564817
email-
iqubal86@gmail.com
islamicdawahandedu@gmail.com
www.facebook.com/2014idea

Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Islamic Da'wah and Education Academy